মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৮

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, সর্বোত্তম মুমিন কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। অতঃপর বলল, সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, ‘যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে’ *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
রবীঃ আখের-জুমাঃ উলা ১৪৩৯ হিঃ
পৌষ-মাঘ ১৪২৪ বাং
জানুয়ারী ২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**
♦ সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**
♦ মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব *(৪র্থ কিস্তি)* *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ১৭
♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(৩য় কিস্তি)* *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ২২

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৫
♦ অক্টোবর বিপ্লব : গর্বাচেভ কি বিশ্বাসঘাতক?
-মশিউল আলম

◈ **মনীষী চরিত :** ২৮
♦ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ) *(শেষ কিস্তি)*
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৪
♦ হাদীছে বর্ণিত কিছু উপমা *-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৫
♦ উচ্চ রক্তচাপের ১০ কারণ ♦ মুখে দুর্গন্ধের কারণ
♦ মুখে দুর্গন্ধ দূর করার উপায়

◈ **ক্ষেত-খামার :** বারান্দায় বা ছাদের টবে ব্রোকলি চাষ পদ্ধতি ৩৭

◈ **কবিতা :** ৩৮
♦ মানবতার জয় ♦ পিওর বনাম পপুলার
♦ নারীর গতি

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◈ **মুসলিম জাহান** ৪২

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১৮

যেরুসালেমকে ইস্রাঈলের রাজধানী ঘোষণা

গত ৬ই ডিসেম্বর'১৭ বুধবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ বায়তুল আক্বছা তথা যেরুসালেমকে অবৈধ ইহূদী রাষ্ট্র ইস্রাঈলের রাজধানী ঘোষণা করেছেন। যাদের রাষ্ট্র তারা ঘোষণা করার সাহস করেনি। ঘোষণা করলেন যিনি, তিনি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক নন। এমনকি ইহূদীও নন, বরং খ্রিষ্টান। তাহ'লে কি স্বার্থ তাদের এখানে? তৃতীয় হারামটি দখলের পর তারা এগোবে বাকী দুই হারাম দখলের দিকে। ইতিমধ্যে দুই হারামের তত্ত্বাবধায়কদের তারা বগলদাবায় নিয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রাম্প মুসলমানদের ঈমানের প্রতি তাচ্ছিল্য করেছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে 'ভার্সাই চুক্তি'র বলে বৃটেন ফিলিস্তীনকে নিজ কব্জায় নিয়ে নেয়। অতঃপর ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক 'বেলফোর ঘোষণা'র ভিত্তিতে ১৯১৮ সাল থেকে বহিরাগত ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সাথে সাথে তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে আইন পাস করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে বহিরাগত ইহূদীরা এসে সেখানে বসতি স্থাপন শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে যখন বৃটেন ইস্রাঈল ত্যাগ করে, তখন ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ ৫০ হাযার। যার মধ্যে দু'লাখ দেশীয় ইহূদী, ৪ লাখ বহিরাগত ইহূদী ও বাদ বাকী সাড়ে ১৩ লাখ সুন্নী মুসলিম।

বৃটেন ফিলিস্তীন ত্যাগ করার সাথে সাথে ইহূদী নেতারা স্বাধীন ইস্রাঈল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন এবং তার কয়েক মিনিট পরেই আমেরিকা ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র করে নেয়। এরপর ইঙ্গ-মার্কিন ও ইস্রাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে ১০ লক্ষাধিক ফিলিস্তীনী মুসলিম স্বদেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর ফিলিস্তীনে থেকে যায় মাত্র ২ লাখ ৪৭ হাযার নির্যাতিত আরব মুসলিম। এখন যারা 'হামাস' ও 'ফাতাহ' দুই নেতৃত্বের অধীনে বিভক্ত। ফিলিস্তীনের ৮০ শতাংশ ভূ-ভাগ দখল করে নেয় সন্ত্রাসী ইস্রাঈল। তখন থেকে এযাবৎ পর্যন্ত চলছে ফিলিস্তীনীদের রক্তঝরার ইতিহাস। চলছে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের শরণার্থী শিবিরগুলিতে ফিলিস্তীনীদের মানবেতর জীবন। এজন্য দায়ী কারা?

আল্লাহ বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। তিনি বলেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। কুরআনের এই বাণী অগ্রাহ্য করে মুসলিম নেতারা ইহূদী-নাছারাদেরকেই বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে আল্লাহ্র গযব এসে গেছে।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফিলিস্তীন ভেঙে একদিকে ইহূদী রাষ্ট্র ইস্রাঈল, অন্যদিকে আরব ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, তাতে যেরুসালেমের জন্য স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের পর ইস্রাঈল পূর্ব ও পশ্চিম যেরুসালেম দখল করে নেয় এবং এককভাবে তা নিজ দেশের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেয়। সেই অন্তর্ভুক্তি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কখনো মেনে নেয়নি। ১৯৯৫ সালে ইস্রাঈল ও পিএলও স্বাক্ষরিত অসলো শান্তিচুক্তিতে উভয় পক্ষ মেনে নেয় যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যেরুসালেমের প্রশ্নটি নির্ধারিত হবে। ১৯৪৭ সাল থেকে বিগত ৭০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে এসেছে। অথচ সেই নিয়ম ভেঙে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই পবিত্র নগরীকে ইস্রাঈলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন এবং সেখানে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের হাত থেকে যে পবিত্র ভূমি দখলের জন্য খ্রিষ্টান বিশ্ব ১০৯৫-১২৯১ খৃ. পর্যন্ত ১৯৬ বছর ক্রুসেড যুদ্ধ করেছে, সেটি এখন ট্রাম্পের কলমের এক খোঁচায় তাদের দখলে চলে গেল। যদিও ট্রাম্প দাবী করেছেন, শান্তিপ্রক্রিয়ায় নতুন পথ অনুসরণের জন্যই তার এই সিদ্ধান্ত। এতে কেউ কেউ অন্ধকারে আলোর রেখা দেখছেন। অর্থাৎ দুই পক্ষ চাইলে পূর্ব যেরুসালেমে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রের রাজধানীও হ'তে পারে। তাছাড়া পূর্বের ন্যায় আরব ও ইহূদীদের জন্য স্বতন্ত্র দু'টি রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় নেওয়া হ'ল, যখন ফিলিস্তীনী ও আরব বিশ্ব প্রবলভাবে বিভক্ত। ট্রাম্প তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করলেন মাত্র। কোন কোন আরব দেশ ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেও এই প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ তারা নেবে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। তবে ওআইসি যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলির সম্মতি আদায় করতে পারে, তাহ'লে ভেটোধারী আমেরিকাকে কোণঠাসা করা যাবে এবং তারা বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হবে।

যেরুসালেমের উপর ইহূদীদের দাবীর ভিত্তি হিসাবে পাশ্চাত্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, ইহূদীরাই ফিলিস্তীনের আদিবাসী। তাদের প্রতিশ্রুত ইস্রাঈল রাষ্ট্র লোহিত সাগর থেকে জর্ডান পর্যন্ত বিস্তৃত। যার চিরকালীন রাজধানী হ'ল যেরুসালেম'। তাদের এই গল্পে বাধ সেঁধেছেন খোদ তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শ্লোমো স্যাণ্ড। তিনি তাঁর 'দি ইনভেনশন অব জুয়িশ পিপল' এবং 'দি ইনভেনশন অব ল্যাণ্ড অব ইস্রাঈল' অর্থাৎ 'ইহূদী জাতির আবিষ্কার' এবং 'ইস্রাঈল ভূমির আবিষ্কার' গ্রন্থে এই দাবীকে ভুয়া প্রমাণ করেছেন। মূলতঃ ইহূদীদের উপর শত শত বছর ধরে অত্যাচার ও গণহত্যা চালানো পশ্চিমারা তাদের অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে সর্বদা ইস্রাঈলের অন্যায্য দাবীর ব্যাপারে দুর্বল থাকে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদ ও সেখানকার ভূমি কব্জায় রাখতে ইস্রাঈলের মত একটি ধুরন্ধর অস্ত্র তাদের বড়ই প্রয়োজন।

মূলতঃ আজকের ফিলিস্তীনীরাই ফিলিস্তীনের আদি অধিবাসী। যারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পরপরই ইসলাম কবুল করেছিল। আর ইহূদীরাও কখনো জন্মগত ইহূদী ছিল না। তারাও পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত ইহূদী। কিন্তু নবীদের অবাধ্যতা করার ও তাদের হত্যা করার কারণে আল্লাহ্র অভিশপ্ত *(বাক্বারাহ ৬১)* এই জাতি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে সর্বদা নির্যাতিত ও বিতাড়িত হয়েছে। তারাই এক সময় ইহূদী ঘরের সন্তান হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবুঅত দাবী করার অপরাধে(?) হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল। আর আজকের জায়নবাদী ইহূদীরা হত্যা করছে সেদিনের ঈসার অনুসারী বনু ইস্রাঈলের উত্তরসূরী মুসলিম ফিলিস্তীনীদের। কিন্তু এটাই আল্লাহ্র ফায়ছালা যে, অভিশপ্ত ইহূদী ও পথভ্রষ্ট নাছারারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি ঝুপড়ি ঘরেও ইসলাম প্রবেশ করবে বিজয়ীর বেশে। তখন হয় ইহূদী-নাছারারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে অথবা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে' *(মিশকাত হা/৪২; ছহীহাহ হা/৩)*।

[বাকী অংশ ০৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি সমূহ :

(৯) ঐসব কাজ হ'তে বিরত থাকা, যার কারণে দাওয়াত বাধাপ্রাপ্ত হয় :

যেমন ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় জনৈক অসন্তুষ্ট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায় বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! যদি আমি ন্যায়বিচার না করি, তবে কে ন্যায়বিচার করবে? যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তাহ'লে তুমি নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। তখন ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ 'আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই! লোকেরা বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করছি। নিশ্চয় এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন তেলাওয়াত করে। যা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করে না। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন শিকার হ'তে তীর বেরিয়ে যায়'।[১] উক্ত ব্যক্তি যুল-খুইয়াইছিরাহ তামীমী-কে পরবর্তীতে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৩৫-৪১ হিঃ) সৃষ্ট চরমপন্থী জঙ্গীদল 'খারেজীদের মূল' (أَصْلُ الْخَوَارِجِ) বলা হয়।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই নীতি অবলম্বন করেন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলকারী মুনাফিকদের প্রতি। যারা ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধকালে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুছতালিক্ব যুদ্ধকালে, ৯ম হিজরীতে তাবূক অভিযানকালে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় অভিযানের খবর ফাঁসকারী ব্যক্তিকেও তিনি ক্ষমা করে দেন, মুসলিম হওয়ার কারণে। যাতে অন্যেরা না বলতে পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর নিজের সাথীদের হত্যা করছেন।

(১০) নিজেকে নিজ দাওয়াতের আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা এবং যাবতীয় কপটতা হ'তে বিরত থাকা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। যেমন এক প্রশ্নের উত্তরে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[৩] আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি ও তাঁর সাথী ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِيْ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ، 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকুকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*।

কেবল ব্যক্তি নয়, বরং সংগঠনের সকলে একই বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ 'শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল আমার যুগের। অতঃপর তার পরের যুগের। অতঃপর তার পরের যুগের'।[৪] এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন পরবর্তী যুগের মুসলমানদের নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ও অনুসরনীয়।

পরবর্তী যুগের মানুষদেরকেও মুত্তাক্বীদের আদর্শ হওয়ার ও মুত্তাক্বী সন্তান কামনা করার জন্য দো'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ

১. মুসলিম হা/১০৬৩ (১৪২); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৩ পৃ.।
২. কুরতুবী, সূরা তওবা ৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।
৩. আহমাদ হা/২৫৩৪১, ২৫৮৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।
৪. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।

أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا– ‘আর যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও’ *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) নিজের জন্য দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর’।[৫]

(১১) যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের প্রতি দরদী হওয়া। যাতে তারা হক শ্রবণ করে :

সকল নবীই উক্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। শেষনবী (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাংখী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরায়ণ’ *(তওবা ৯/১২৮)*। এমনকি কওমের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ‘তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেনা বিধায় তুমি হয়ত মর্মবেদনায় নিজেকে শেষ করে ফেলবে’ *(শো‘আরা ২৬/৩)*।

(১২) কষ্ট বরণে ও ধৈর্য ধারণে খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় হওয়া :

খেজুর গাছে ঢিল মারলে সেখান থেকে খেজুর পতিত হয়। একইভাবে আল্লাহ্র পথের দাঈকে কষ্ট দিলে উত্তম ছবরের বিনিময়ে তার আমলনামায় ছওয়াব যুক্ত হয়। একেই বলা হয়, تُلقى بالحجر وتَلقى بالتمر ‘পাথর নিক্ষিপ্ত হয় ও খেজুর পতিত হয়’।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, যার পাতা পড়ে না এবং অমুক অমুক অমুকগুলি পতিত হয় না। যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে থাকে। ইবনু ওমর বলেন, আমার মনে ধারণা হ’ল যে, এটি খেজুর গাছ। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আবুবকর ও ওমর কিছুই বলছেন না। তখন আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করলাম। যখন তারা কিছুই বললেন না, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটি হ’ল খেজুর গাছ। অতঃপর যখন আমরা উঠলাম, তখন আমি ওমরকে বললাম, হে আব্বা! আল্লাহ্র কসম! আমার মনে একথাই উদয় হয়েছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। তখন তিনি আমাকে বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ ‘কোন বস্তু তোমাকে বলতে নিষেধ করেছিল?’ আমি বললাম, আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলাটা অপসন্দনীয় মনে করেছিলাম। তখন ওমর বললেন, لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ‘তোমার বলাটা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ছিল অমুক অমুক বিষয়ের চাইতে’ *(বুখারী হা/৪৬৯৮)*। ইবনু ওমর বলেন, أَحْسَبُهُ قَالَ: حُمْرِ النَّعَمِ ‘আমি ধারণা করি, তিনি বলেছিলেন, সর্বোত্তম লাল উট কুরবানী করার চাইতে’ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪৩)*।

এর মধ্যে কতগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন (১) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া। (২) ছাত্র বা শিষ্যদের মেধা যাচাই করা। (৩) কঠিন বিষয়ে বুঝ হাছিলে উৎসাহিত করা। (৪) সঠিক উত্তর প্রদানে লজ্জা না করা। (৫) খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড, মাথা, পাতা, ফল, রস সবই যে বরকত মণ্ডিত সেটি ব্যাখ্যা করা। (৬) খেজুর গাছ ঝোড়া জায়েয প্রমাণিত হওয়া। কেননা এটি অপচয় নয়, বরং সেখান থেকে রস আস্বাদন করা হয়। (৭) এই বৃক্ষের সাথে কালেমা ত্বইয়েবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সামঞ্জস্য বর্ণনা করা। কারণ এই কালেমায় বিশ্বাসের উপর মুমিন জীবন দণ্ডায়মান থাকে। যেমন খর্জুর বৃক্ষ যেকোন অবস্থায় সর্বদা দণ্ডায়মান থাকে। (৮) এই বৃক্ষের সাথে মুমিনের জীবনের তুলনা করা। কারণ শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও খেজুর গাছের শাখা পতিত হয় না। তেমনি শত বিপদেও মুমিনের জীবন থেকে ঈমান ও নেক আমল পতিত হয় না। (৯) খেজুর গাছের মাথায় ঢিল মারলে খেজুর পতিত হয়। মুমিনকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে এবং তাতে আল্লাহ্র জন্য ছবর করলে তার আমলনামায় ছওয়াব পতিত হয়। (১০) খর্জুর বৃক্ষের সবকিছু অন্যের কল্যাণে সৃষ্ট। তেমনিভাবে মুমিন জীবনের সবটাই সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত।

(১৩) কথায় ও কাজে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক’ *(তওবা ৯/১১৯)*। হূদ (আঃ) নিজ কওমকে বলেছিলেন, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ‘আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গামসমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী’ *(আ‘রাফ ৭/৬৮)*। ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ‘সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী’ *(মারিয়াম ১৯/৫৪)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার কওমের নিকট আল-আমীন (বিশ্বস্ত) হিসাবে পরিচিত ছিলেন *(ইবনু হিশাম ১/১৯৮)*। আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ– ‘আমরা জানি যে, তারা যেসব কথা বলে তা

৫. মুওয়াত্ত্বা হা/৭৩৮, ২/৩০৬ পৃ.।

তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?' 'আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?' *(ছফ ৬১/২-৩)*।

(১৪) আচরণ নম্র হওয়া ও হক কবুল করা :

দাঈকে অবশ্যই সত্যবাদী ও অন্যের নিকট বিশ্বস্ত হ'তে হবে। হক আক্বীদার উপর দৃঢ় থাকা এবং আচরণ নম্র হওয়া দাঈর সবচেয়ে বড় গুণ। আল্লাহ স্বীয় রাসূল-কে বলেন, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ 'আর তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেভাবেই অবিচল থাক। তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তুমি বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(শূরা ৪২/১৫)*। তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

তবে যদি কেউ ভুল ধরিয়ে দেয় এবং সেটি যদি হক হয়, তাহ'লে বিনা দ্বিধায় তা কবুল করে নেওয়া দাঈ-র জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ- 'তুমি সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে'। 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 'অহংকার হ'ল দম্ভভরে হক প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[৬] আর কোন অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ- 'যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ঐ)*।

৬. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।

(১৫) ছোট-বড় সকল বিষয়ে সংস্কারের চেষ্টা করা :

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ- 'আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন' *(হূদ ১১/১১৭)*। এখানে مُصْلِحُونَ অর্থ 'সংস্কারক'। যারা নিজেদেরকে ও সমাজকে কল্যাণের পথে সংস্কার করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ- 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে'।[৭] এর ব্যাখ্যায় অন্য হাদীছে এসেছে, الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِى 'আমার পরে লোকেরা যেসব সুন্নাতকে বিনষ্ট করে, সেগুলিকে যারা সংস্কার করে'।[৮] হাদীছটির সনদ 'যঈফ' হ'লেও পূর্ববর্তী ছহীহ হাদীছের সমার্থক।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের ইহকালীন ও পরকালীন প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সবকিছু বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، 'হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি'।[৯]

(১৬) সাধ্যমত দিন-রাত মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া:

পৃথিবীর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে দিন-রাত দাওয়াত দিতেন। যার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا- ثُمَّ

৭. ছহীহাহ হা/১২৭৩।
৮. তিরমিযী হা/২৬৩০; মিশকাত হা/১৭০, সনদ যঈফ।
৯. বায়হাক্বী শো'আব হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

Contents

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا- 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি'। 'কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে'। 'আমি যতবারই তাদের আহ্বান করেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যিদ করেছে এবং চূড়ান্ত অহংকার দেখিয়েছে'। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি উঁচু স্বরে'। 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে' *(নূহ ৭১/৫-৯)*।

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) আল্লাহওয়ালা হওয়া :

আলেম, ফক্বীহ, বিচারক, শাসক ও সমাজনেতা সকলের জন্য উক্ত গুণ থাকা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ 'কোন মানুষের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন। অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং সে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও' *(আলে ইমরান ৩/৭৯)*।

(২) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা :

যেমন (ক) ইখলাছের ক্ষেত্রে রিয়া ও শ্রুতি এবং হক প্রকাশ ও হক দাওয়াতের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধিতার বাড়াবাড়ি ও বাহ্যিক আমলগত বিষয়ে বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করা। (গ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। অথচ তাঁর জান্নাত কামনা না করা। যেমন কিছু ভণ্ড ছূফীর অবস্থা। জান্নাতের সুখ-শান্তি কামনা করা, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা না করা। যেমন কিছু কালাম শাস্ত্রবিদ ভণ্ড দার্শনিকের অবস্থা। (ঘ) আবেদগণকে নিষ্পাপ মনে করা ও আলেমগণকে হীন ধারণা করার মধ্যবর্তী উভয়কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা। (ঙ) কবীরা গোনাহগার মুমিনকে কাফের অথবা পূর্ণ মুমিন ধারণা করার মধ্যবর্তী উভয়কে ফাসেক মুমিন গণ্য করা। অর্থাৎ চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুরজিয়ার মধ্যবর্তী আক্বীদা অবলম্বন করা। (চ) কৃপণতা ও সংসার বিরাগ এবং দৈহিক কৃচ্ছ্রতা সাধন ও ইবাদতে অমনোযোগিতার মধ্যবর্তী স্বাভাবিকভাবে ইবাদত পালন করা।

(৩) সালাফী পথের অনুসারী হওয়া :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করা।

(৪) শরী'আতের নির্দেশ দ্রুত মান্য করায় উৎসাহী হওয়া :

কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ মান্য করার ব্যাপারে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে তারা সর্বদা ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় দ্রুত সেটি আমল করার চেষ্টা করা। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন কাজ দেখলে কিভাবে তা দ্রুত সম্পাদন করতেন, তার অন্যতম নমুনা এই যে, একবার জুতার নীচে নাপাকী আছে মর্মে অহি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় নিজের জুতা জোড়া খুলে বাম দিকে রাখেন। এটি দেখে মুক্তাদী ছাহাবীগণ স্ব স্ব পায়ের জুতা খুলে ফেলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মুক্তাদীদের নিকট বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন'।[১০] তিনি বলেন, أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়তর আমল হ'ল নিয়মিত করা, যদিও তা কম হয়'।[১১] ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ قَلِيلاً وَيَعْمَلُ كَثِيرًا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلاً- 'মুমিন কথা কম বলে, আমল বেশী করে। আর মুনাফিক কথা বেশী বলে, আমল কম করে'।[১২] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যখন ঈমানের শাখা সমূহ একত্রে জমা হয়, তখন তুমি সেটাকে অগ্রাধিকার দাও যাতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। অনেক সময় অনুত্তম ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি অপেক্ষা সৎকর্মে অধিক অগ্রণী হয় এবং সে উত্তম ব্যক্তির চাইতে বেশী নেকী অর্জন করে। অতএব সর্বোত্তমটি করার চাইতে যেটি সবচেয়ে উপকারী সেটাই করা উত্তম।... যেমন কোন ব্যক্তি যদি রাত্রিতে কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবন করায় বেশী উপকৃত হন এবং ছালাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ তার জন্য ভারী হয়, তবে সে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবন করবে'।[১৩] অনেকের উপর আল্লাহ সৎকর্মের দুয়ার সমূহ একটির বদলে আরেকটি খুলে দেন। কারুর উপরে সবধরনের দুয়ার খুলে দেন। ফলে তিনি অধিক নেকী অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের আটটি দরজা থেকে আহূত হবেন। আর এটি হ'ল আল্লাহ্র অনুগ্রহ। যা তিনি যাকে খুশী তাকে দান করে থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) এভাবে আহূত হবেন বলে হাদীছে এসেছে। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবেন কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) আবুবকরকে বলেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ 'হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৪]

(৫) ছোট-বড় সকল বিষয়ে সংস্কার করা :

একজন মুমিন তার জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা

১০. আবুদাঊদ হা/৬৫০; দারেমী হা/১৩৭৮; মিশকাত হা/৭৬৬।
১১. মুসলিম হা/৭৮৩; বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২।
১২. আবু নু'আইম আল-ইছফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ হি.) ৬/১৪২ পৃ.।
১৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৬৫১ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬-এর ব্যাখ্যা)*।
১৪. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ-৬।

অনুযায়ী সংস্কার করবে। যেমন প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নবী কি তোমাদের সবকিছু বিষয়ে এমনকি পেশাব-পায়খানার মত বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলামুখী হ'তে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, তিনটির কমে ঢেলা না নিতে এবং শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন'।[১৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১৬] তবে ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা টয়লেটের মধ্যে হ'লে জায়েয আছে।[১৭] পানি পেলে কুলূখের (মাটির ঢেলা) প্রয়োজন নেই।[১৮] কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই।[১৯] কুলূখের জন্য তিনবার বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[২০]

মোটকথা তারবিয়াহ বা পরিচর্যাই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের মূল ভিত্তি। যা ব্যতীত শুধুমাত্র দাওয়াত কখনো ফলপ্রসু হয় না এবং সমাজও পরিবর্তিত হয় না।

তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ

(১) জ্ঞানগত পরিচর্যা :

যা মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও বুঝ শক্তি বৃদ্ধি করে সর্বদা সে চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ পাক দো'আ করতে বলেছেন, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*।

(২) চেতনা সৃষ্টির পরিচর্যা :

যা মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে আল্লাহ বিরোধিতা হ'তে ভীত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। এজন্য সর্বদা মানুষকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন মূলক আয়াত ও হাদীছ সমূহ শুনাতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে। সাথে সাথে জান্নাতের সুখ-শান্তির আয়াত ও হাদীছ সমূহ বর্ণনা করতে হবে।

(৩) কর্মগত পরিচর্যা :

এর মাধ্যমে বাস্তব সম্মত কর্মপন্থা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। যা মুসলমানদের সমাজ ও জনপদকে অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম করে তুলবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ 'নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই হ'ল বিজয়ী' *(ছাফফাত ৩৭/১৭৩)*। আল্লাহ্র এই বাহিনী ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে হ'তে পারে। কিংবা শত্রু-মিত্র যেকোন মানুষ হ'তে পারে। বান্দার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে হক-এর বিজয়ে কাজ করে যাওয়া। আর আল্লাহ্র দায়িত্ব হকপন্থী বান্দাকে সাহায্য করা *(রূম ৩০/৪৭)*। তিনি সেটি কিভাবে করবেন, কার মাধ্যমে করবেন, সেটি তাঁর এখতিয়ার।

(৪) ঈমানী পরিচর্যা :

ঈমান যাতে তাযা থাকে এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য নেতা-কর্মীকে সর্বদা নিজ তাকীদে নিজের ঈমানী পরিচর্যা করতে হবে। সম আক্বীদা সম্পন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, নিয়মিত ছহীহ আক্বীদা ও আমলের বই ও পত্রিকা পাঠ করা, নিজের গৃহ ও পরিবারকে ঈমানী দুর্গে পরিণত করা একান্তভাবেই আবশ্যক। এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আদর্শ নেতার অনুসারী হওয়া।

তারবিয়াহ্র বাধা সমূহ :

(১) আক্বীদার বিষয়গুলিকে হালকা মনে করা। (২) সুন্নাতকে ছোট-খাট বিষয় বলে হীন গণ্য করা। (৩) নিজের সিদ্ধান্তের উপর হঠকারিতা করা। (৪) ইসলাম বিরোধী নিদর্শন সমূহের সাথে আপোষ করা। (৫) অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় করা। (৬) আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। (৭) আমীরের নেকীর আদেশকে যেকোন অজুহাতে অমান্য করা। (৮) আখেরাতের লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করা। (৯) নিজ পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা হ'তে দূরে থাকা। (১০) আত্মম্ভরিতা ও কৃপণতা অবলম্বন করা।

সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল হারামকে হালাল করার প্রবণতা। যা সাধারণতঃ ব্যবসায়িক লেন-দেন ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন নগদ বিক্রিতে কম দাম এবং বাকী বা কিস্তির বিক্রিতে বেশী দাম, বন্ধকী জমি আবাদ করে লাভবান হওয়া, বিভিন্ন অত্যাচারমূলক খাজনা ও ট্যাক্স নির্ধারণ করা ইত্যাদি। এটি আরও মারাত্মক গোনাহের কারণ হয় যখন শিরক ও বিদ'আত সমূহকে বৈধ গণ্য করার হীলা-বাহানা করা হয়। যেমন হুলূল ও ইত্তিহাদ, অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ, সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করা অথবা সেগুলিকে বান্দার গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে করা, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, স্থানপূজা-কবরপূজা, বিভিন্ন দিবস পালন প্রভৃতি। ইবাদতের নামে বিশেষ বিশেষ রাতে দলবদ্ধভাবে সরবে পূর্ণ রাত্রি জাগরণ, দেহকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধন, যিকরের নামে ফানাফিল্লাহ্র কসরত ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে এসব থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দেওয়া সংস্কারক নেতৃবৃন্দের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

উপসংহার :

এভাবে তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ তথা আত্মশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে ও নিজ সমাজকে গড়ে তুলতে পারলে

---

১৫. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬।
১৬. বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪; মিশকাত হা/৩৩৪।
১৭. বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫, আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩।
১৮. তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।
১৯. আবুদাঊদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৪৯; মির'আত ২/৫৮ পৃ.।
২০. মুসলিম হা/২৬২; বুখারী হা/১৬১; মুসলিম হা/২৩৭; মিশকাত হা/৩৩৬, ৩৪১।

Contents

জীবনের প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায় ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করবে। গাছের গোড়ায় ঈমানের বারি সিঞ্চন না থাকলে এবং তার কাণ্ডে ও পত্রে ইসলামের সজীবতা না থাকলে, সর্বোপরি ঈমানের পবিত্র বৃক্ষটি নিখুঁত না হ'লে তা থেকে নিখুঁত ফল আশা করা যায় না। সেটি করার আগেই দ্রুত ফল লাভের আশা করলে তাতে ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন ব্যর্থ হয়েছেন যুগে যুগে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চাভিলাষী সমাজনেতা। তাই জনৈক সংস্কারক বিদ্বান বলেন, أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تُقَمْ لكم في أرضكم 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'। এর চেয়ে উত্তম বাণী হ'ল যা আল্লাহ বলেছেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'তুমি বলে দাও যে, তোমরা কাজ করে যাও। অতঃপর অচিরে তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*। তিনি আরও বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

ডাঃ যাকির নায়েকের ওপর নিষেধাজ্ঞার ভারতীয় অনুরোধ ইন্টারপোলের প্রত্যাখ্যান

ভারতের বিশ্বখ্যাত দাঈ ডাঃ যাকির নায়েকের (৫২) বিরুদ্ধে বিদেশ ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপ করে রেড কর্ণার নোটিশ জারির ভারতীয় অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা 'ইন্টারপোল'। একই সাথে তারা সারা বিশ্বের ইন্টারপোলের সব দফতর থেকে ডাঃ যাকির নায়েক সম্পর্কে তথ্যসমূহ মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ইন্টারপোল ডাঃ যাকির নায়েকের আইনজীবীকে চিঠিতে জানিয়েছে, ভারত সরকার রেড কর্ণার নোটিশ জারির যে আবেদন জানিয়েছিল, পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকায় তা বাতিল করা হয়েছে। একে স্বাগত জানিয়ে ডাঃ যাকির নায়েক এক ভিডিও বার্তায় বলেন, আমি অব্যাহতি পেলাম। আশা করি ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়ান এজেন্সীগুলি যদি আমার সাথে ন্যায়বিচার করে, তাহ'লে সব অভিযোগ থেকেই আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব। তিনি শীঘ্র দেশে ফিরতে পারবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন। ডাঃ যাকির নায়েক বর্তমানে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরে তাঁর ইসলাম প্রচার সংস্থা আইআরএফকে নিষিদ্ধ করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশেও ডাঃ যাকির নায়েকের চ্যানেল পীস টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়।

[আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং প্রাণভরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ্র পথের দাঈগণ আল্লাহ্র গায়েবী মদদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এইসাথে আমরা 'পীস টিভি' সম্প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মুসলিম দেশগুলি পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদের পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন না করার ফলেই ইহূদী-নাছারা পরাশক্তিগুলি আজ তাদের উপরে ছড়ি ঘুরানোর সুযোগ পেয়েছে। ২২টি রাষ্ট্রে বিভক্ত 'আরব লীগ' এবং ৫৭টি রাষ্ট্রে বিভক্ত 'ওআইসি' স্লাইস্ড পাউরুটির মত একটি শ্রুতিমধুর সংগঠন ব্যতীত কিছুই নয়। তবুও ইসলামী চেতনা ব্যতীত এদের এক হওয়ার অন্য কোন চেতনা নেই। বিপদ যখন মাথার উপরে, তখন তাদেরকে অন্য সব স্বার্থ পিছনে ফেলে বায়তুল আক্বছার পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদেরকে কুরআনী নির্দেশের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। তারা যেন অতি দ্রুত 'ওআইসি'-কে সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে রূপান্তরিত করেন। তাহ'লে শুধু ইস্রাঈল নয়, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক ও মিয়ানমার সহ বিশ্বের সকল স্থান হ'তে মুসলিম নির্যাতন অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিষয়টি যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল। ইতিমধ্যেই গত ১৩ই ডিসেম্বর তুরস্কের রাজধানীতে আয়োজিত ওআইসির ৬ষ্ঠ বিশেষ সম্মেলনে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং পূর্ব যেরুসালেমকে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ঐ সম্মেলনে সঊদী আরব ও মিসর সহ কয়েকটি আরব রাষ্ট্রপ্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যোগদান করেননি। বরং নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

(এই সঙ্গে পাঠ করুন সম্পাদকীয় সমূহ : ৪/২ সংখ্যা নভেম্বর ২০০০, দিগদর্শন ১/২১৬ পৃ.; ৫/৭ সংখ্যা এপ্রিল-মে ২০০২ দিগদর্শন ১/২২৭ পৃ.; ৮/৩ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৪ দিগদর্শন ১/২৪৬ পৃ. এবং ১৯/৩ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৫)।

Contents

মুমিন কিভাবে দিন অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

১৩. ইলম অর্জন করা : নেক আমল করার জন্য ইলমের কোন বিকল্প নেই। কোন কাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে যেমন তা সুচারুরূপে করা যায় না তেমনি ইবাদত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সে ইবাদত যথার্থরূপে আদায় করা যায় না। সেজন্য আল্লাহ্র নির্দেশ- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ‘অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয’।[১]

ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ‘বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?’ *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ– ‘বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হ’তে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হ’তে পারে?’ *(রা‘দ ১৩/১৬)*। ইলম না থাকলে জাহান্নামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে- وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ– ‘তারা আরও বলবে, যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম এবং তা অনুধাবন করতাম, তাহ’লে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হ’তাম না’ *(মুলক ৬৭/১০)*। সুতরাং আমল সম্পর্কে জানা ও তা না করার পরিণতি অবহিত হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী। জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের উপরে ভিত্তি করে ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ‘কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা’ অনুচ্ছেদ।[২]

জ্ঞানার্জনের ফযীলত অত্যধিক। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. ‘যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন’।[৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ– ‘যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা‘আলা তা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহ্র নিকট দো‘আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো‘আ করে)’।[৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ. ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু’টি সম্মানিত বস্তু (দু’চক্ষু) আমি ছিনিয়ে নিয়েছি (অন্ধ করেছি) তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম’।[৫]

অতএব প্রতি দিন অন্ততঃ ২-৫টি হাদীছ ও কুরআনের আয়াত অর্থসহ অধ্যয়ন করা এবং অন্যান্য ইসলামী বই অন্ততঃ ১০ পৃষ্ঠা পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকের জন্য যরূরী।

১৪. দাওয়াতী কাজ করা : ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের অনন্য মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ‘আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ هَـذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، ‘বল, এটাই আমার পথ।

১. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।*
২. *বুখারী তরজমাতুল বাব নং-১০।*
৩. *তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬২৯৮।*
৪. *আবুদাউদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; ছহীহুল জামে‘ হা/৬২৯৭।*
৫. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান; মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৭।*

আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ থেকে তোমরা পৌঁছে দাও'।[৬] তিনি আরো বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. 'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াত বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের নেকীতে কোন কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদেরকে গোনাহ বা গুমরাহীর দিকে আহ্বান করবে সেই ব্যক্তিকেও গুমরাহীর অনুগামীদের সমান গুনাহ দেওয়া হবে। এতে এ লোকদের গোনাহে কোন কম করা হবে না'।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে'।[৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرُ النَّعَمِ. 'আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হেদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম'।[৯] তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য করণীয় হ'ল যে যেখানে থাকে সেখানে দাওয়াতী কাজ করা। এতে নিজে উপকৃত হবে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধিত হবে।

খ. মু'আমালাত : মানুষ ইবাদতের পরে জীবন ধারণের প্রয়োজনে যে কাজগুলি করে থাকে তাকে মু'আমালাত হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় পেশ করা হ'ল।-

১. পানাহার করা : পানাহারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. হালাল ও পবিত্র রূযী খাবে *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। **খ.** খাবার পূর্বে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিবে।[১০] **গ.** 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবে।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করে, তখন সে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ *(বিস্‌মিল্লাহ)* 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'।[১২] **ঘ.** ডান হাত দিয়ে খাবে ও পান করবে।[১৩] **ঙ.** পাত্রের মধ্যস্থল থেকে খাবে না বরং নিজের পার্শ্ব থেকে খাবে।[১৪] **চ.** প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হ'লে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *(বিসমিল্লাহি আউয়ালাহূ ওয়া আখেরাহূ)* বলবে।[১৫] অথবা বলবে, بِسْمِ اللهِ فِى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ *(বিস্‌মিল্লা-হি ফী আওয়ালিহী ওয়া আ-খিরিহি)* 'খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহ্র নামে'।[১৬] **ছ.** প্লেট ও আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাবে।[১৭] **জ.** খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নিবে। কারণ সে জানে না কোন খাবারে বরকত আছে।[১৮] **ঝ.** একাকী না খেয়ে একত্রে খাবে। এতে বরকত রয়েছে।[১৯] **ঞ.** পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলবে।[২০] **ট.** পানির পাত্রে বা খাবারে নিঃশ্বাস ছাড়বে না বা ফুঁক দিবে না।[২১] **ঠ.** দাঁড়িয়ে পানাহার করবে না।[২২] দুধ পান করার পর বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ *(আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর এবং তা বৃদ্ধি করে দাও'।[২৩]

ড. পেটের একভাগ খাদ্য দিয়ে ও একভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করবে এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।[২৪] **ণ.** কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খাবে না।[২৫] **ত.** খাওয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাবে। অহেতুক গল্প-গুজব করবে না। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে এবং শেষে বলবে 'আল-হামদুল্লিাহ' এবং অন্যান্য দো'আ পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন, যে খাওয়া ও পান করার মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّٰه *(আলহাম্‌দু লিল্লা-হ)* বলে।[২৬]

খাবার শেষে আরো কয়েকটি দো'আ হচ্ছে-

১. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ *(আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত'ইমনা খইরাম মিনহু)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও'।[২৭]

২. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ *(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানী হা-যা ওয়া*

---

৬. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৮৭, 'ইলম' অধ্যায়।*
৭. *মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।*
৮. *মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯।*
৯. *বুখারী হা/৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০; মুসলিম হা/২৪০৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫।*
১০. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫।*
১১. *আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; ইরওয়া হা/১৯৬৫।*
১২. *আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪; তিরমিযী হা/১৮৫৮।*
১৩. *মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬২।*
১৪. *বুখারী হা/৫৩৭৬, তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪১৫৯, ৪২১১।*
১৫. *আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২ 'খাওয়া-দাওয়া' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৩৪৪; ছহীহুল জামে' হা/১৩২৩; ইরওয়া হা/১৯৬৫।*
১৬. *তিরমিযী হা/১৮৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪; ছহীহাহ হা/১৯৮।*
১৭. *মুসলিম হা/২০৩৪; আবুদাউদ হা/৩৮৪৫।*
১৮. *মুসলিম হা/২০৩৪; তিরমিযী হা/১৮০৩।*
১৯. *আবুদাউদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২।*
২০. *বুখারী হা/৫৬৩১; ছহীহাহ হা/৩৮৭।*
২১. *বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭।*
২২. *মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭।*
২৩. *আবুদাউদ হা/৩৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৪২৮৩ 'পান করা' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/২৩২০।*
২৪. *তিরমিযী হা/২৩৮০।*
২৫. *বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮।*
২৬. *মুসলিম হা/২৭৩৪; তিরমিযী হা/১৮১৬; মিশকাত হা/৪২০০।*
২৭. *আবুদাউদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২।*

রাযাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ)। অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি'।[২৮]

৩. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا– *(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা'আলা লাহূ মাখরাজা)*। অর্থ : 'ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং সহজভাবে প্রবেশ করালেন ও তা বের হওয়ার ব্যবস্থা করলেন'।[২৯]

উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।[৩০]

থ. খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তরখান উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا– *(আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন ওয়ালা মুস্তাগনান আনহু রব্বানা)*। অর্থ : 'পাক পবিত্র, বরকতময় আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা। তাঁর নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, তাঁর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'।[৩১]

দ. মেযবানের জন্য এ দো'আ করবে, اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ. *(আল্লাহুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী')*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও'।[৩২] অথবা বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ– *(আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছ, তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান কর। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহমত নাযিল কর'।[৩৩]

২. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা : পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাকা আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি বলেন, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 'অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাক' *(মুদ্দাচ্ছির৭৪/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ طَهِّرُوْا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا 'তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা ও সম্মুখভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা ইহুদীরা তা পরিস্কার রাখে না'।[৩৪]

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা দু'প্রকার। যথা- ১. পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ২. দৈহিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল্লাহ রাসূলকে বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোষাক পবিত্র কর' *(মুদ্দাচ্ছির৭৪/৪)*। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। ২. দৈহিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। যেমন-

ক. গোসল : গোসল বড় ধরনের অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার মাধ্যম। যদি কোন কারণে মানুষের শরীর অপবিত্র হয়ে যায় এবং গোসল ব্যতীত পবিত্র না হয়, তখন গোসল ফরয হয়। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا– 'আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে যাও, তাহ'লে গোসল কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَّغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ– 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক্ব রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে'।[৩৫]

খ. ওযূ : ছোট-খাট অপবিত্রতা যেমন বায়ু নির্গত হওয়া, পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি কারণে ওযূ করতে হয়। বিশেষ করে ছালাত আদায়, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদতে জন্য ওযূ করতে হয়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে ওযূবিহীন থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ 'যে ব্যক্তির হাদাছ (বায়ু নির্গত) হয় তাঁর ছালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ– 'ওযূ ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না'।[৩৭] উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলত অত্যধিক। রাসূল

২৮. *আবুদাউদ হা/৪০২৩; তিরমিযী হা/৩৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫; মিশকাত হা/৪৩৪৩, সনদ ছহীহ।*
২৯. *আবুদাউদ হা/৩৮৫১; মিশকাত হা/৪২০৭; ছহীহাহ হা/৭০৫।*
৩০. *আবুদাউদ, হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৪৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৩; মিশকাত হা/৪২০৪; যঈফুল জামে' হা/৪৪৩৬।*
৩১. *বুখারী হা/৫৪৫৮; আবুদাউদ হা/৩৮৪৯; মিশকাত হা/৪১৯৯।*
৩২. *মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬০।*
৩৩. *মুসলিম হা/২০৪২; আবুদাউদ হা/৩৭২৯; মিশকাত হা/২৪২৭।*
৩৪. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব; ছহীহাহ হা/২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৫।*
৩৫. *বুখারী হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৩৯।*
৩৬. *বুখারী হা/১৩৫।*
৩৭. *মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৮৪।*

(ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ للصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ– 'যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে, অতঃপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে ছালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, মসজিদে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[৩৮]

গ. তায়াম্মুম : কেউ যদি পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহার করতে না পারে তাহ'লে সে তায়াম্মুম করবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ– 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬; নিসা ৪/৪৩)*।

তায়াম্মুম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আম্মার (রাঃ) বলেন,

بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا. فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। (পথিমধ্যে) আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি স্বীয় দু'হাত একবার মাটিতে মারলেন। অতঃপর তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত মাসাহ করলেন এবং উভয় হাতের কব্জির উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন'।[৩৯]

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে তায়াম্মুম করা যায়। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হ'ল, আমি গোসল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের ছালাত আদায় করালাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আমর! তুমি নাকি জুনুবী অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে ছালাত আদায় করেছ! তখন আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্র এই বাণীও শুনেছি, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান' *(নিসা ৪/২৯)*। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না'।[৪০]

ঘ. প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানো : মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পেশাব-পায়খানা করে। এক্ষেত্রে কিছু করণীয় রয়েছে। (১) পায়খানায় প্রবেশকালে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবা-ইছ)* 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৪১] অন্য বর্ণনায় শুরুতে بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* বলার কথা এসেছে।[৪২] অতঃপর বের হওয়ার সময় বলবে, غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)* 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[৪৩]

উল্লেখ্য যে, পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় 'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফা-নী' বলার হাদীছটি যঈফ।[৪৪]

(২) উন্মুক্ত জায়গা হ'লে দূরে গিয়ে আড়ালে পেশাব-পায়খানা করবে।[৪৫] এ সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরিয়ে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ।[৪৬] তবে ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা চারিদিকে ঘেরা স্থানে হ'লে জায়েয আছে।[৪৭] (৩) সামনে আড়াল বা পর্দা রেখে বসে পেশাব করবে।[৪৮] বাধ্যগত কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না।[৪৯] (৪) রাস্তায় বা কোন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে (যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[৫০] বদ্ধ পানি, যাতে গোসল বা ওযূ করা হয়, তাতে পেশাব করা যাবে না।[৫১]

(৫) নরম মাটিতে পেশাব করবে। যেন পেশাবের ছিটা কাপড়ে না লাগে। পেশাব হ'তে ভালভাবে পবিত্রতা হাছিল করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 'তোমরা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা

৩৮. *মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে হা/৬১৭৩।*
৩৯. *বুখারী হা/৩৭৪; মুসলিম হা/৩৬৮; আবু দাউদ হা/৩২১।*
৪০. *আহমাদ হা/১৭৮৪৫; আবু দাউদ হা/৩৩৪; ইরওয়া হা/১৫৪, সনদ ছহীহ।*
৪১. *বুখারী হা/১৪২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭।*
৪২. *ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৭১৪।*
৪৩. *আবুদাউদ হা/৩০; তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।*
৪৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪; যঈফুল জামে' হা/৪৩৭৮।*
৪৫. *তিরমিযী হা/২০; ইবনু মাজাহ হা/৩০১, সনদ ছহীহ।*
৪৬. *মুসলিম হা/২৬৪; আবুদাউদ হা/৯; মিশকাত হা/৩৩৪।*
৪৭. *বুখারী হা/১৪৮; মিশকাত হা/৩৩৫।*
৪৮. *আবুদাউদ হা/২২; নাসাঈ হা/৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬; মিশকাত হা/৩৭১, সনদ ছহীহ।*
৪৯. *বুখারী হা/২২৪-২৬; মুসলিম হা/২৭৩; মিশকাত হা/৩৬৪।*
৫০. *আবুদাউদ হা/২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮; মিশকাত হা/৩৫৫, সনদ হাসান।*
৫১. *বুখারী হা/২৩৯; মুসলিম হা/২৮২; তিরমিযী হা/৬৮; নাসাঈ হা/৫৭-৫৮; মিশকাত হা/৩৫৩।*

অধিকাংশ কবরের আযাব একারণেই হয়ে থাকে'।[৫২] (৬) পায়খানার পর পানি দিয়ে বাম হাতে ইস্তেঞ্জা বা সৌচকার্য সম্পন্ন করবে।[৫৩] অতঃপর মাটিতে (অথবা সাবান দিয়ে) ভালভাবে ঘষে পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।[৫৪] (৭) পানি পেলে কুলূখ (মাটির ঢেলা) ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।[৫৫] পানি না পেলে কুলূখ ব্যবহার করবে। এজন্য তিনবার বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[৫৬] ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না এবং শুকনা গোবর, হাড় ও কয়লা একাজে ব্যবহার করা যাবে না।[৫৭] (৮) কুলূখ ব্যবহার করার পর পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ– 'তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। কারণ তার জন্য তাই যথেষ্ট'।[৫৮] কুলূখের পরে পানি ব্যবহার করার প্রচলিত বর্ণনা ভিত্তিহীন।[৫৯] (৯) পেশাবে সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর থেকে বাম হাতে লজ্জাস্থান বরাবর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিবে।[৬০]

উল্লেখ্য, ভালভাবে ইস্তেঞ্জা করার নামে ও সন্দেহ দূর করার জন্য কুলূখ ধরে ৪০ কদম হাঁটা ও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে পেশাব বের করার চেষ্টা করা যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি জঘণ্য বেহায়াপনার শামিল। এসব করা বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (১০) হাজতরত অবস্থায় (যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত) কথা বলা যাবে না।[৬১]

ঙ. মেসওয়াক করা : মেসওয়াক করা দশটি স্বভাবগত আচরণের অন্যতম।[৬২] এর ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ– 'মেসওয়াক করা মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়'।[৬৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلاَّ صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ 'বান্দা যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফেরেশতা তার নিকটবর্তী হন। পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন। ফলে তার মুখ হ'তে কুরআনের যেটুকু অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফেরেশতার পেটে ঢুকে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর'।[৬৪]

তিনি বলেন, طَيِّبُوْا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ– 'মেসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ মুখ হ'ল কুরআনের পথ'।[৬৫] তিনি আরো বলেন, أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِيْ– 'আমাকে (এত বেশী) মেসওয়াক করতে আদেশ করা হয়েছে যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি'।[৬৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ، 'আমাকে মেসওয়াক করতে আদেশ করা হয়েছে, এতে আমার ভয় হয় যে, হয়তো মেসওয়াক করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে'।[৬৭]

৩. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়া : বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ– 'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে (বিসমিল্লাহ বললে) শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল'।[৬৮] আর গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া যরূরী।[৬৯] এমনকি গৃহে কেউ বসবাস না করলেও সালাম দিতে হবে।[৭০]

৪. পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা : পোষাক আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের অন্যতম *(আ'রাফ ৭/২৬)*, যা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় *(আ'রাফ ৭/৩১)*।[৭১] পোষাকের ক্ষেত্রে হারাম ও হালাল

---

৫২. দারাকুৎনী হা/৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৩০০২; ইরওয়া হা/২৮০।
৫৩. আবুদাঊদ হা/৩৩; মিশকাত হা/৩৪৮, সনদ ছহীহ।
৫৪. আবুদাঊদ হা/৪৫; মিশকাত হা/৩৬০, সনদ হাসান।
৫৫. তিরমিযী হা/১৯; নাসাঈ হা/৪৬; ইরওয়া হা/৪২; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৪৪৩।
৫৬. মুসলিম হা/২৬২; আবুদাউদ হা/৭; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৩৬; ছহীহাহ হা/৩৩১৬।
৫৭. মুসলিম হা/২৬২; নাসাঈ হা/৪০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩; মিশকাত হা/৩৩৬, ৩৪৭, ৩৭৫।
৫৮. আবুদাউদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৭।
৫৯. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৬০. আবুদাঊদ হা/১৬৬-৬৮; নাসাঈ হা/১৩৪-৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৩৬১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।
৬১. আবুদাঊদ হা/১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫; ছহীহাহ হা/৩১২০।
৬২. মুসলিম হা/৬২৭।
৬৩. আহমাদ হা/২৪২০৩; নাসাঈ হা/৫; ইরওয়া হা/৬৫; মিশকাত হা/৩৮১; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০২।
৬৪. বাযহাক্বী হা/১৬১, বাযযার হা/৬০৩; ছহীহ তারগীব হা/২১৫।
৬৫. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/২১১৯, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৯।
৬৬. মুসনাদ বাযযার হা/৬৯৫২; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৫৫৬।
৬৭. আহমাদ হা/১৬০০৭; ছহীহুল জামে' হা/১৩৭৬।
৬৮. মুসলিম হা/২০১৮; আবুদাউদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।
৬৯. নূর ২৪/৬১; ছহীহ ইবুন হিব্বান, হা/৪৯৯; আবুদাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।
৭০. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫৩৫; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।
৭১. মুসলিম হা/৯১; আবুদাউদ হা/৪০৯২; তিরমিযী হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/৫১০৮।

পোষাক বেছে পরিধান করা মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। ইসলামে কতিপয় পোষাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- ১. পুরুষের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের কারুকার্য খচিত পোষাক।[৭২] ২. পুরুষের জন্য মহিলাদের পোষাক[৭৩] ৩. মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোষাক[৭৪] ৪. খ্যাতি ও অহংকার প্রকাশক পোষাক[৭৫] ৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক[৭৬] ৬. আঁটসাঁট পোষাক[৭৭] প্রভৃতি।

পোষাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিছু কর্তব্য রয়েছে। যা প্রত্যেক মুমিনের পালন করা উচিত। এতে সুন্নাত পালনও হবে এবং ছওয়াবও অর্জিত হবে। যেমন-

ক. ডান দিক থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা পরিধান কালে ডান দিক থেকে শুরু করতেন'।[৭৮] অপরদিকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ. 'তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে'।[৭৯]

কেবল পোষাকই নয় জুতা পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. 'তোমরা যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে এবং যখন খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে। যাতে ডান পা প্রথমে আবৃত ও শেষে অনাবৃত হয়'।[৮০]

খ. পোষাক পরিধানকালে দো'আ : পোষাক পরিধানকালে দো'আ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيْصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন পোষাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন, জামা বা পাগড়ি যাই হোক। অতঃপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোষাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রর্থনা করছি এবং এর উদপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অকল্যাণলকর রয়েছে তা থেকে'।[৮১]

পোষাক পরিধানকালে নিম্নোক্ত দো'আও বর্ণিত হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ، 'সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিনা শ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন এবং রূযী দান করেছেন'।[৮২]

অন্যকে নতুন পোষাক পরিহিত দেখলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ করতেন, اَلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا وَيَرْزُقُكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'নতুন পোশাক পর, প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ দান করুন'।[৮৩]

৪. দুপুরে বিশ্রাম বা কায়লূলা করা : দুপুরে বিশ্রাম করা উত্তম। এতে কর্মক্লান্তি দূর হয়। শরীর ও মনে সতেজতা ফিরে আসে। কায়লূলা করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হচ্ছে- قِيْلُوْا فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَ تَقِيْلُ 'তোমরা কায়লূলা কর, কেননা শয়তান কায়লূলা করে না'।[৮৪] কায়লূলা করার সময় হচ্ছে দুপুরের পর। আনাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ– 'আমরা জুম'আর দিনে আগেভাগে মসজিদে গমন করতাম এবং জুম'আর পরে কায়লূলা করতাম'।[৮৫] সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ– 'আমরা জুম'আর পরে ব্যতীত দুপুরের খাবার গ্রহণ করতাম না এবং কায়লূলাও করতাম না'।[৮৬]

৫. হালাল উপার্জন করা : হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যিক। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

---

৭২. বুখারী হা/৫৬৩৩, ৫৮৩১; আবুদাউদ হা/৩৭২৩; তিরমিযী হা/১৮৭৩।
৭৩. আবুদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫০৯৫।
৭৪. বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯।
৭৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬; মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
৭৬. মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭; ছহীহুল জামে' হা/২২৭৩।
৭৭. মুসনাদ আহমাদ হা/১৯৪৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০১৮।
৭৮. তিরমিযী হা/১৭৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩০।
৭৯. আবুদাউদ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৪০১, সনদ ছহীহ।
৮০. বুখারী হা/৫৮৫৫; তিরমিযী হা/১৭৭৯; মিশকাত হা/৪৪১০।
৮১. আবুদাউদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/৪৩৪২, সনদ ছহীহ।
৮২. আবুদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪১৪৯।
৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৮; ছহীহাহ হা/৩৫২।
৮৪. ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩১; ছহীহাহ হা/১৬৪৭।
৮৫. বুখারী হা/৯০৫; মুসলিম হা/৮৫৯; মিশকাত হা/১৪০২।
৮৬. বুখারী হা/৯৩৯; মুসলিম হা/৮৫৯; মিশকাত হা/১৪০২।

Contents

তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক’ *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– ‘অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার মধ্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক’ *(নাহল ১৬/১১৪)*।

আর হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য মুমিন দিনের বেলায় চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ‘অতঃপর যখন ছালাত শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(জুম‘আ ১০)*।

হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য হাদীছে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ– ‘নিশ্চয়ই কোন প্রাণী মরবে না যতক্ষণ না সে তার রূযী পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্পদ উপার্জনে উত্তম (অর্থাৎ বৈধ) পন্থা অবলম্বন কর। প্রাপ্য রিযিক পৌঁছতে দেরী হওয়া যেন তোমাদেরকে তা অন্বেষণে অন্যায় পথ অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না’।[৮৭]

৬. হাট-বাজারে গমন ও কেনাকাটা : বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রি করতে এবং ক্রেতা প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে বাজারে গমন করে। ফলে সেখানে সবাই থাকে ব্যতিব্যস্ত। তাছাড়া বাজার উদাসীনতা, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ, ঝগড়া-বিবাদ, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও খেয়ানতের স্থান। কিন্তু মানুষকে প্রয়োজনে হাট-বাজারে যেতেই হয়। তবে সেটা খুব ভাল জায়গা নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا ‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় জায়গা হ’ল মসজিদসমূহ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হ’ল বাজারসমূহ’।[৮৮]

৮৭. *বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমান হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে‘ হা/২০৮৫; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।*
৮৮. *মুসলিম হা/৬৭১; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৭।*

এজন্য সেখানে অনর্থক সময় ব্যয় করা এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য অবস্থান করা সমীচীন নয়। সালমান (রাঃ) বলেন, لاَ تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. ‘তুমি যদি পার, তাহ’লে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল, সেখানে সে নিজের ঝাণ্ডা গাড়ে’।[৮৯] মায়ছাম নামক জনৈক ছাহাবী বলেন, بَلَغَنِيْ أَنَّ الْمَلَكَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ يَدْخُلُ بِهَا مَنْزِلَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو بِرَايَتِهِ إِلَى السُّوْقِ فَلاَ يَزَالُ بِهَا حَتَّى يَرْجِعَ فَيُدْخِلَهَا مَنْزِلَهُ– ‘আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি সকালে প্রথমে মসজিদে গমন করে একজন ফেরেশতা তার ঝাণ্ডা নিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে থাকে, যতক্ষণ সে বাড়ীতে ফিরে না আসে। আর যে ব্যক্তি তার ঝাণ্ডা নিয়ে সকালে প্রথম বাজারে প্রবেশ করে শয়তান তার সাথে থাকে যতক্ষণ সে বাড়ী ফিরে না আসে’।[৯০] তাই বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কতিপয় আদব মেনে চলা যরূরী। যথা-

১. আল্লাহ্র যিকর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ– (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন’।[৯১]

২. শোরগোল ও উচ্চবাচ্য পরিহার করা।[৯২] ৩. বাজার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করা। ৪. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষী বা লেখার মাধ্যমে সুদৃঢ় করা *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* এবং ওয়াদা পূর্ণ করা *(মায়েদাহ ৫/১)*। ৫. ক্রয়-বিক্রয়ে উদার ও নম্র হওয়া।[৯৩] ৬. সততা বজায় রাখা এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা।[৯৪] ৭. ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম খাওয়া পরিহার করা।[৯৫] ৮. ধোঁকা-প্রবঞ্চনা, ভেজাল ও অত্যধিক মুনাফা লাভ করা থেকে বিরত থাকা।[৯৬] ৯. ওযন ও পরিমাপে কম না

৮৯. *মুসলিম হা/২৪৫১।*
৯০. *আবূ নু‘আইম, মা‘রিফাতিছ ছাহাবাহ; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪২২, মাওকূফ ছহীহ।*
৯১. *তিরমিযী হা/৩৪২৮-২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, সনদ ছহীহ।*
৯২. *বুখারী হা/২১২৫; মিশকাত হা/৫৭৫২, ৫৭৭১।*
৯৩. *বুখারী হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/২২০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪৯৫।*
৯৪. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬; ইরওয়া হা/১৩২১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৭০৫।*
৯৫. *মুসলিম হা/১৬০৭; নাসাঈ হা/৪৪৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২০৯; মিশকাত হা/২৮৬০।*
৯৬. *মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।*

দেওয়া *(মুতাফফিফীন ১-৩)*। ১০. সূদী কারবার থেকে বিরত থাকা।[৯৭] ১১. বাজারকে হারাম পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা। ১২. চড়া মূল্য চেয়ে ক্রেতাকে প্রতারিত না করা।[৯৮] ১৩. আত্মসাৎকৃত ও চোরাই দ্রব্য ক্রয় থেকে দূরে থাকা *(নিসা ৪/২৯)*। ১৪. মহিলাদের থেকে চোখ নত রাখা, তাদের সাথে সংমিশ্রণ ও তাদের ভিড় এড়িয়ে চলা *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। ১৫. বেচা-কেনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র যিকর ও ছালাত থেকে দূরে না থাকা *(নূর ২৪/৩৭)*।

৭. রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা : মানুষ প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হয় এবং রাস্তায় চলাচল করে। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা মুমিনের জন্য কর্তব্য। ক. দৃষ্টি অবনমিত রাখা *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। খ. এদিক সেদিক না তাকানো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,كَانَ إِذَا مَشَى لَمْ يَلْتَفِتْ 'তিনি পথে চলার সময় এদিক সেদিক তাকাতেন না'।[৯৯] গ. সতর্কতার সাথে পথ চলা, যাতে অন্যের বা নিজের কোন ক্ষতি না হয়।[১০০] ঘ. অহংকার পরিহার করে বিনয়ের সাথে পথ চলা *(ইসরা ১৪/৩৭; ফুরকান ২৫/৬৩)*। ঙ. মধ্যম গতিতে পথ চলা *(লোকমান ৩১/১৯)*। চ. মহিলারা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে না চলে একপার্শ্ব দিয়ে চলবে।[১০১]

ছ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।[১০২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ– 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন'।[১০৩] তিনি আরো বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ– 'আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হ'তে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল'।[১০৪] তিনি অন্যত্র বলেন, مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ– 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের শাখা দেখে বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে এটা সরিয়ে ফেলব, যাতে তা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়'।[১০৫]

আবূ বারযা (রাঃ) বলেন যে, আমি বললাম, يَا نَبِىَّ اللهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ 'হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যার দ্বারা উপকৃত হ'তে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে'।[১০৬]

জ. সালাম দেওয়া[১০৭] ও সালামের উত্তর দেওয়া।[১০৮] ঝ. পথহারাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া।[১০৯]

৮. মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা : মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও' *(শু'আরা ২৬/২১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ– 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে'।[১১০]

আল্লাহ মানুষকে যেসব নে'মত দান করেছেন, তন্মধ্যে উত্তম চরিত্র অন্যতম। হাদীছে এসেছে, ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষকে প্রদত্ত সর্বোত্তম জিনিস কি? তিনি বলেন, উত্তম স্বভাব-চরিত্র'।[১১১]

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে তার উত্তম চরিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ 'ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনের দাড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে অধিক ভারী কোন জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কর্কশভাষীকে ঘৃণা করেন'।[১১২]

উপসংহার : পার্থিব জীবন আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত। এখানকার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরকালে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের করণীয় হবে এ জীবনে সাধ্যপক্ষে নেক আমলের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের চেষ্টা করা। জীবনের প্রতিটি দিন তাই যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে দিন অতিবাহিত করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৯৭. *আহমাদ হা/৩৭২৫; ছহীহাহ হা/২৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৫০৮৯-৯০।*
৯৮. *বুখারী হা/৬৯৬৩; মুসলিম হা/১৫১৬; ইবনু মাজাহ হা/২১৭৩।*
৯৯. *হাকেম হা/৭৭৯৪; ছহীহাহ হা/২০৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৮৬।*
১০০. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০।*
১০১. *আবুদাঊদ হা/৫২৭২; ইবনু হিব্বান, ছহীহাহ হা/৮৫৬।*
১০২. *মুসলিম হা/৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫।*
১০৩. *বুখারী হা/৬৫২, ২৪৭২; মুসলিম হা/১৯১৪।*
১০৪. *মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৪।*
১০৫. *মুসলিম হা/১৯১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯৭৬।*
১০৬. *মুসলিম হা/২৬১৮; মিশকাত হা/১৯০৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯৬৮।*
১০৭. *বুখারী হা/৬২৩১-৩৪; মুসলিম হা/২১৬০; আবুদাঊদ হা/৫১৯৯; মিশকাত হা/৪৬৩২-৩৩।*
১০৮. *মুসলিম হা/২১৬২; আবুদাঊদ হা/৫০৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪১।*
১০৯. *বুখারী হা/২৮৯১; ছহীহাহ হা/১০২৫।*
১১০. *মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।*
১১১. *হাকিম হা/৭৪৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; ছহীহাহ হা/৪৩৩; মিশকাত হা/৪৫৩২।*
১১২. *তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১; ছহীহাহ হা/৮৭৬; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫।*

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক আছারী
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৪র্থ কিস্তি)

যরূরী জ্ঞাতব্য :

সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এই বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত উক্ত হাদীছগুলির পর ৭০১৪ নং হাদীছটি أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ সনদে উল্লেখ করেছেন। যার শব্দগুলি কিছুটা ভিন্ন। আর এতে অর্থগত নাকারাতও[১] রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী এই বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। হাফেয যাহাবী ও হাফেয ইবনু হাজারও আবূ ত্বালহা আর-রাসিবীর কারণে এর সমালোচনা করেছেন। শায়খ শু'আইবও এই সমালোচনাটি মুসনাদের টীকায় (৩২/২৩২) উল্লেখ করেছেন। এমনকি শায়খ আলবানী (রহঃ)ও সিলসিলা যঈফা গ্রন্থে *(হা/৫৩৯৯)* একে 'শায' আখ্যা দিয়েছেন। সেখানে ছহীহ মুসলিমের উপরোল্লিখিত হাদীছের সেই ব্যাখ্যাটিও উল্লেখ করেছেন, যেটি ইমাম বায়হাক্বীর সূত্রে শায়খ শু'আইব উল্লেখ করেছেন।

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আবেদন রইল যে, শায়খ শু'আইবের সেই ব্যাখ্যাগুলিকে সামনে রেখে গভীরভাবে ভাবুন যে-

(১) শায়খ শু'আইব ছহীহ মুসলিমের (হা/৭০১১-৭০১৩) উক্ত হাদীছটিকে যেটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ হিসাবে মেনে নিয়েছেন কি-না?

(২) তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, এই হাদীছটি মূলতঃ 'আমার উম্মাত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত'-এর অংশ। বরং ইমাম মুসলিম সেখান থেকে এই অংশটি চয়ন করেছেন। তার বাক্যগুলি পড়ুন-[২]

والظاهر أن مسلما انتقاه من الرواية المطولة، التي فيها زيادة:
إن أمتي أمة مرحومة، جعل اللهُ عذابَها بأيديها

যখন তার নিকটেই এই বিষয়টি স্বীকৃত, তাহ'লে এখন এক অংশকে স্বীকার করা এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করার অর্থ কি দাঁড়ায়? বিশেষতঃ যখন এর 'শাহেদ' (সমর্থক হাদীছ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বক্তব্যও এর সমর্থক।

(৩) ছহীহ মুসলিমের বর্ণনা যেটাকে শায়খ শু'আইব মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ এবং তার রাবীদেরকে বুখারী ও মুসলিমের রাবী বলেছেন, ইমাম বুখারীর নিকটে তো সেটাও ত্রুটিযুক্ত। আর এর বিপরীতে শাফা'আতের হাদীছগুলি أكثر وأبين وأشهر অর্থাৎ অধিক সংখ্যক, সুস্পষ্ট ও অধিক প্রসিদ্ধ। তাহ'লে এই হাদীছটি অধিক ও প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলির ভিত্তিতে শায়খ শু'আইবের নিকটে ত্রুটিযুক্ত নয় কেন?

(৪) ছহীহ মুসলিমের এই হাদীছটি এবং শাফা'আতের হাদীছগুলির মধ্যে যখন সমতা বিধানের অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং সেই সমতা বিধানকে শায়খ শু'আইব গ্রহণ করেছেন, তখন এটা ও এটা ব্যতীত সমতা বিধানের অন্যান্য পন্থাগুলি 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত' এবং শাফা'আতের হাদীছগুলির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় কেন? বিশেষভাবে যখন শায়খ শু'আইব ছহীহ মুসলিমের হাদীছটিকে 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত' হ'তেই গৃহীত বলে স্বীকার করছেন।

(৫) ইমাম বায়হাক্বী তো ছহীহ মুসলিমের হাদীছের মধ্যে যে অর্থগত জটিলতা ছিল তাকে 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত'-এর সাথে সম্পর্কিত মনে করেন। যেটা শায়খ শু'আইব নিজেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শায়খ শু'আইব তো এই হাদীছটিকে ছহীহ হিসাবে মেনে নিতে রাযী নন। কিন্তু কেন?

(৬) শায়খ শু'আইব 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত' শীর্ষক হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। কেননা মাস'ঊদী হ'তে ইয়াযীদ বিন হারূন ও হাশেম বিন ক্বাসেম ইখতিলাতের পর শ্রবণ করেছেন। কিন্তু মু'আয বিন মু'আয আল-আম্বারীও তো এই হাদীছটি মাস'ঊদী হ'তে বর্ণনা করেছেন। যার উদ্ধৃতি শায়খ শু'আইব নিজেই প্রদান করেছেন। কিন্তু কোন কারণে একথা স্বীকার করার ব্যাপারে তিনি নীরব যে, মু'আয মাস'ঊদী হ'তে ইখতিলাতের পূর্বে এটি শ্রবণ করেছেন।

আমাদের উক্ত আলোচনার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকগণ অনুমান করতে পারেন যে, শায়খ শু'আইবের অবস্থানের মর্যাদা কতটুকু? আর আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর সমালোচনায় তার অভিযোগের ধরনটি কেমন? এসব কিছুতো স্রেফ শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর বিরোধিতা করার জন্য করা হচ্ছে না? পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমতা বিধান যদি মতনের সমালোচনার ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তবে আসলে কিসের ভিত্তিতে? ব্যাখ্যা করুন, প্রতিদান পাবেন।

শুযূয ও যিয়াদাতে ছিক্বাহ্র[৩] মধ্যে পার্থক্য না করা : শায়খ শু'আইব তো প্রথমে এটা বলেছেন যে, শায়খ আলবানী হাদীছের ইল্লাত (ত্রুটি) ও শুযূযের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. হাদীছের নির্ভরযোগ্য হাফেযদের বর্ণনার বিরোধী হাদীছকে নাকারাত বলা হয় (দ্রঃ যারাকশী, আন-নুকাত আলা মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ ২/১৫৬)।-অনুবাদক।

২. মুসনাদে আহমাদ ৩২/২৩২, তা'লীক শু'আইব আরনাঊত।

৩. রাবী কর্তৃক কোন বর্ধিত অংশ বর্ণনা করাকে যিয়াদাত বলা হয়। ছিক্বাহ তথা আস্থাভাজন রাবীর বর্ধিত অংশকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই বর্ধিতকরণ কয়েকভাবে হয়ে থাকে। (১) শব্দ বা বাক্যের বৃদ্ধি। (২) মওকূফকে 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা বা মুরসালকে 'মুত্তাছিল' হিসাবে বর্ণনা করা ইত্যাদি। **হুকুম :** মতনের ক্ষেত্রে এর হুকুম হ'ল, ছিক্বাহ রাবী কর্তৃক বর্ধিতাংশটুকু যদি একাধিক ছিক্বাহ রাবী অথবা ততোধিক ছিক্বাহ রাবীর বিরুদ্ধে না যায় তবে তা গ্রহণীয় হবে। নতুবা প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন কুকুরের লালা পাত্রে লেগে যাওয়া সম্পর্কে ইমাম মুসলিম একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেটা হ'ল- إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ 'যখন তোমাদের কারো পাত্রে কোন কুকুর লালা ফেলবে তখন যেন সে পাত্রের বস্তু ঢেলে দেয় এবং সেটাকে সাতবার ধৌত করে'।

যার বাস্তবতা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আর এ ব্যাপারে যেসকল বর্ণনা তিনি দলীলস্বরূপ পেশ করেছেন, আমরা সেগুলির স্বরূপও উন্মোচন করেছি। ছহীহ মুসলিমের *(হা/৭০১৪)* বর্ণনা, যে সম্পর্কে শায়খ শু'আইব সমালোচনা করেছেন। আল্লামা আলবানী সেটিকে 'শায' বলেছেন। এর বহু উদাহরণ তার গ্রন্থ সমূহে মওজুদ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে আরো দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করছি যাতে এই ভুল ধারণার অবসান হয়ে যায়। যেমন একটি হাদীছের শব্দসমূহ নিম্নরূপ-

مَنِ اسْتَحَقَّ النَوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ

'যে ঘুমাল তার উপর ওযূ ওয়াজিব হয়ে গেল'।

সিলসিলা যঈফাতে *(হা/৯৫৪)* তিনি বলেছেন, شاذ لا يصح 'শায; ছহীহ নয়'। এর ত্রুটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এর সকল রাবী ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনজন ছিক্বাহ রাবী মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-হানাঈর বিরোধিতা করেছেন এবং তারা একে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। فاتفاق هؤلاء الثلاثة الثقات على وقفه يجعل رواية الهنائي شاذة 'এই তিনজন ছিক্বাহ রাবীর এর মওকূফ হওয়ার উপর ঐক্যমত পোষণ করা মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ হানাঈর বর্ণনাটিকে শায বানিয়ে দেয়'।

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমাদ-এর *(৬/৮৬)* বরাতে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যার শব্দগুলি হ'ল- أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: إن الله عنده علم الساعة... 'পাঁচটি বস্তু ব্যতীত সব বস্তুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের ইলম আল্লাহ্র নিকটে...'।[৪]

এই বর্ণনাটির প্রথমাংশের ব্যাপারে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, شاذ أوله 'এর প্রথম অংশটি শায'। এটা শায কেন? এর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে সবশেষে তিনি লিখেছেন, أن هذه الزيادة أوتيت، لم يطمئن القلب لثبوتها، وإن كان إسنادها صحيحاً كما تقدم؛ لتفرد الراوي بها دون سائر الطرق، ولعدم وجود الشاهد المعتبر لها، فهي شاذة (أوتيت) এই অতিরিক্ত অংশের প্রমাণে অন্তর প্রশান্ত নয়, যদিও এর সনদটি ছহীহ। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কেননা কোন এক সূত্রে এর একজন রাবী একক। আর এর কোন গ্রহণযোগ্য শাহেদও নেই। এজন্য এই অতিরিক্ত অংশটুকু শায'।

এজন্য শায়খ শু'আইবের এটা বলা যে, 'আল্লামা আলবানী শায ও ইল্লাত-এর প্রতি খেয়াল রাখতেন না'- নিশ্চিতরূপে সঠিক নয়। এর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুযূয ও যিয়াদাতে ছিক্বাহ-এর মধ্যে তিনি পার্থক্য করতেন, নাকি করতেন না? যদি তিনি পার্থক্য না করে থাকেন তবে উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টিকে শায বলার অর্থ কি? ছিক্বাহ রাবীর যিয়াদাত (অতিরিক্ত অংশ) গ্রহণ করা উচিত।

বাকী থাকল সেই উদাহরণটি যেটি প্রমাণের জন্য শায়খ শু'আইব পেশ করেছেন তা হ'ল- হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর হাদীছ। যা তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত। আর এতে يحركها 'তিনি তা নাড়াতেন' শব্দ স্রেফ যায়েদাহ বিন কুদামাহ উল্লেখ করেছেন। অথচ আছেম বিন কুলাইবের অন্য দশ-এগারোজন ছাত্র এই শব্দটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ) 'ছহীহাহ' *(হা/৩১৮১)* গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন। আর এটিকে ছহীহ বলার কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, ইশারা করা শব্দটি আঙ্গুল নাড়ানোর বিরোধী নয়। খুব বেশী হ'লে এই শব্দটি নাড়ানোর অর্থবহনে সুস্পষ্ট না হ'তে পারে, কিন্তু এর বিরোধীও নয়'। পূর্ববর্তীদের রীতি অনুযায়ী এই শায শব্দকে ছহীহ আখ্যা দেওয়ার জন্য কি এ কথাটুকুই যথেষ্ট?[৫]

প্রথমত : এখানে এটা দেখুন যে, কেবল শায়খ আলবানী (রহঃ)-ই একে ছহীহ বলেননি; বরং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম ইবনু খুযায়মা *(হা/৭১৪)*, ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল জারূদও একে ছহীহ বলেছেন। যেখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই হাদীছটি তাদের নিকটেও ছহীহ। আল্লামা নববী এবং হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)ও একে ছহীহ বলেছেন। যেমনটি ইরওয়াউল গালীল *(২/৬৯)*, ছহীহ আবূদাঊদ *(হা/৭১৭)* গ্রন্থদ্বয়েও আল্লামা আলবানী উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে এই বিষয়টি তো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) একে একাই ছহীহ বলেননি। বরং আল্লামা আলবানী ছহীহাহ গ্রন্থে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং শায়খ শু'আইব ছহীহ ইবনু হিব্বানের টীকায় (৫/১৭১) যায়েদার এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ 'এর সনদ শক্তিশালী'।

দ্বিতীয়ত : আল্লামা আলবানী (রহঃ) একে শায বলেননি। কেননা আরো কতিপয় বর্ণনাও তাশাহহুদের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়ানোর সমর্থক। যেখানে ইশারার উল্লেখ আছে।

এখানে فليرقه (সে পাত্রের বস্তু ঢেলে দেয়) শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে যা অন্য কোন বর্ণনায় নেই। বরং অন্যরা বর্ণনা করেছেন যে, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ 'যখন তোমাদের কারো পাত্রে কোন কুকুর লালা ফেলবে তখন সে যেন সেটাকে সাতবার ধৌত করে'। তবে এটা অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী নয় বিধায় তা গ্রহণযোগ্য (বিস্তারিত দ্রঃ তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রকাশকাল : ১৯৯৬), পৃঃ ১৩৭-১৪০)।- অনুবাদক।

৪. যঈফাহ হা/৩৩৩।

৫. মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৪।

আর 'ইশারা' নাড়ানোর বিরোধী নয়। তার শব্দগুলি হ'ল- أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح، وله متابعون ثقات في معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له... 'তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো মর্মে যায়েদা বর্ণিত হযরত ওয়ায়েল (রাঃ)-এর হাদীছ ছহীহ। এই মর্মে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য রাবীদের সমর্থনও রয়েছে। আর যারা একে শায বলে ত্রুটিযুক্ত আখ্যা দিয়েছেন তারা ছিক্বাহ রাবীদের বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে গাফেল রয়েছেন। যা এই আঙ্গুল নাড়ানোর বর্ণনাটির অনুকূলে'।

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) يُحَرِّكُهَا শব্দটিকে এজন্য শায বলেননি যে, এর মর্মগত সমর্থন বিদ্যমান। আর তিনি ইশারাকে নাড়ানোর বিরোধী মনে করেন না।

তৃতীয়ত : শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানোর বিষয়টি আল্লামা আলবানীর 'আবিষ্কার' নয়। ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মুছল্লী কি ছালাতে ইশারা করবে? তিনি বললেন, نَعَمْ شَدِيْدًا 'হ্যাঁ। প্রচণ্ডভাবে নাড়াবে'।[৬]

ইমাম ইবনু খুযায়মা যায়েদার একক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার পরও এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে, بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَتَحْرِيْكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا 'তাশাহহুদে দু'হাটুর উপর দু'হাত রাখা এবং ইশারা করার সময় শাহাদত অঙ্গুলি নাড়ানো'।[৭]

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) আস-সুনানুল কুবরা *(১/১৩২)* গ্রন্থে প্রথমে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। যেখানে لَا يُحَرِّكُهَا 'তিনি আঙ্গুল নাড়াতেন না' শব্দগুলি আছে। অতঃপর يُحَرِّكُهَا 'তিনি আঙ্গুল নাড়াতেন' মর্মের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তারপর উভয়ের মধ্যে এই সমতা বিধান করেছেন যে, নাড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য ইশারা করা। বারবার নাড়ানো উদ্দেশ্য নয়। যাতে উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হ'তে পারে। অথচ 'তিনি আঙ্গুল নাড়াতেন না' শব্দের হাদীছ ছহীহ নয়। ইবনু আজলান হ'তে স্রেফ যিয়াদ বিন সা'দ এই শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে লায়ছ বিন সা'দ, আবূ খালেদ আহমার, ইবনু উয়ায়নাহ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বিন আজলান হ'তে এই শব্দ উল্লেখ করেননি। বরং ইবনু আজলান ব্যতীত ওছমান বিন হাকীম, মাখরামা বিন বুকাইর, আমের বিন আব্দুল্লাহ হ'তে এই শব্দগুলি উল্লেখ করেননি। ইবনু আজলান একাই এটি উল্লেখ করেছেন। যেমনটা শায়খ আলবানী 'আছলু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ)' গ্রন্থে *(২/৮৫৩)* উল্লেখ করেছেন। বরং ইবনু আজলান নিজেই মুদাল্লিস রাবী। আর তার এই বর্ণনাটি মু'আনআন।[৮] আর তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এজন্য তাদলীস ও দু'জন ছিক্বাহ রাবীর বিরোধিতার কারণে لَا يُحَرِّكُهَا 'মর্মের বর্ণনাটি ছহীহ নয়। একই কারণে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)ও যাদুল মা'আদ *(১/৭৩৮)* গ্রন্থে এর বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। আর প্রসিদ্ধ মূলনীতি হ'ল 'হ্যাঁ বোধক বক্তব্য না বোধক বক্তব্যের উপরে প্রাধান্য পাবে'-এর ভিত্তিতেও يُحَرِّكُهَا শব্দকে ছহীহ বলেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য যঈফা *(হা/৫৫৭২)* এবং যঈফ আবূদাঊদ *(হা/১৭৫)* অধ্যয়ন করুন।

ইমাম ইবনুল মুনযির (রহঃ) আল-আওসাত্ব *(৩/৩৮৮)* গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে তা'লীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন, فِيْ: تَحْرِيْكُ الرَّجُلِ أُصْبُعَهُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ذَاكَ الْإِخْلَاصُ 'ছালাতে আঙ্গুল নাড়ানো ইখলাছের বহিঃপ্রকাশ'।

শায়খ শু'আইব হোন বা অন্য কেউ হোন তিনি আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর এই অবস্থানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু এর দ্বারা এই অপপ্রচার চালানো ঠিক নয় যে, তিনি শায ও ছিক্বাহ রাবীর যিয়াদাতের মধ্যে পার্থক্য করতেন না 'এক স্থানের ইট আরেক স্থানের সুড়কি'-এর মত।

স্মর্তব্য যে, শায়খ শু'আইবের ভক্ত আদেল মুরশিদ الْمَنْهَجُ الصَّحِيْحُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি চারটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এগুলি শায। অথচ শায়খ আলবানী সেগুলিকে ছহীহ বলেন। তন্মধ্যে এই হাদীছটিও রয়েছে। এর জবাব শায়খ আলবানী ছহীহাহ গ্রন্থে প্রদান করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীছটি সম্পর্কেও শায়খ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু আমরা মরহূম শায়খের বরাতে এ কথা প্রমাণ করেছি যে, তিনি শায ও ছিক্বাহ রাবীর যিয়াদাতের মধ্যে পার্থক্য করতেন এবং শুযূয-এর ভিত্তিতে হাদীছকে যঈফ বলতেন। এজন্য শায ও ইল্লাত এবং যিয়াদাতে ছিক্বাহ সম্পর্কে শায়খ শু'আইব যে অপবাদ দিয়েছেন তা কখনোই সঠিক নয়।

স্বীয় মাযহাবের সমর্থক বর্ণনাসমূহকে ছহীহ বলার অপবাদ :

শায়খ শু'আইব আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর উপর এই অপবাদও আরোপ করেছেন যে, 'অনেক সময় তিনি এমন হাদীছকেও ছহীহ বলতেন যেগুলি তার মাযহাবের অনুকূলে। যদিও তার কোন শক্তিশালী শাহেদ বিদ্যমান না থাকে'।[৯]

---

৬. *মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ১/৮০, ক্রমিক ৩৯৩, ইবনু হানীর বর্ণনা।*
৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩৫৪।*
৮. ***মু'আনআন :*** *'আন (عَنْ) শব্দ দ্বারা বর্ণিত সনদের হাদীছকে মু'আনআন বলা হয়। যেমন রাবী বলেন, عَنْ أَبِيْ 'আমার পিতা হ'তে' বর্ণিত।*
৯. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৪।*

আফসোস হ'ল, শায়খ শু'আইব আল্লামা আলবানী (রহঃ)-কে প্রচলিত তাক্বলীদী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অপবাদ দিয়েছেন, যার খণ্ডনে আল্লামার সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তিনি কোন প্রসিদ্ধ মাযহাবী গোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিলেন না। কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করাই ছিল তাঁর মাযহাব। আর তিনি এরই দাঈ (আহ্বায়ক) ছিলেন। তাঁর সকল গ্রন্থ এর জীবন্ত প্রমাণ। তিনি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর প্রবক্তা ছিলেন। তথাপি হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা যেটি সাধারণত রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে- তাকে ছহীহও মনে করতেন। যার বিস্তারিত আলোচনা তার রচিত ছহীহ আবূদাঊদ *(হা/৭৩৩, ৩/৩৩৮)* ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়।

অনুরূপভাবে আল্লামা আলবানী (রহঃ) ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধার প্রবক্তা। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত ওয়ায়েল-এর হাদীছ যেটি ইমাম ইবনু খুযায়মা স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-একে যঈফ বলেছেন।[১০] এর দ্বারা অত্র অপবাদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়।

এখন আসুন! এই দলীলটির বাস্তবতাও দেখে নিন যাকে শায়খ শু'আইব স্বীয় দাবীর প্রমাণে পেশ করেছেন। সেটি হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'লাম তখন আমার গলায় ক্রুশ ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি নামিয়ে ফেল। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুনলেন- اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*।

হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) আরয করলেন যে, আমরা তো আমাদের আলেম ও মাশায়েখদের ইবাদত করি না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারাও তাদের আলেমদের ইবাদত করত না। কিন্তু যখন ইহূদী ও নাছারাদের আলেমগণ তাদের জন্য কোন বস্তু হালাল আখ্যা দিত তখন তারা সেটাকে হালাল মনে করত এবং তাদের উপর যখন কোন বস্তুকে হারাম করে দিত তখন তারা সেটাকে হারাম মনে করত। এটাই হ'ল তাদের ইবাদত। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে যঈফ বলেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী ছহীহ তিরমিযী ও সিলসিলা ছহীহাহ *(হা/৩২৯৩)* গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন। এর কোন শক্তিশালী শাহেদও নেই'।[১১]

এই হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ? আল্লামা আলবানী (রহঃ) ছহীহাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন যে, এর আসল ত্রুটি এই যে, এর রাবী গুত্বাইফ বিন আ'য়ুন মাজহূল (অপরিচিত)। শায়খ আলবানী (রহঃ) আরো বলেছেন যে, 'এর সমর্থন হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর আছার থেকে হয়। যেখানে তিনি বলেছেন যে, তাদের মাশায়েখ ও আলেমগণ এজন্য মা'বূদ ছিল যে, তারা যেটাকে হালাল আখ্যা দিত তারা সেটাকে হালাল জানত। আর যেটাকে হারাম আখ্যায়িত করত সেটাকে হারাম জানত। এই বর্ণনাটি মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব, শু'আবুল ঈমান এবং জামেউ বায়ানিল ইলম গ্রন্থে ছহীহ সনদে মুরসাল হিসাবে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) 'তাখরীজুল কাশশাফ' গ্রন্থে বলেছেন যে, এই বর্ণনাটি ইবনু মারদাওয়াইহ গ্রন্থে আরেকটি সনদেও 'আত্বা বিন ইয়াসার হ'তে, তিনি আদী হ'তে' বর্ণিত আছে। আর হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর শক্তিশালী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[১২]

এখানে এ কথাটিও গভীরভাবে চিন্তার বিষয় যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেছেন, হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাখরীজু আহাদীছিল কাশশাফ গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) আদ-দুর্রুল মানছূর গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীছটি 'হাসান গরীব'। কিন্তু আমার সামনে তিরমিযীর যে কপিটি রয়েছে তাতে 'হাসান' নয় স্রেফ 'গরীব' লিখিত আছে।

উল্লেখ্য যে, জামে তিরমিযী *(তুহফাসহ ৪/১১৭)*-এর নুসখায় এভাবেই 'হাসান গরীব' লেখা আছে। অনুরূপভাবে তিরমিযীর *(২/১৩৬)* মুজতাবাঈ ছাপা, দিল্লী এবং মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী-এর নুসখাতেও 'হাসান গরীব' আছে। বরং আল্লামা যায়লাঈ তাখরীজু আহাদীছিল কাশশাফ *(২/৬৬)* গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনু কাছীর জামেউল মাসানীদ *(৪/৪৩০)* গ্রন্থেও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হ'তে 'হাসান গরীব'-ই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মিযযী (রহঃ) যদিও 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থে স্রেফ 'গরীব'-ই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যায়লাঈ (যিনি তার সমকালীন) এবং হাফেয ইবনু কাছীরও 'হাসান গরীব' উল্লেখ করেছেন। যা এ কথার প্রমাণ যে, এ সম্পর্কে জামে তিরমিযীর কপিগুলিতে ভিন্নতা রয়েছে। আর জামে তিরমিযীর কপিগুলিতে এ ধরনের পার্থক্য সম্পর্কে আলেমগণ অবগত। এই অধম জামে তিরমিযীর ঐ কপির ফটোকপিও দেখেছেন যেটি প্যারিসের লাইব্রেরীর শোভাবর্ধন করেছে। আর এর পৃষ্ঠা নং ২০৪ (বা) নীচ হ'তে উপরের দিকে চতুর্থ লাইনে 'হাসান গরীব' শব্দ রয়েছে। এই কপিটি ইমাম আবুল ফাৎহ আব্দুল মালেক বিন আবুল ক্বাসেম আব্দুল্লাহ কারখী আল-হারবীর (মৃঃ ৫৪৮ হিঃ) নিজ হাতে লেখা। আর এতে তার স্বাক্ষর 'আব্দুল মালেক'ও আছে। আল্লামা ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেছেন, অধিকাংশ পরববর্তী আলেম এই কপির উপর নির্ভর করেছেন। ড. খালেদ বিন মানছূর আদ-দুরাইস (রহঃ) 'আল-হাসান লি-যাতিহি ও লি-গায়রিহি' শীর্ষক গবেষণায়

১০. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ্র টীকা ১/২৪৩।*
১১. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৪।*
১২. *ছহীহাহ ৭/৮৬৫।*

এই কপিটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন যে, এটিই সে সময় তিরমিযীর সবচয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ কপি। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর নিকটেও কারখীর এই কপিটি ছিল। যার বিস্তারিত আলোচনা 'আল-হাসান লি-যাতিহি ও লি-গায়রিহি' *(৩/১০১৫-১০১৬)* গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। আর এই গ্রন্থের ১৫০০ পৃষ্ঠায় ড. খালেদও উল্লেখ করেছেন যে, কারখীর নুসখাতে 'হাসান গরীব' লেখা আছে।

এখানে একথা বাকী থাকল যে, যখন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিজেই 'গুত্বাইফ বিন আ'য়ুন'-কে মাজহূল বলেছেন। তাহ'লে তিনি একে হাসান কিভাবে বলতে পারেন? কিন্তু এই প্রশ্নটি জামে তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না থাকার উপর ভিত্তিশীল। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) দুর্বল মুখস্থশক্তি, ভুল ও ভ্রান্তির দোষে অভিযুক্ত, মুখতালিত্ব, মুদাল্লিস, মুনক্বাত্বি', মুরসাল, মাজহূল ও মাসতূর[১৩] রাবীদের বর্ণনাসমূহকে সমর্থনের ভিত্তিতে হাসান বলেন। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) 'আন-নুকাত' *(১/৩৮৮-৩৯৬)* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি মাসতূর রাবীদের সম্পর্কে তো তিনি লিখেছেন যে, তিরমিযীতে এদের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যা বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই। তার বাক্যগুলি হ'ল-[১৪]

فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثير لا نحتاج إلى الإطالة بها

মাসতূর-ই নয়, মাজহূল রাবীদের হাদীছগুলিকেও এবং যেগুলিকে তিনি নিজেই যঈফ বলেন, তাদের বর্ণনা সমূহকেও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সমর্থনের ভিত্তিতে হাসান বলেছেন। 'আল-হাদীছুল হাসান লি-যাতিহি ওয়া লি-গায়রিহি' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে যেটা প্রতীয়মান হয়। প্রয়োজন হ'লে এর উদাহরণও দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ্।

নিকট অতীতে দেওবন্দী গোষ্ঠীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ সরফরায ছফদর (রহঃ)ও স্বীকার করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী একে 'হাসান গরীব' বলেছেন। আল-কালামুল মুফীদ *(পৃঃ ৩২৯)* এবং গুলদাস্তায়ে তাওহীদ *(পৃঃ ৪২, ৪৪)* গ্রন্থদ্বয়ে এই হাদীছ থেকে দলীলও গ্রহণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া এই হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন।[১৫] হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন, وَهَكَذَا قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهُمَا 'হযরত হুযায়ফা ইবনুল (রাঃ) ইয়ামান এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ এ আয়াতটির অনুরূপ তাফসীর করেছেন'।[১৬]

যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হাফেয ইবনু কাছীরও এই তাফসীরকে বিশুদ্ধ বলেছেন। বিশেষতঃ যখন তিনি জামেউল মাসানীদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী থেকে এর তাহসীন[১৭] উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলসূীও 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনু আবী হাতেম হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর তাফসীর উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই তাফসীর-ই আবুল আলিয়া, আবূ জা'ফর, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন, যাহ্হাক ও সুদ্দী হ'তে বর্ণিত আছে।[১৮] আর এই তাফসীরই আবুল বাখতারী সাঈদ বিন ফায়রূয হ'তে বর্ণিত আছে'।[১৯]

এজন্য হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ)-এর আগমনে যদিও ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের এ অর্থগত তাফসীর অত্র হাদীছটির সমর্থক। এজন্য শায়খ আলবানী যদি একে 'হাসান' বলে থাকেন তাহ'লে মূলনীতি বিরোধী কোন কাজ করেননি। এখানে শায়খ শু'আইবের 'দুঃসাহস' দেখুন যে, তিনি বলেছেন, 'আল্লামা আলবানী একে ছহীহ বলেছেন'। অথচ সিলসিলা ছহীহাহ ও ছহীহ তিরমিযী *(হা/৩০৯৫)* গ্রন্থে তিনি একে হাসান বলেছেন, অবশ্যই ছহীহ বলেননি। ড. হিকমত বিন বাশীরও আত-তাফসীরুছ ছহীহ *(৩/১৬৪)* গ্রন্থে এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর কিতাবুল ঈমান ও শায়খ আলবানী হ'তে এর হাসান হওয়াই উল্লেখ করেছেন। فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 'অতএব হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর' *(হাশর ৫৯/২)*।

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, শায়খ শু'আইব বলেছেন, 'এর কোন শক্তিশালী শাহেদও (সমর্থক বর্ণনা) নেই'। তাঁর কাছে আমাদের ছাত্রসুলভ প্রশ্ন রইল যে, হাদীছকে শক্তিশালী করার জন্য কি স্রেফ শাহেদই প্রয়োজন? নাকি অন্য কোন নিয়ম-কানূন দ্বারাও যঈফ-যার দুর্বলতা বেশী নয় সেটা শক্তিশালী হয়ে যায়? আর তা যঈফের সীমানা থেকে বের হয়ে হাসান লি-গায়রিহি-এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়? যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবাদ ও বিরোধিতার ঊর্ধ্বে উঠে এ বিষয়ে চিন্তা করতেন তাহ'লে এই অভিযোগটি করতেন না।

[চলবে]

---

১৩. 'মাজহূল' হ'ল ঐ রাবী, যার ইলমী অবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ অবগত নন। মাজহুল রাবী দু'প্রকার। ১. মাজহূলুল 'আইন : যার নাম জ্ঞাত হ'লেও অন্যান্য বিষয়াদি অজ্ঞাত এবং তার নিকট থেকে মাত্র একজনই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এমন রাবীকে 'মাজহূলুল 'আইন' বলা হয়। তাওছীক না করা হলে এমন রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ২. মাজহূলুল হাল : যে রাবী থেকে দুই কিংবা দু'জনের অধিক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার তাওছীক করা হয়নি তাকে মাজহূলুল হাল বা 'মাসতূর' বলা হয়। জমহূরের নিকটে এমন রাবীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মাহমূদ আত-তহহান, তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ১২০-১২১; ডক্টর সুহায়েল হাসান, মু'জামু ইছতিলাহাতে হাদীছ, পৃঃ ৩০৪-৩০৬) ।-অনুবাদক।

১৪. আন-নুকাত ১/৩৮৮।

১৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৬৭।

১৬. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৩৮৪।

১৭. হাদীছকে হাসান আখ্যায়িত করাকে 'তাহসীন' বলা হয়।-অনুবাদক।

১৮. তাফসীর ইবনু আবী হাতেম ৬/১৭৮৪।

১৯. ইবনু জারীর ১১/১১৪, ১১৫।

Contents

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**

*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(৩য় কিস্তি)

ভুল ধারণা-৪ :

আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র ওলীদেরকে অস্বীকারকারী :

কেউ কেউ এটা মনে করেন যে, আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র ওলীদেরকে মানেন না। কোন কোন বক্তা একথাকে রংচং লাগিয়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে আমজনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, আহলেহাদীছগণ বেলায়াত (আল্লাহ্র নৈকট্য) মানেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা উন্মুক্ত থাকার আক্বীদা পোষণ করেন।

১. আহলেহাদীছদের নিকটে ওলী কারা? মহান আল্লাহ বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ– 'মনে রেখ আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে' *(ইউনুস ১০/৬২, ৬৩)*।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন বান্দাকে তাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও সার্বক্ষণিক আল্লাহভীতি অবলম্বনের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে 'বেলায়াত' প্রদান করে থাকেন। তাদেরকে তাঁর একান্ত আপন ও নৈকট্যশীল বান্দা করে নেন। একথা অস্বীকার করা কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আহলেহাদীছগণ এসব দলীলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ অকপটে আল্লাহ্র ওলীদের মর্যাদা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে যেখানে ওলীদের মর্যাদা ও তাদের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তাদের গুণাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব গুণের কারণে ওলীগণ এ মর্যাদায় অভিষিক্ত সেগুলি কী? তা হ'ল দু'টি বিষয়- (১) পরিপূর্ণ ঈমান (২) পূর্ণ তাক্বওয়া। আহলেহাদীছদের আক্বীদা এই যে, মযবুত ঈমান ও তাক্বওয়ার গুণে বিভূষিত হওয়া ছাড়া কোন মানুষ আল্লাহ্র ওলী হ'তে পারে না। ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার বেলায়াত বা বন্ধুত্বের হকদার, যার আক্বীদা হবে বিশুদ্ধ এবং জীবনাচরণ হবে তাক্বওয়ার মূর্তপ্রতীক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, অনেক মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডকে অবজ্ঞা করে কপোলকল্পিত মূলনীতি সমূহের আলোকে যাকে ইচ্ছা ওলী বানিয়ে দেয়। চাই তার জীবন নবীদের সর্দার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষা সমূহের যতই খেলাফ হোক না কেন এবং ঈমান ও আমলের দিক থেকে সেই শিক্ষার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও না থাক। বিস্ময়কর কিছু প্রকাশিত হওয়াকে ওলী হওয়ার মানদণ্ড বানিয়ে নেয়। ফলে তারা এমন লোককেও আল্লাহ্র ওলী বানিয়ে দেয় যারা ছালাত-ছিয়াম পরিত্যাগ করে নেশায় চুর হয়ে অনর্থক কথা বলায় ব্যস্ত থাকে। যখন অন্তর্দৃষ্টির উপর প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পট্টি বেঁধে দেওয়া হয় তখন এরূপ কারিশমা প্রকাশিত হয়।

২. আহলেহাদীছদের নিকটে বিস্ময়কর ঘটনা সমূহ ওলী হওয়ার দলীল নয় : কিছু অলৌকিক জিনিস কাউকে ওলী প্রমাণের জন্য দলীল হ'তে পারে না। বরং আসল কষ্টিপাথর হল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। আসুন! এ ব্যাপারে জানা যাক যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কী মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أمرَه على الكتاب والسنة 'যখন তুমি কাউকে পানির উপর হাঁটতে এবং হাওয়ায় উড়তে দেখবে, তখন মোটেই ধোঁকায় পড়বে না। যতক্ষণ না তার কর্মকাণ্ডকে কুরআন ও সুন্নাহ্র মানদণ্ডে পরিমাপ করবে'।[১] অর্থাৎ কেউ যতই অলৌকিক কিছু দেখাক না কেন তাতে ধোঁকায় পড়বে না। বুঝা গেল যে, কেবল কারামতের ভিত্তিতে কাউকে ওলীর মর্যাদা প্রদান করা আলেমদের রীতি নয়। বরং তাদের নিকট প্রকৃত ওলী তিনি যার আক্বীদা ও আমল, প্রকাশ্য ও গোপন সব কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণে হবে।

এ কথাটি বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী, যিনি বড় তাবে তাবেঈদের অন্যতম। তিনি বলেন, إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ أَوْلِيَاءَ اللهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ 'যদি কুরআন ও হাদীছের অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহ্র ওলী না হন তবে পৃথিবীতে আল্লাহ্র কোন ওলী নেই'।[২] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত ওলী হওয়ার হকদার তারাই যারা কুরআন ও হাদীছের ধারক-বাহক এবং তার উপর আমলকারী।

৩. আহলেহাদীছদের নিকট আল্লাহ্ই উপকার ও ক্ষতি করার মালিক : এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ওলীদেরকে মানা ও তাদের কবরের নিকট চাওয়ার মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি স্বয়ং ঈমানের দাবী, কিন্তু দ্বিতীয়টি তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলেহাদীছদের আক্বীদা হল, পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর হয়। মানুষের উপর সুখ-দুঃখ, আরাম-কষ্ট যা কিছু আসে তা আল্লাহ্রই ফায়ছালার

* *ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*

** *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ১৩/২১৭।

২. *খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ক্রমিক* ৯৬।

ফলশ্রুতি। আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত না কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে, আর না কারো নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে। সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর হয়। এজন্য একজন মুসলিমকে তার সকল বিষয়ে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'আল্লাহ যদি তোমাদের কাউকে কোন কষ্ট দিতে চান, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ সেটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের কারো কল্যাণ করতে চান, তবে তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহকে কেউ ফিরাতে পারবে না। তিনি স্বীয় বান্দাদের যাকে চান অনুগ্রহ দান করেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াবান *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

৪. আহলেহাদীছদের নিকট কবরের ইবাদত করা ও তাকে সিজদার স্থানে পরিণত করা হারাম : সম্মানিত ওলীগণ বা যেকোন মুসলমানের কবরকে অসম্মান করা আহলেহাদীছদের নিকট গুনাহের কাজ। কিন্তু ওলীদের কবরের নিকটে কামনা-বাসনা করা, তাদের কবর তওয়াফ করা, সেখানে গিয়ে সিজদা করা এবং এই আক্বীদা পোষণ করা যে, তারা আমাদের সমস্যা সমাধান করেন, আমাদেরকে রিযিক ও সন্তান-সন্ততি দান করেন এবং রোগমুক্তি দান করেন, এমনকি তাদের কবরের মাটি ও দড়িও আমাদের সফলতা ও পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, এ সকল আক্বীদা-আমল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা ও তাঁর ছাহাবীদের কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলেহাদীছগণ অবশ্যই ওলীদেরকে সম্মান করেন, কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্র রুবূবিয়াত ও উলূহিয়াতে শরীক করেন না। তারা তাদের কবরকে অসম্মান করেন না, কিন্তু তাদের কবরগুলিকে রব ও মা'বূদও বানিয়ে নেন না।

কবর সমূহকে ইবাদতখানা বানানো ইহুদী-নাছারাদের তরীকা। ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ করা তো এমনিতেই নিষেধ, উপরন্তু ইসলামে কবরগুলিকে সিজদার স্থান বানানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 'সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরগুলিকে মসজিদ (সিজদার স্থান) বানিয়ে নিত। সুতরাং তোমরা কখনো কবর সমূহকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি'।[৩]

ইসলামে মসজিদ এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে আল্লাহকে সিজদা করা হয়। যখন কবর সমূহকে মসজিদ বানানো জায়েয নয়, তখন সেই কবরে কিভাবে সিজদা দেওয়া যায়? সিজদা ইবাদত। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সিজদা না করি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ– 'আর এ রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অন্যতম। সেকারণ না তোমরা সূর্যকে সিজদা করবে, না চন্দ্রকে। বরং ঐ আল্লাহকে সিজদা করবে যিনি এসবকে সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবে যদি তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করে থাক' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের পর শিরকী পথে চলা মুমিনের নিদর্শন নয়। সেজন্য আহলেহাদীছগণ যেকোন ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কোন ব্যক্তিকে শরীক করেন না। চাই সে ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন। আহলেহাদীছগণ তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কবরস্থ নেক্কার ব্যক্তিদেরকে ডাকেন না। আহলেহাদীছদের নিকট এরূপ কাজ শিরক। কারণ দো'আ ইবাদত। আর আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে দো'আ-প্রার্থনা করা তাকে আল্লাহ্র ইবাদতে শরীক করার নামান্তর।

৫. আল্লাহ্র ওলীগণ স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তির দুশমন, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ– 'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানেনা। যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের পূজার বিষয়টি অস্বীকার করবে' *(আহক্বাফ ৪৬/৫-৬)*।

এ আয়াতে ঐ সকল মানুষকে গোমরাহ বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকটে দো'আ করা মূলতঃ তার ইবাদত করার নামান্তর। সেকারণ আহলেহাদীছদের নিকট আল্লাহ ছাড়া কোন কবর বা কবরস্থ ব্যক্তিদের নিকটে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা শিরক। এ ধরনের আমল না কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে। আর না কোন ছাহাবী থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এটা আসলেই ইসলামে বৈধ হ'ত তাহলে ছাহাবীগণ অবশ্যই নবী (ছাঃ)-এর কবরের নিকট গিয়ে তাদের দ্বীন-দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান চাইতেন।

৩. *ছহীহ মুসলিম হা/৮২৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়।*

৬. আহলেহাদীছরা আল্লাহ্র নিকটে ইবাদত পৌঁছার জন্য ওলীদের অসীলা নির্ধারণ করেন না : আহলেহাদীছদের আক্বীদা এই যে, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য তাঁর বান্দাদেরকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহ্র ইবাদতে তাদেরকে শরীক করা হারাম। সকল ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই খাছ। এজন্য আল্লাহ্র ওলীদেরকে এভাবে অসীলা বানানো যে, তাদের নামে নযর-নেয়ায মেনে তাদের নামে পশু যবেহ করা অথবা তাদের নৈকট্য হাছিলের জন্য পশু যবেহ করা, তাদের কবর সমূহকে তওয়াফ করা, তাদের কবরে সিজদা করা প্রভৃতি শিরক। উপরন্তু এটা হুবহু সেই শিরক, যা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আরব মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। এটা শিরকের সেই প্রকার যার খণ্ডনে কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ-

'যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা কেবল এজন্যেই করি যেন এরা (সুফারিশের মাধ্যমে) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিবে। আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না' *(যুমার ৩৯/৩)*।

আরবের মুশরিকরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নিজ হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ, কিন্তু সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিল তা ভুল ছিল। আল্লাহ্র নিকট পৌঁছার জন্য শয়তান তাদেরকে যে পথ দেখিয়েছিল তা তাদেরকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, সফলতা লাভের জন্য স্রেফ ভাল উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, বরং সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত পন্থা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) আনীত শরী'আত মোতাবেক হওয়াও যরূরী।

[চলবে]

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন-
০১৮৪২-০১২৩০৭

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

Contents

অক্টোবর বিপ্লব

গর্বাচেভ কি বিশ্বাসঘাতক?

মশিউল আলম

বাংলাদেশের বামপন্থীরা অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন করলেন। এই বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার শেষ হয়নি। অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে এ পর্যন্ত বই লেখা হয়েছে প্রায় ২০ হাযার। শুধু ইংরেজী ভাষাতেই প্রায় ৬ হাযার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গোড়াপত্তন থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি হয়ে ওঠা পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল, সেসব কি করে সম্ভব হয়েছিল এবং স্পষ্ট কোনো পূর্বলক্ষণ ছাড়াই সেই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রটি কেন ও কিভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেল। এই ছোট্ট লেখায় এত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ নেই। শুধু শেষের প্রশ্নটি নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করা যাক, সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ও কিভাবে ভেঙে গেল।

এই প্রশ্নের দুটো সরল উত্তর প্রচলিত আছে। একটা হ'ল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন একটা ষড়যন্ত্রের ফল। ষড়যন্ত্রের হোতা মিখাইল গর্বাচেভ। তিনি আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর এজেন্ট ছিলেন। তিনি নিজের চারপাশে যেসব লোককে জড়ো করেছিলেন, তাঁরাও সবাই ছিলেন পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের দালাল। এই দালাল চক্র আমেরিকা ও তার পুঁজিবাদী মিত্রদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে। নইলে দেশটির পতনের কোন কারণ ছিল না।

দ্বিতীয় উত্তরটা হ'ল, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তিই হয়েছে অবৈধভাবে। এটা ছিল একটা অশুভ শক্তি। এর পতনের বীজ এর ভেতরেই লুকোনো ছিল। তাছাড়া এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্র অনন্তকাল চলতে পারে না। গর্বাচেভ ব্যবস্থাটির সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা সংস্কারের যোগ্য ছিল না, বরং সংস্কার-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার ভেঙে পড়াই অনিবার্য ছিল। অবশেষে সেটাই ঘটেছে।

১৯৮৫ সালের মার্চে মিখাইল গর্বাচেভ যখন দায়িত্ব নেন, তখন না সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে, না বাইরে কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রটি বিলুপ্ত হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল না, তবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করায় খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিশ্ববাজারে জ্বালানী তেলের দাম ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ১৯৭৩ সালে চতুর্থবারের মতো আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধ বাধলে তা কয়েক মাসের মধ্যে ৪০০ শতাংশ বেড়ে যায়। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি অপ্রত্যাশিতভাবে চাঙা হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ শতাংশ আয় হয়েছে তেল রফতানী থেকে। তেলের দাম বাড়ার ফলে তেল রফতানীকারক আরব দেশগুলোর প্রচুর লাভ হয়। সেই লাভের টাকায় তারা ব্যাপক সামরিকায়ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কেনা বাড়িয়ে দেয়। এই সুবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নেও ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেশটি আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা জ্বালানি তেলকে বলতেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'আকিলিসের গোঁড়ালী'। মানে অত্যন্ত নাযুক জায়গা। গর্বাচেভের দুর্ভাগ্য, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই তেলের দাম কমতে শুরু করে। ১৯৮৬ সালে কমে যায় ৬৯ শতাংশ। তেল বেচাকেনার মুদ্রা মার্কিন ডলারের দামও পড়ে যায়। এর মধ্যে ওই বছরই ঘটে চেরনোবিল আণবিক দুর্ঘটনা, যার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল।

আরও বড় এবং বেশ গুরুতর সমস্যা হ'ল, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প-কারখানাগুলো ১৯৮০ দশক নাগাদ সেকেলে ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ বিশালাকার যেসব শিল্প ১৯৩০ দশকে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই পুরোনো মডেলেই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলোর উৎপাদনক্ষমতা ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে ব্রেঝনেভের আমলে যে ব্যাপক সামরিকায়ন চলছিল, তা অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট জাতীয় বাজেটের ১৫ শতাংশ ব্যয় করা হ'ত সামরিক খাতে।

এ রকম অবস্থায় গর্বাচেভ এসে দেখলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আর নেই। এটা থামাতে হবে। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির একটা গোড়ার কথা ছিল এটাই। এজন্য তাঁকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্যোগ নিতে হয়েছে। সেটা আন্তরিকভাবে করতে গিয়ে তিনি যে শেষ পর্যন্ত ধোঁকা খেয়েছেন, তা তিনি সেই সময় বুঝতে পারেননি। বুঝেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার অনেক বছর পর। এখন তিনি বলেন, 'আনি আবমানুলি নাস' (ওরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে)।

গর্বাচেভ সামরিক ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক গতিসঞ্চারের জন্য শিল্প-কারখানার কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ, সংস্কার করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। যে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যতঃ সবকিছু চালাত, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল এককেন্দ্রিক। পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চা ছিল না; ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতি পার্টির জন্য হয়ে উঠেছিল একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। পার্টির নেতাদের অধিকাংশই জনগণ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক সংস্কারের (পেরেস্ত্রেইকা) মাধ্যমে। সেজন্য তিনি এসে বললেন, পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র দরকার। গণতন্ত্রের চর্চা হ'লেই সমাজতন্ত্র আরও বিকশিত হবে। তাঁর পেরেস্ত্রেইকার প্রথম স্লোগান ছিল

'আরও গণতন্ত্র, আরও সমাজতন্ত্র'।

তিনি পেরেস্ত্রেইকার আগে শুরু করেন 'গ্লাসনস্ত' (কথা বলার স্বাধীনতা)। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ গ্লাসনস্তের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। তারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যেন বিশাল এক বাঁধ ভেঙে গেল। সোভিয়েত সংবাদমাধ্যম, বিশেষ করে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, যেমনটা এর আগে কখনো ঘটেনি। সবাই যখন নির্ভয়ে কথা বলার ও লেখার সুযোগ পেল, তখন যে বিষয়টা প্রকট হয়ে উঠল তা হ'ল, অতীতের সমালোচনা। অতীতের অর্জনের চেয়ে বড় হয়ে উঠল ভুল ও ব্যর্থতাগুলো। 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটরা' চূড়ান্তবাদী হয়ে উঠলেন, তাঁরা বলে উঠলেন, ভুল নয়, ব্যর্থতা নয়, সেগুলো ছিল 'অপরাধ'। স্ট্যালিনকে তাঁরা আখ্যায়িত করতে লাগলেন 'প্রিস্তপনিক' (ক্রিমিনাল) বলে।

এটা গেল একটা দিক। অন্যদিকে সোভিয়েত জনগণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার খবর পেতে শুরু করল। টেলিভিশনের পর্দায় তারা দেখতে পেল ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ কত ভালো জীবন যাপন করছে। কি চাকচিক্যময় তাদের জীবন। টেলিভিশনে দেখা যায়, লণ্ডনের দোকানগুলোতে ২২ থেকে ৪২ রকমের পাউরুটি বিক্রি হচ্ছে। এসব দেখতে দেখতে সোভিয়েত জনগণ আবিষ্কার করল, তাদের নিজেদের দেশে দোকানগুলোর তাক ক্রমেই শূন্য হয়ে যাচ্ছে। মাংস, মাখন, পনির কেনার লাইনগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাদের জনগণকে সবসময় বলে এসেছেন, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু জনগণ দেখতে পেল, কথাটা সত্য নয়। এ রকম পরিস্থিতিতে একটা সময় খোদ কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই এমন একটা গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেল, যারা গর্বাচেভের সংস্কারের ধীরগতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। এই গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে আবির্ভূত হ'লেন পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য 'বরিস ইয়েলৎসিন'।

গর্বাচেভের প্রত্যাশা মিথ্যা হয়ে গেল, যখন তিনি দেখলেন গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রেইকার ফলে আমলাতন্ত্রে ও কল-কারখানায় ভীষণ বিশৃংখলা দেখা দিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ল। 'কো-অপারেটিভে'র নামে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া হয়ে উঠল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুটপাটের উৎসব। যার নেতৃত্বে ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দুর্নীতিবাজ নেতারা।

জনসাধারণের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল এবং গর্বাচেভের জনপ্রিয়তা কমতে লাগল। জনগণ গর্বাচেভের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল, তাঁকে দোষারোপ করতে লাগল এই বলে যে তাঁদের সব দুঃখ-দুর্দশা ডেকে এনেছেন এই ভদ্রলোক। ১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ পিরিস্ত্রোইকা-গ্লাসনস্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি, সেনাবাহিনী, কেজিবি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেকে গর্বাচেভের পাশ থেকে সরে গেলেন। তাঁদের মধ্যে লিগাচভ ও রিঝকভের মতো প্রভাবশালী নেতাও ছিলেন।

গর্বাচেভের বিরুদ্ধে এই পক্ষের লোকজনের অভিযোগ ছিল, তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংস করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে জনমত গড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছেন, পূর্ব ইউরোপকে বিসর্জন দিয়েছেন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিলোপ ঘটিয়েছেন। সাঝি উমালাতোভা নামে কংগ্রেসের এক ডেপুটি কংগ্রেসের অধিবেশনে বলেন, 'মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংস ডেকে আনতে চলেছেন। পশ্চিমা দুনিয়ার হাততালি পেয়ে ভুলে গেছেন তিনি কাদের প্রেসিডেন্ট'। প্রকাশ্য ফোরামে বলাবলি চলতে থাকে, গর্বাচেভ যদি দেশে শৃংখলা ফিরিয়ে না আনেন, তাহ'লে তাঁকে পদচ্যুত করা হবে। গর্বাচেভ বিরোধী মনোভাব সবচেয়ে বেশী প্রবল হয়ে ওঠে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে। তাঁরা মনে করছিলেন, গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তির মর্যাদা ধ্বংস করছেন। ১৯৯১ সালের প্রথম দিকে মস্কোসহ বিভিন্ন শহরে এমন গুঞ্জন শোনা যায় যে অচিরেই একটা 'পিরিভারোত' (অভ্যুত্থান) হ'তে যাচ্ছে। 'ঝেলেজনায়া রুকা' (আয়রন হ্যাণ্ড) ফিরে আসতে আর দেরী নেই।

অন্যদিকে ইয়েলৎসিনে জনপ্রিয়তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল। লোকজন ভাবতে শুরু করল, এই লোক তাদের 'ত্রাণকর্তা'। তিনি এই দুর্দশা থেকে তাদের উদ্ধার করবেন। ১৯৯১ সালের জুন মাসে রুশ প্রজাতন্ত্রের ভোটাররা ইয়েলৎসিনকে তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। ইয়েলৎসিন ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা বন্ধ করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পার্টির অনেক সদস্য। একটা সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে গণহারে পদত্যাগ শুরু হয়। এর পাশাপাশি প্রচুর সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার মানুষ ইয়েলৎসিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা সবাই অতি দ্রুত সোভিয়েত ব্যবস্থার 'আমূল পরিবর্তন' চাইছিলেন, কার্যত রাশিয়াকে পুঁজিবাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

একদিকে দেশের শৃংখলা ফিরিয়ে আনার নামে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দাবী, অন্যদিকে আরও দ্রুত ও ব্যাপক সংস্কারের নামে বাজার ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার দাবী। এই দু'মুখী চাপে গর্বাচেভ প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি প্রকাশ্যে কট্টর সংস্কারপন্থী নেতাদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করলেন। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে এমন রদবদল আনলেন, যাতে মনে হয়, ক্ষমতা সেই সব লোকের হাতে সংহত করা হ'ল যাঁরা সংস্কারের বিরোধী। এটাকে কেউ কেউ বললেন, স্বৈরতান্ত্রিক কট্টরপন্থার দিকে গর্বাচেভের ডিগবাজি। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কমরেডদের একজন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডোয়ার্ড শেভার্ডনাডজে রেগে গিয়ে পদত্যাগ করে বললেন, স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসছে'।

কিন্তু গর্বাচেভের সমাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করতে বেশ দেরী হয়ে গেছে। তত দিনে তাঁর সূচিত সংস্কারের রেলগাড়ীটা তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। সেই গাড়ির চালক তখন বরিস ইয়েলৎসিন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের রাষ্ট্রটি বিলুপ্ত হওয়ার আগে ওই দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে সমাজতন্ত্র। কার্যতঃ এটা ঘটেছে সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। গ্লাসনস্তের সুযোগে

সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বৃহত্তর অংশকে ভীষণভাবে বদলে দিয়েছে। তাদের মনে উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার মতো বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না বলে তাদের মনে হয়েছে।

তাই ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাসে গর্বাচেভ ক্রিমিয়ায় অবকাশ যাপনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির কট্টর নেতারা যখন তাঁকে 'অসুস্থ ও দেশ চালাতে অক্ষম' ঘোষণা করে অভ্যুত্থান ঘটাতে গেলেন, তখন জনগণ তার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এল। অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন জানাতে তাঁদের পক্ষের কেউ রাস্তায় নামেনি।

আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিল, মাঝামাঝি সংস্কারমূলক পদক্ষেপে তারা আর তুষ্ট থাকতে পারছিল না। ১৯১৭ সালেও তারা কেরেনস্কির বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি, বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিল। বলশেভিকদের অক্টোবর বিপ্লব ঘটতে পেরেছিল সে কারণেই। উভয় ঘটনায় জয় হয়েছে জনগণের চূড়ান্তবাদী প্রবণতার'।

॥ সংকলিত ॥

[এর বিপরীতে আমরা মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার বিজয় কামনা করি। যেটি রয়েছে স্বভাবধর্ম ইসলামে। যেখানে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির দুই চরমপন্থী ধারার বিপরীতে রয়েছে ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থনীতি। বাংলাদেশের জনগণকে আমরা সেপথে আহ্বান জানাই (স.স.)।]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

৬. ছালাতে মুহাম্মাদী : এতে সংক্ষেপে ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভূমিকায় মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বলেন, 'জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এক। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি যেমন স্বীয় সত্তায় একক, তেমনি স্বীয় গুণাবলীতেও একক। তিনিই সবার মালিক এবং সবাই তাঁর গোলাম। তাঁর নিকট প্রত্যেক ব্যক্তি মুখাপেক্ষী। তিনি সবার নিকট থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এত নে'মত দিয়ে রেখেছেন, যেগুলি আমরা গণনাও করতে পারব না। কাজেই এরূপ প্রতিপালক, দয়ালু ও করুণাময় মালিকের ইবাদত ও আনুগত্য অবশ্যই আমাদেরকে করতে হবে। তিনি স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী করে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি বাৎলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল, তার বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলাকে এক এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পরে সবচেয়ে বড় ইবাদত হল ছালাত।... যেভাবে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন, সেভাবে তা আদায় করুন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওযূ ও ছালাতের পদ্ধতি আমরা সংক্ষেপে হাদীছের আলোকে বর্ণনা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছালাতী করুন এবং আমাদের ছালাত কবুল করুন।'[১] ১৯৩৮ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান স্যার এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

৭. ছিয়ামে মুহাম্মাদী : এতে ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল, তারাবীহ, লায়লাতুল কদর, ই'তিকাফ, ফিৎরা, ঈদায়েনের ছালাত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে, 'বিশ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত নেই।... হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)ও জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[২]

৮. হজ্জে মুহাম্মাদী : এতে হজ্জ ও ওমরার ফযীলত, হজ্জ না করার গুনাহ, হজ্জ মুলতবী করার গুনাহ, হজ্জ মুলতবীর সমস্ত দলীল খণ্ডন এবং সঊদী আরবের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার জবাব দেয়া হয়েছে। শাওয়াল ১৩৫৬ হিঃ/জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে দিল্লীর জওব প্রেস থেকে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭।

৯. যাকাতে মুহাম্মাদী : এতে যাকাতের ফরযিয়াত, নিছাব, পরিমাণ, যাকাতের বিভিন্ন মাসায়েল, নফল দান-ছাদাক্বাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯২৭ সালে এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫। মাওলানা মুনতাছির আহমাদ রহমানী এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটির উপসংহারে জুনাগড়ী বলেন, 'মোদ্দাকথা যাকাত আদায় করা ছাড়াও মুসলমানদেরকে নফল দান-খয়রাতও মন খুলে করা উচিত। ছাদাকা করলে মাল কমে না; বরং বাড়ে। আল্লাহ আমাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফীক দিন, আমাদের কাছ থেকে তার সন্তুষ্টিমূলক কাজ নিন এবং আমাদেরকে কৃপণতা থেকে বাঁচান। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন'।[৩]

১০. তাওহীদে মুহাম্মাদী : এতে কুরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদীছ, চার ইমামের উক্তি এবং হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ গ্রন্থ সমূহের প্রায় ২০০ উদ্ধৃতির মাধ্যমে কবর পাকা করা, এর উপর সৌধ নির্মাণ করার নিষিদ্ধতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। এর ভূমিকায় মাওলানা জুনাগড়ী বলেছেন, 'এই পুস্তিকায় আমার উদ্দেশ্য স্রেফ এটা যে, প্রথমে আমি বলব যে, আসলে মুহাম্মাদী শরী'আতে গম্বুজ ও কবরসমূহের বাস্তবতা কি? সাথে সাথে বিশেষভাবে এটাও বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, হানাফী মাযহাবে এসবের কি বিধান রয়েছে? কেননা সাধারণভাবে কবরের উপর গম্বুজ পসন্দকারী আলেমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাবীদার। বিশেষত আমি আমার এই পুস্তকে আপনাদেরকে স্বয়ং ইমামে আ'যম ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নির্দেশ বর্ণনা করব যে, তিনি এই বিশেষ মাসআলায় কি ফায়ছালা দিয়ে গেছেন। উপরন্তু আপনারা এটাও খুব ভালভাবে জানতে পারবেন যে, অন্য তিন ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এরও এই মাসআলায় কি ফায়ছালা রয়েছে?[৪]

কবর উচুঁ ও পাকা করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মত উল্লেখ করতে গিয়ে জুনাগড়ী বলেন, 'হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিক্বহগ্রন্থ ফাতাওয়া কাযী খাঁ, (ফাতাওয়া আলমগীরীর হাশিয়ায় মুদ্রিত), মায়মানিয়া ছাপা, মিসর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮-এ আছে, روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لايجصص القبر ولا يطين ولايرفع عليه بناء وسقف– 'ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, কবর পাকা করা ও মাটি দিয়ে লেপা যাবে না এবং কবরের উপর কোন সৌধ বা তাঁবু নির্মাণ করা যাবে না'। দারুল কুতুব, মিসরীয় ছাপা, শামী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬২-তে আছে, عن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذالك 'ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, ছালাতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : আলীমী বারকী প্রেস, ৮ম সংস্করণ, তাবি), পৃঃ ৩-৪।*

২. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, ছিয়ামে মুহাম্মাদী (দিল্লী : মুম্বাই জওব বারকী প্রেস, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিঃ), পৃঃ ১০।*

৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, যাকাতে মুহাম্মাদী (বাড়া হিন্দুরাও, দিল্লী : মুহাররম ১৩৪৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

৪. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, তাওহীদে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৯ হিঃ), পৃঃ ২।*

বলেন, কবরের উপর যে কোন ধরনের ইমারত নির্মাণ করা মাকরূহ। চাই সেটা ঘর, গম্বুজ বা অন্য কিছু হোক'।[৫]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফতী মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভী প্রমুখ এক ফৎওয়ায় বলেন, 'উঁচু উঁচু কবর সমূহ বানানো, কবরগুলিকে পাকা করা, কবর সমূহের উপরে গম্বুজ ও ইমারত নির্মাণ করা, গিলাফ পরানো, চাদর চড়ান, নযর মানা, তওয়াফ করা, সিজদা করা এগুলি সব শরী'আত বিগর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র ইসলামী শরী'আত সুস্পষ্টভাবে এসব কাজ থেকে নিষেধ করেছে। ছহীহ হাদীছ সমূহে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিষিদ্ধতা বর্ণিত রয়েছে। যা শিরক বা শিরকের দিকে ধাবিতকারী। ... হানাফী ফিক্বহে সুস্পষ্টভাবে এই মাসআলা উল্লেখিত আছে যে, কবর পাকা করা যাবে না এবং এর উপর কোন ইমারতও নির্মাণ করা যাবে না। ছাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ ইমামগণ এবং সালাফে ছালেহীনের কর্মপদ্ধতি এরই অনুকূলে ছিল। স্বর্ণ যুগে এর কোন প্রমাণ নেই যে, কবর সমূহের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হত বা কবরগুলিকে এমনভাবে সম্মান করা হত যা বর্তমানে কিছুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। নযর, তওয়াফ ও সিজদা তো ইবাদত। আর গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো) জন্য ইবাদতের নিয়তে এসব কাজ করা তো নিশ্চিতভাবে শিরক। যদি এসব কাজে ইবাদতের নিয়ত নাও থাকত তবুও এগুলি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই'।[৬]

১১. মীলাদে মুহাম্মাদী : এ গ্রন্থে মাওলানা জুনাগড়ী মোট ৫০টি দলীলের মাধ্যমে মীলাদ ও কিয়াম বিদ'আত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মীলাদের খণ্ডন করতে গিয়ে জুনাগড়ী বলেন, **'১ম দলীল :** বিশ্বপ্রতিপালক তাঁর সত্য ও পসন্দনীয় দ্বীনকে রাসূলগণের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতে পূর্ণতা দান করেছেন এবং বলেছেন যে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। আর এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে কোন ছহীহ বা যঈফ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নেই যে, এই দিনকে ঈদের দিনের মতো উদযাপন করা হয়েছে, কোন অনুষ্ঠান করা হয়েছে এবং বর্তমানের ন্যায় মীলাদের মাহফিল করা হয়েছে। যদি আমরা এই মীলাদের মাহফিলকে দ্বীনী কাজ মনে করি, যদিচ দ্বীনে এর কোন প্রমাণ নেই, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের মধ্যে এটুকু ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। অথচ আল্লাহ একে পূর্ণাঙ্গ বলেছেন। এখন এটা আবশ্যক হয়ে যায় যে, হয় আল্লাহ সত্য এবং মীলাদপন্থীরা মিথ্যুক এবং আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণ। অথবা আল্লাহ মিথ্যাবাদী এবং মীলাদপন্থীরা সত্য আর আল্লাহ্র দ্বীন অপূর্ণাঙ্গ। প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় কথার প্রবক্তা কেউ নন। সেজন্য প্রথম কথাটিই সঠিক এবং মীলাদের মজলিস বিদ'আত ও নাজায়েয।

দ্বিতীয় দলীল : ছাহেবে মীলাদ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর নবুঅত লাভের পর তেইশ বছর জীবিত ছিলেন। প্রত্যেক বছর রবীউল আউয়াল মাস আসত এবং প্রত্যেক রবীউল আউয়াল মাসে ১২ তারিখও আসত। কিন্তু না তিনি কোন মীলাদের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, আর না এর নির্দেশ দিয়েছেন। ... সুতরাং যেহেতু এটি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবিষ্কৃত এবং এটাকে দ্বীনী কাজ মনে করে করা হয়, সেহেতু এটি বিদ'আত সাব্যস্ত হয়ে গেছে'।[৭]

কিয়ামের খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, **'১ম দলীল :** যখন স্বয়ং মীলাদের মাহফিল বিদ'আত এবং হারাম সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তখন কিয়াম যা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেটাও বিদ'আত ও নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এছাড়া কুরআন মাজীদে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। **দ্বিতীয় দলীল :** রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর জন্য ছাহাবীদেরকে কিয়াম তথা দাঁড়াতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং বাধা দিয়েছিলেন'।[৮]

১২. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী ই'য়ানী মাযহাবে আহলেহাদীছ : এতে আহলেহাদীছদের আক্বীদা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১। ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আহলেহাদীছদের আক্বীদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ইমামত সত্য। হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের সন্নিকটে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার ঘটাবেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন'। কবীরা গুনাহগারদের সম্পর্কে জুনাগড়ী বলেন, 'কবীরা গুনাহ সত্ত্বেও তাওহীদপন্থী ও সুন্নাতের অনুসারী মুসলমান সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না। বরং এক সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তবে মুশরিক ও কাফেরের উপর অবধারিতভাবে জান্নাত হারাম'।[৯]

১৩. দালাইলে মুহাম্মাদী : এতে ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ, রাফ'উল ইয়াদায়েন করা এবং স্বশব্দে আমীন বলা প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট হাদীছ, হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ সমূহ ও আল্লাহ্র ওলীদের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। শাওয়াল ১৩৪৭ হিঃ/মার্চ ১৯২৯ সালে এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫।

১৪. দালাইলে মুহাম্মাদী (২য় অংশ) : মাওলানা জুনাগড়ীর দালাইলে মুহাম্মাদী (১ম অংশ)-এর জবাবে 'আছ-ছিরাতুল মুস্তাকীম ফী ইত্তিবায়ে সাইয়িদিল মুরসালীন' নামে একটি গ্রন্থ রাজকোট থেকে প্রকাশিত হয়। এর জবাবে তিনি উক্ত গ্রন্থটি

৫. *ঐ, পৃঃ ৫-৬।*
৬. *ঐ, পৃঃ ৩২-৩৩।*
৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ৫ম সংস্করণ, ১৩৫৯ হিঃ/১৯৪০ খ্রিঃ), পৃঃ ২-৩।*
৮. *ঐ, পৃঃ ১১।*
৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী (দিল্লী : যিলহিজ্জ ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ৭।*

রচনা করেন।[১০] এতে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না মর্মের দলীলগুলির ১৬২টি জবাব, রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার দলীল সমূহের ৭৯টি জবাব এবং নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনার ১০টি জবাব প্রদান করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬।

১৫. মি‘রাজে মুহাম্মাদী : এতে মি‘রাজের পুরা ঘটনা ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে মি‘রাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হওয়ার আকলী ও নকলী দলীল এবং রজব মাসে যেসব বিদ‘আত সংঘটিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১। ২৭শে রজবের ছিয়াম পালন সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর ‘আল-আছার আল-মারফূ‘আহ’ গ্রন্থ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, وَمَا اشْتَهَرَ فِي بِلادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِه أَنَّ صَوْمَ صَبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يعدل أَلْفَ صَوْمٍ فَلا أَصْلَ لَهُ ‘হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দেশে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, ২৭শে রজবের ছিয়ামের ছওয়াব এক হাযার ছিয়ামের সমতুল্য। এর কোন ভিত্তি নেই’।[১১]

১৬. তোহফায়ে মুহাম্মাদী : এতে কা‘বাঘর নির্মাণের ইতিহাস, কুরবানীর সূচনা, ঈদুল আযহার ছালাত, যিলহজ্জ মাসের ফাযায়েল ও মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিশেষত হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ থেকে গরু যবেহ করার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।[১২] মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১।

১৭. জামা‘আতে মুহাম্মাদী : মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রচিত ‘কাফফুল মুমিনাত আন হুযূরিল জামা‘আ-ত’ গ্রন্থের জবাবে মাওলানা জুনাগড়ী ‘হুযূরুল মুমিনাত ফিল ঈদায়েন ওয়াল জামা‘আ-ত’ ওরফে ‘জামা‘আতে মুহাম্মাদী’ পুস্তকটি রচনা করেন।[১৩] এতে কুরআন, হাদীছ ও হানাফী ফিক্বহের আলোকে মহিলাদের ঈদের জামা‘আতে অংশগ্রহণ করা, মসজিদে আসা ও জালসায় যাওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং যারা এসব নাজায়েয বলেন তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

১৮. দুরূদে মুহাম্মাদী : এটি জোধপুরের মাস্টার মুহাম্মাদ ইসমাঈল রচিত গ্রন্থের জবাবে লিখিত।[১৪] এতে প্রচলিত কুরআনখানী, কলেমাখানী, চল্লিশা, ওরস, শবেবরাত, নযর-নেয়ায তথা মৃত্যুর পর প্রচলিত বিভিন্ন বিদ‘আত সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। কুরআনখানী সম্পর্কে শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরী ‘রদ্দে বিদ‘আত’ গ্রন্থে লিখেছেন, الاجتماع للقراءة بالقرآن على الميت بالتخصيص فى المقبرة أو المسجد أو البيت بدعة مذمومة– ‘মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন পড়ার জন্য কবরস্থান, মসজিদ বা বাড়ীতে একত্রিত হওয়া নিন্দনীয় বিদ‘আত’।[১৫]

১৯. হায়াতে মুহাম্মাদী : মৃত্যুর পর বুযর্গদের রূহগুলির হাযির-নাযির হওয়া ও হায়াতুন্নবী আক্বীদার খণ্ডনে এ পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখিত দলীলগুলির ৮৪টি জবাব প্রদান করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১। জুনাগড়ী হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফৎওয়া গ্রন্থ বাযযাযিয়াহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন- من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر ‘যে বলবে যে, বুযর্গদের রূহসমূহ হাযির-নাযির, জানবে সে কাফের’।[১৬]

২০. ছদায়ে মুহাম্মাদী : আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে এ পুস্তিকায়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

২১. তা‘বীযে মুহাম্মাদী : মৌলভী আহমাদ আলী মৌভী ব্রেলভী কর্তৃক আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে লিখিত ‘তাহযীরুন নাস আন মাজালিসিল খান্নাস’ ও ‘নযরী ধোকা মা‘আ আক্বলী ধোকা’ শীর্ষক দু’টি গ্রন্থের জবাবে এটি রচিত।[১৭] ১৯৩৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

২২. নূরে মুহাম্মাদী : কাওয়ালী, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতিবাদে লিখিত এ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪। এটি ১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে কাওয়ালী পসন্দকারীদের সকল দলীল খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের রচিত তিনটি গ্রন্থের জবাব দেয়া হয়েছে। মাওলানা জুনাগড়ী বলেন, ‘রাগ-রাগিনী, কাওয়ালী ও বাদ্যযন্ত্র সমূহ শয়তানী ফাঁদ। অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে এতে তারা ফাঁসিয়ে দেয় এবং এ জালে আটকিয়ে কুরআন ও হাদীছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়’।[১৮]

২৩. যিম্মায়ে মুহাম্মাদী : এতে কুরআন, হাদীছ, হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থ সমূহ এবং আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর বাণীসমূহ থেকে শিরক, বিদ‘আত, বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১। আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) ‘ফুতূহুল গায়েব’ গ্রন্থের ২য় মাকালায় লিখেছেন, اتبعوا ولا تبتدعوا واطيعوا ولا تمرقوا ووحدوا ولا تشركوا ‘তোমরা সুন্নাতের অনুসরণ করো, বিদ‘আত করো না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নাফরমানী করো না। তাওহীদপন্থী হও, মুশরিক হয়ো না’।[১৯] মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় আব্দুল কাদের জিলানী তার ছেলে আব্দুল

---

১০. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, দালাইলে মুহাম্মাদী (দিল্লী : খাজা বারকী প্রেস, ২য় সংস্করণ, ১৩৫২ হিঃ), পৃঃ ১।*

১১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মি‘রাজে মুহাম্মাদী (দিল্লী : মুম্বাই জওব প্রেস, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিঃ), পৃঃ ৭।*

১২. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, তোহফায়ে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জওব বারকী প্রেস, ৩য় সংস্করণ, শা‘বান ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১০।*

১৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, জামা‘আতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : বিজলী প্রেস, ১৩৫৪ হিঃ), পৃঃ ২।*

১৪. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, দুরূদে মুহাম্মাদী (দিল্লী : আলীমী বারকী প্রেস, ১৩৬৪ হিঃ), পৃঃ ৬।*

১৫. *ঐ, পৃঃ ১৪।*

১৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, হায়াতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৩৫৯ হিঃ/১৯৪০ খ্রিঃ), পৃঃ ৫।*

১৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, তা‘বীযে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, যিলহজ্জ ১৩৫৪ হিঃ), পৃঃ ২ ও ৮।*

১৮. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, নূরে মুহাম্মাদী (দিল্লী : মুম্বাই জওব বারকী প্রেস, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিঃ), পৃঃ ৪।*

১৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, যিম্মায়ে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৩৫৮ হিঃ/১৯৪০ খ্রিঃ), পৃঃ ৯-১০।*

ওয়াহ্হাবকে অছিয়ত করতে গিয়ে বলেন, عليك بتقوى الله عز وجل ولاتخف أحدا سوى الله ولا ترج أحدا سوى الله وكل الحوائج إلى الله عز وجل ولا تعتمد إلا عليه واطلبها جميعا منه ولا تثق باحد غير الله عز وجل التوحيد التوحيد– ‘তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোন আশা করবে না। যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাও। শুধুমাত্র তাঁর উপরেই ভরসা করো। তার কাছেই সবকিছু চাও। আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্যের উপর ভরসা করবে না। তাওহীদকে আঁকড়ে ধরো, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরো’।[২০]

আব্দুল কাদের জীলানী আরো বলেন, واجعل الكتاب والسنة إماما لك وانظر فيهما بتأمل وتدبر واعمل بهما ولا تغتر بالقال والقيل والهوس– ‘কুরআন ও সুন্নাহকে তোমার নেতা বানাও। এ দু’টি জিনিসকে চিন্তা-গবেষণা করে পড় এবং এতদুভয়ের উপর আমল করো। মানুষের রায়-কিয়াসের উপর চলো না’।[২১]

মৃত্যুর সময় আব্দুল কাদের জীলানী বলেছিলেন, استغيث بلا إله إلا الله الحى الذى لا يموت ولا يخشى أن يفوت– سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء– وقهر العباد بالموت والفناء– ‘আমি সেই আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করছি, যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং যিনি চিরঞ্জীব। মৃত্যুকে যিনি সামান্যতম পরোয়া করেন না। পূত-পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের সাথে সম্মানিত। যিনি বান্দাদেরকে মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে পরাভূত করে রেখেছেন’।[২২] অথচ তার তথাকথিত মুরীদরা তাকে গাওছে পাক, গাওছুল আযম ইত্যাদি বলছে। আল্লাহ্র গুণে বান্দাকে গুণান্বিত করছে। যা স্পষ্ট শিরক।

২৪. গুনয়ায়ে মুহাম্মাদী : এটি যিম্মায়ে মুহাম্মাদী-এর দ্বিতীয় অংশ। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। ১৯৪০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে মাওলানা জুনাগড়ী বলেন, ‘এই যিলক্বদ মাসের কথা। আমি আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর কিছু বাণী সংকলন করেছিলাম এবং কুরআন, সুন্নাহ ও হানাফী ফিক্বহ থেকে সেগুলিকে সমর্থনপুষ্ট করে ‘যিম্মায়ে মুহাম্মাদী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কয়েকদিনে আগত পত্রগুলি আমার মনে খুশীর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থটি আল্লাহ্র রহমতে দারুণ প্রভাব ফেলেছে এবং অনেক অজানা ব্যক্তি অবগত হয়ে গেছে। ‘হে শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য করুন’ শীর্ষক ওযীফা, ছালাতে গাওছিয়া, এগার রবীউল আখের তারিখে তাঁর মৃত্যুদিবস পালন করা এবং বহু শিরক ও বিদ‘আতী রসম-রেওয়াজ থেকে অনেকে তওবা করেছে। আল-হামদুলিল্লাহ। এ সংবাদ আমাকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, আমি আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর এ জাতীয় আরো বাণী সংকলন করব এবং মুসলিম জামা‘আতের হাতে পৌঁছিয়ে দিব। যাতে অন্য ভাইয়েরাও ছিরাতে মুস্তাকীমে চলে আসেন’।[২৩]

এতে মূলতঃ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর শিরক ও বিদ‘আত বিরোধী বক্তব্যগুলিকে সংকলন করা হয়েছে। মাওলানা জুনাগড়ী এ গ্রন্থের এক জায়গায় বলেন, ‘বর্তমানে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় যে, তারা আব্দুল কাদের জিলানীকে দস্তগীর (সাহায্যকারী), ‘মুশকিল কুশা’ (বিপদ দূরকারী), ‘গাওছুছ ছাকালায়েন’ (জ্বিন ও ইনসানের গাওছ), আরো না জানি কত কি বলে এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলী বিদ্যমান থাকার কথা বর্ণনা করে। অথচ তিনি তাঁর গুনয়া গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ويكره من الألقاب والأسماء ما يوازي أسماء الله تعالى– ‘এমন লকব ও নাম রাখা মাকরূহ, যা আল্লাহ্র নামসমূহের সমপর্যায় ভুক্ত’। কাজেই জ্বিন ও ইনসানের ফরিয়াদ শ্রবণকারী আল্লাহ তা‘আলা। আপনারা গাওছুছ ছাকালায়েন নাম রেখে পীর ছাহেবকে কষ্ট দিয়েছেন। একমাত্র সাহায্যকারী আল্লাহ তা‘আলা। আপনারা তাকে এই লকব দিয়ে তার নির্দেশকে পদদলিত করেছেন। ‘মুশকিল কুশা’ ‘বিপদ দূরকারী’ আল্লাহ তা‘আলার নাম। আপনারা আব্দুল কাদের জীলানীর এই নাম রেখে তাকে মনোকষ্ট দিয়েছেন। এখন বলুন! আপনারা মুরীদ, না মারীদ (অবাধ্য)’?[২৪]

জুনাগড়ী আরো বলেন, ‘তোমরা আজ কবরগুলির নিকট গিয়ে সেগুলিকে চুমু দাও, চাট, তার উপর হাত এমনকি মাথা ঘষো। অথচ তোমাদের পীর ছাহেব এটাকে ইহুদীদের স্বভাব বলেছেন। শুনো গুনয়া গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় আব্দুল কাদের জিলানী লিখেছেন, وإذا زار قبرًا لا يضع يده عليه، ولا يقبله، فإنه عادة اليهود– ‘কবর যিয়ারত করার সময় কবরে হাত রাখবে না এবং কবরকে চুমুও দেবে না। কেননা এটি ইহুদীদের স্বভাব’।[২৫] জুনাগড়ী আরো বলেছেন, ‘আব্দুল কাদের জিলানীর মুরীদরা শুনছ, আমরা যা বলি তিনিও তাই বলেন। গুনয়ার ৬১৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, كمال الدين في شيئين: في معرفة الله تعالى، وإتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم– ‘পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দু’টি জিনিসের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্র পরিচয় ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ’।[২৬]

২০. *ঐ, পৃঃ ১০।*
২১. *ঐ, পৃঃ ১৯।*
২২. *ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮।*
২৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, গুনয়ায়ে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়িদ বারকী প্রেস, ১৩৫৯ হিঃ/১৯৪০ খ্রিঃ), পৃঃ ২।*
২৪. *ঐ, পৃঃ ৫।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ৫।*
২৬. *ঐ, পৃঃ ১৪।*

২৫. সিরাজে মুহাম্মাদী : 'আল-ফকীহ' (অমৃতসর) পত্রিকার সম্পাদক 'যারবাতুল হানাফিয়াহ আলা হামাতিল ওয়াহাবিয়াহ' নামে একটি গ্রন্থ লিখে সেখানে আহলেহাদীছদের প্রতি ৫৩টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। মাওলানা জুনাগড়ী এর জবাবে 'তারীখে আহলেহাদীছ' ওরফে 'সিরাজে মুহাম্মাদী' গ্রন্থটি রচনা করেন।[২৭] সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫। 'আহলেহাদীছ নামের যোগ্য কে হতে পারে- মূর্খ না আলেম'? এমন প্রশ্নের জবাবে জুনাগড়ী বলেন, 'প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি কারো তাক্বলীদ না করে কুরআন ও হাদীছের উপর আমলকারী হবেন তিনিই আহলেহাদীছ। চাই তিনি আলেম হোন বা না হোন। যেভাবে আপনারা আপনাদের আলেম ও জাহেল সবাইকে হানাফী বলেন'।[২৮]

২৬. মারহামাতে মুহাম্মাদী : 'কিতাবুল ইকরাহ' ওরফে 'মারহামাতে মুহাম্মাদী' শীর্ষক এ গ্রন্থে إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর রয়েছে। এতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, জোর-যবরদস্তীমূলক কারো কাছ থেকে কিছু করায়ে নিলে বা বলায়ে নিলে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তা ধর্তব্য হবে না এবং এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। এ বিষয়ে এ গ্রন্থে তিনি ২৪৫টি দলীল উল্লেখ করেছেন এবং ১১৫ জন আলেমের ফৎওয়া সংকলন করেছেন। ১৩৫৫ হিঃ/১৯২৭ সালে এটি জাইয়েদ বারকী প্রেস, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩।

২৭. নছীহতে মুহাম্মাদী : 'মহব্বতে হুসাইন' শীর্ষক গ্রন্থের জবাবে মাওলানা জুনাগড়ী 'হেদায়াতুন নাজদাইন বেজওয়াবে রিসালা মহব্বতে হুসাইন' ওরফে 'নছীহতে মুহাম্মাদী' পুস্তকটি রচনা করেন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। মাওলানা জুনাগড়ী লিখেছেন, 'উক্ত গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠায় আমার নামের সাথে ওহাবী লেখা হয়েছে। যদি এ সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার দিকে হয়, যার একটি নাম ওয়াহ্হাব, তবে আমি এই লকব গ্রহণ করছি। কিন্তু যদি এতে জনৈক আব্দুল ওয়াহ্হাবের দিকে নিসবত হয় তাহলে বলব যে, যখন আমরা চারজন সম্মানিত ইমামের কারো দিকে সম্বন্ধিত হয়নি, তখন আপনি কেন অন্য কারো দিকে আমাদেরকে সম্বন্ধিত করবেন? শুনুন! আমরা আমাদের নিসবত স্রেফ তাঁর দিকে করি যার কলেমা পড়ি। কাজেই উত্তম হয় যদি আপনিও আমাদেরকে সেই নিসবতে মুহাম্মাদী বলেন। অন্য কিছু নয়। ... অতঃপর আপনি লিখেছেন যে, আমরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে বিদ'আতী ও বেদ্বীন মনে করি। এটাও ভুল। আমরা সকল মুসলমানকে আমাদের ভাই মনে করি'।[২৯] এতে প্রচলিত তা'যিয়া মিছিল, মীলাদ, কিয়াম, কুরআনখানী, কলেমাখানী, কবর পাকা করা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২৮. মিল্লাতে মুহাম্মাদী : বেনারসের একজন আলেম রচিত 'হক আওর বাতিল কা মুকাবালা' পুস্তিকার জবাবে মাওলানা জুনাগড়ী 'আল-হুকমুল ফাছিল ফীমা বায়নাল হক ওয়াল বাতিল' ওরফে 'মিল্লাতে মুহাম্মাদী' রচনা করেন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫। এতে তাক্বলীদের দলীল সমূহের জবাব প্রদান করত আহলেহাদীছ মাসলাকের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের শেষের দিকে জুনাগড়ী শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিম্নোক্ত উক্তি তাঁর 'আ-তাফহীমাত আল-ইলাহিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- أصول الشرع اثنان أية محكمة وسنة قائمة لايزيد عليهما– 'শরী'আতের উৎস স্রেফ দু'টি। কুরআন ও হাদীছ। কোন মুসলমানের এর উপর বৃদ্ধি করা উচিত নয়'।[৩০]

২৯. লু'লু'য়ে মুহাম্মাদী : এতে মুহাম্মাদ নাম রাখার ১০০টি দলীল উল্লেখ করা হয়েছে এবং যারা এ নাম রাখার বিরোধী তাদের দলীল সমূহের জবাব প্রদান করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ হিঃ/১৯৪০।

৩০. নিকাহে মুহাম্মাদী : এতে এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা এবং লাপাত্তা ব্যক্তির স্ত্রীর অন্যের সাথে বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৮ খ্রিঃ।

৩১. মিশকাতে মুহাম্মাদী : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী রচিত দালাইলে মুহাম্মাদী (২য় অংশ)-এর জবাবে মৌলবী সাইয়িদ কুরবান আলী শাহ হানাফী কাদেরী হায়দারাবাদী 'রাহে ছওয়াব' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এর জবাবে জুনাগড়ী মিশকাতে মুহাম্মাদী রচনা করেন।[৩১] এতে শিরক-বিদ'আত ও অন্যান্য খারাপ রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪।

মানাকিব :

তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা :

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী তাহাজ্জুদগুযার, অত্যন্ত পরহেযগার ও সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। প্রতিবেশী ছূফী যাফর নাসীম বলেন, 'তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীর মুহতামিম শায়খ আতাউর রহমান স্বীয় বাসস্থান থেকে এসে মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেবকে জাগাতেন। অতঃপর দু'জন সদর বাজারের জামে মসজিদে যেতেন এবং ফজর ছালাতের পর ফিরতেন। শায়খ আতাউর রহমান সাথে থাকতেন এবং বাড়ির নিকটস্থ গলিতে একটি ছোট হোটেলে তাঁরা চা পান করতেন'।[৩২]

অতিথিপরায়ণতা :

পড়শী হাকীম এনায়াতুল্লাহ নাসীম (মৃঃ ১৯৯৪) বলেন, 'তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আমি আলেমদের মধ্যে তাঁর

২৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, সিরাজে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খ্রিঃ), পৃঃ ২।*
২৮. *ঐ, পৃঃ ৩।*
২৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, নছীহতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : মুম্বাই জওব বারকী প্রেস, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিঃ), পৃঃ ২।*
৩০. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মিল্লাতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : মুম্বাই জওব বারকী প্রেস, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রিঃ), পৃঃ ২৩-২৪।*
৩১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মিশকাতে মুহাম্মাদী (দিল্লী : জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খ্রিঃ), পৃঃ ১।*
৩২. *তাযকিরাতুল মুহাম্মাদিইয়ীন, পৃঃ ৮৬।*

মতো অতিথিপরায়ণ ও বিনয়ী আলেম দেখিনি। প্রত্যেকদিন দু'চারজন আলেম তাঁর অতিথি হতেন। 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা) মাওলানা আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী যখন দিল্লীতে আসতেন তখন তিনি তাঁরই মেহমান হতেন'।[৩৩]

মনীষীদের দৃষ্টিতে জুনাগড়ী :

১. বিশ্ববরেণ্য আরবী সাহিত্যিক, জুনাগড়ের আরেক কৃতীসন্তান আল্লামা আব্দুল আযীয মায়মানী বলেন, كان من كبار علماء الحديث 'তিনি একজন অনেক বড় আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন'।[৩৪]

২. মুআররেখে আহলেহাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, 'তিনি বাগ্মী ও তার্কিক ছিলেন। গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, শিক্ষক, গবেষক, মিষ্টভাষী, ইবাদতগুযার ও রাত্রি জাগরণকারীও ছিলেন। তিনি অত্যধিক অধ্যয়নকারী আলেম ছিলেন। বরং বলা চলে যে, তিনি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার ঢং ও আলোচনার ধরন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। তিনি দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাযবার সাথে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতেন। সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র গণ্ডীতে থাকতেন এবং এটিকে তিনি তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি হক প্রকাশে নির্ভীক এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণে নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলেন'।[৩৫]

৩. বিশিষ্ট গবেষক ও জীবনীকার আব্দুর রশীদ ইরাকী বলেন, 'খতীবে হিন্দ মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম জুনাগড়ী একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বাগ্মী, শিক্ষক, দার্শনিক, সাংবাদিক ও সমালোচক ছিলেন। তাঁকে ঐ সকল আলেমের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা হাদীছের খিদমত, ইলমী যোগ্যতা ও ধর্মীয় প্রভাব, কর্মতৎপরতা, বাহ্যিক সৌন্দর্য, সুন্দর আচরণ ও সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম সকল ইসলামী জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ ও ইতিহাসে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা এবং চার মাযহাবের ফিক্বহে পূর্ণ দখল ছিল। বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে তিনি অত্যন্ত দক্ষ-অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রচনা সমূহ এর প্রমাণ দেয়'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে এবং শিরক ও বিদ'আত খণ্ডনে যে কার্যকর অবদান রেখেছেন, তা আহলেহাদীছদের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়'।[৩৭]

৪. সাংবাদিক ও জীবনীকার মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী বলেন, 'তিনি পাক-ভারতের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম। বক্তৃতা ও লেখনী এবং অনুবাদ ও রচনায় তিনি দারুণ খ্যাতি লাভ করেন। তাক্বলীদে শাখছীর খণ্ডনে তিনি ব্যাপক কাজ করেন। ১৫০-এর কাছাকাছি ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেন। যেগুলি পড়ে মানুষদের চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদা-বিশ্বাস সংশোধিত হয়েছে'।[৩৮]

৫. হাকীম এনায়াতুল্লাহ নাসীম বলেন, 'তাঁর বক্তৃতার ফলে দিল্লীতে তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার ঘটে। গোঁড়া তাক্বলীদ, শিরক ও বিদ'আতের অবসান ঘটে। হাযার হাযার মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনে সুন্নাতের অনুসারী হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না'।[৩৯]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, তেজস্বী বক্তৃতা, দলীল ও যুক্তিভিত্তিক বলিষ্ঠ মুনাযারা, সাংবাদিকতা উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশুদ্ধ ঈমান, আক্বীদা ও আমল জনসম্মুখে তুলে ধরতে তাঁর রচিত মুহাম্মাদী সিরিজ কার্যকর অবদান রেখেছে। শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন ভূমিকা সর্বজনবিদিত। উর্দূ অনুবাদ সাহিত্যের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' ও ইবনুল ক্বাইয়িমের ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন-এর উর্দূ অনুবাদ 'দ্বীনে মুহাম্মাদী' অনুবাদক হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঠাঁই দিয়ে সম্মানিত করুন! আমীন!!

---

৩৩. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৫৯।*
৩৪. *রুহূছ ওয়া তাহকীকাত ২/১৮।*
৩৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ তাফসীরে মুহাম্মাদী, (লাহোর : মাকতাবা ইসলামিয়াহ, ২০০৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬, জীবনী দ্রঃ।*
৩৬. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ১৫৭।*
৩৭. *তাযকিরাতুল মুহাম্মাদিইয়ীন, পৃঃ ৮৬।*
৩৮. *মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫৮।*
৩৯. *তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা, পৃঃ ৩৫২।*

শিক্ষিকা আবশ্যক

ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদরাসা

জিরানী, আশূলিয়া, সাভার, ঢাকা

নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যক :

(১) হাফেযা- ১ জন **(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)- ১জন।** যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ পাশ।

(৩) সহকারী শিক্ষিকা (জেনারেল)- ১ জন। যোগ্যতা : আই.এস.সি।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে আগামী ১০ই জানুয়ারী ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্রসহ স্ব-হস্তে লিখিত দরখাস্ত পরিচালক বরাবরে ডাকযোগে/সরাসরি প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হ'ল।

যোগাযোগ : পরিচালক, ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদরাসা, তিড়িঙ্গা পুকুরপাড়, জিরানী, আশূলিয়া, সাভার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৬-০১৪২৭৮।

Contents

হাদীছে বর্ণিত কিছু উপমা

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী-রাসূলগণের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেন। বিশ্ববাসীর জন্য তিনি ছিলেন রহমত। তিনি নিজের উপমা ও তাঁর আনীত ইলম ও হেদায়াতের দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল- যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর, যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হ'ল ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিখে এবং অপরকে শিখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত, যে সেদিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্র যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না' *(বুখারী হা/৭৯)*।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে আমাদের নিকটে এসে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, জিবরীল (আঃ) যেন আমার মাথার দিকে এবং মীকাঈল (আঃ) আমার দু'পায়ের দিকে আছেন। তাঁদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বলছেন, তার কোন উদাহরণ দিন। তিনি বলেন, তাহ'লে শুনুন। আপনার কান যেন শুনে এবং আপনার অন্তর যেন হৃদয়ঙ্গম করে। আপনার ও আপনার উম্মাতের তুলনা এই যে, কোন বাদশাহ একটি রাজমহল তৈরী করলেন এবং তাতে একটি ঘর তৈরী করলেন, তারপর তাতে রকমারি খানা ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন। তারপর তিনি একজন আহ্বানকারীকে পাঠালেন লোকদেরকে খাবারের জন্য দাওয়াত দিতে। একদল লোক তার ডাকে সাড়া দিল এবং অন্য দল তা পরিত্যাগ করল। আল্লাহ তা'আলা হ'লেন সেই বাদশাহ, মহলটি হ'ল ইসলাম, ঘরটি হ'ল জান্নাত। আর হে মুহাম্মাদ! আপনি সেই আহ্বানকারী। যে ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল, আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে গেল। যে জান্নাতে যাবে সে তাতে যা আছে তা খেতে পারবে' *(তিরমিযী হা/২৮৬০; ছহীহাহ হা/৩৫৯৫; ছহীহুল জামে' হা/২৪৬৫)*।

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হ'তে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ' *(বুখারী হা/৬৪৮৩; মুসলিম হা/২২৮৫)*।

কাবীছাহ ইবনু মুখারিক ও যুহায়র ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তারা বলেন, 'যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হয় যে, 'তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্বতের বৃহদাকার পাথরের দিকে গেলেন এবং তার মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে আরোহণ করলেন। এরপর তিনি আহ্বান জানালেন, ওহে আবদ মানাফ-এর বংশধর! আমি (তোমাদের) সতর্ককারী। আমার ও তোমাদের উপমা হ'ল, এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুকে দেখতে পেয়ে তার লোকদের রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হ'ল, পরে সে আশঙ্কা করল যে, শত্রু তার আগেই এসে যাবে। তখন সে 'ইয়া ছাবাহ' (হায় মন্দ প্রভাত) বলে চীৎকার শুরু করল' *(মুসলিম হা/২০৭)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এমন, যেন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করল, তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হ'ল না কেন? নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী' *(বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬)*।

পরিশেষে বলব, হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত উপমাগুলি মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সার্বিক জীবনকে ছহীহ সুন্নাহর আলোকে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হলে আমাদের ইহকালীন জীবন সুন্দর হবে এবং পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৮

নির্বাচিত গ্রন্থ | সকলের জন্য উন্মুক্ত

আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ
(২০১ থেকে ৫০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

Contents

উচ্চ রক্তচাপের ১০ কারণ

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশেগুলোতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে গেছে এবং এ সংখ্যা এখন শতকরা ৮০ ভাগ। ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

হার্টের বিভিন্ন অসুখের কারণে এতো বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ আসলে কী? এ ব্যাপারে চিকিৎসক ও গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে রোগীর ধমনীগুলোও সমানভাবে প্রভাবিত হয়।

মুম্বাইয়ের ব্রেস ক্যান্ডি হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শারুখ গোলওয়ালা উচ্চ রক্তচাপের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তার মতে নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু এমন কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। নিম্নে উচ্চ রক্তচাপের ১০টি কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. বয়স : উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে। আপনি যদি বয়স্ক ব্যক্তি হন তবে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আপনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি। বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হৃদ সংকোচন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। এক্ষেত্রে রোগীর ধমনিগুলো শক্ত হয়ে যায়।

২. বংশগত কারণ : আপনার পরিবারে আগে থেকে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলে আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এ উচ্চ রক্তচাপের কারণে কম বয়স থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩. লিঙ্গ : আপনি ছেলে? সাবধান! ডা. গোলওয়ালা বলেন, নারীদের চেয়ে পুরুষের উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। তবে এতে নারীদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আপনি যদি নারী হয়ে থাকেন তবে আপনারও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আপনার জীবনযাপন পদ্ধতি ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

৪. অতিরিক্ত ওযন : উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওযন বা স্থূলতা অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। তবে বিষয়টি বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। যাদের পেট, নিতম্ব ও উরুতে অতিরিক্ত চর্বি জমে গেছে তারা সাবধান! কারণ এতে যেকোনো সময় আপনি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হ'তে পারেন। সুতরাং আপনার ওযন নিয়ন্ত্রণ করুন।

৫. লবণের প্রতি সংবেদনশীলতা : কিছু মানুষ আছে যাদের অতিরিক্ত লবণ ও সোডিয়াম খাওয়াতে একটু দুর্বলতা আছে। যেটা উচ্চ রক্তচাপকে বৃদ্ধি করে। আপনি যদি লবণের প্রতি সংবেদনশীল হন তবে উচ্চ রক্তচাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল লবণ খাওয়া কমিয়ে দেয়া। কোন খাদ্য তৈরির সময় লবণের ব্যবহার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হ'তে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার সময় লবণের পরিমাণ জেনে নিতে হবে। ফাস্ট ফুডে প্রচুর পরিমাণ লবণ ব্যবহার করা হয় এজন্য এ খাবার খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হ'তে হবে।

৬. অ্যালকোহলের প্রতি দুর্বলতা : আপনি যদি অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে আসক্ত হন তবে এটি বন্ধ করা উচিত। অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে আসক্ত হ'লে আপনার এবং আপনার সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই আপনার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হ'লে অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকুন।

৭. অতিরিক্ত চাপ : অফিসের এবং অফিসের বাইরে বিভিন্ন কারণে আপনি যদি বেশি চাপ নিয়ে কাজ করেন, অতিরিক্ত চিন্তা করেন তবে এ চাপ আপনার রক্তচাপকে বাড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই চিন্ত মুক্ত থাকুন। নিজেকে শান্ত ও রিলাক্স রাখুন। চাকরির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৮. গর্ভনিরোধক পিল সেবন : সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত জন্ম নিরোধক পিল সেবন করলে উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে।

৯. অলস জীবন : অলস জীবনযাপন শুধুমাত্র আপনার শরীরে মেদ বৃদ্ধি করবে না এতে আপনাকে উচ্চ রক্তচাপের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। অলস জীবনযাপন থেকে বের হয়ে আসুন এবং পসন্দ করেন এমন যেকোন কাজে নিজেকে যুক্ত করুন। যদি সম্ভব হয় আপনার প্রিয় খেলা খেলতে পারেন অথবা কাজের জন্য হাঁটতে পারেন। আপনি অবাক হবেন যে, শারীরিক কসরত আপনাকে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি থেকে অনেকটাই দূরে রাখবে। তখন আপনিই উত্তর পাবেন যে, নিয়মিত শারীরিক কসরতে রক্তের সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং ধমনী ও শিরাগুলোকে স্বাভাবিক কাজ সহায়ক হবে।

১০. ওষুধ : কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো ঠাণ্ডা অথবা অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেবন করা হয়। এতে উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে সবসময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জটিলতা এড়াতে আপনার চিকিৎসার অতীত সম্পর্কে চিকিৎসককে অবহিত করুন।

মুখে দুর্গন্ধের কারণ

মানুষের দেহ রহস্যাবৃত। কয়েক ট্রিলিয়ন (১০০ বিলিয়ন= এক ট্রিলিয়ন) ছোট ছোট জীবন্ত তুলতুলে বস্তু দিয়ে মানুষের শরীর গঠিত। এই তুলতুলে বস্তুগুলোর নাম কোষ। আর প্রত্যেক কোষের চারপাশে অন্তত ১০টি ব্যাকটেরিয়া থাকে। আকারে খুবই ছোট্ট হওয়ায় এদের খালি চোখে দেখা যায় না। একমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই এদের দেখা সম্ভব।

অন্য জীবন্ত প্রাণীর মতোই ব্যাকটেরিয়ারাও খাওয়া-দাওয়া করে। বংশ বিস্তার করে এবং তারপর মারা যায়। আমাদের দেহের ঘামের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা নাড়িভুঁড়ির (ক্ষুদ্রান্ত্র) লবণ খেয়ে বেঁচে থাকে ব্যাকটেরিয়ারা। সেই সঙ্গে তৈরি করে একগাদা আবর্জনা। এসব আবর্জনার কারণেই শরীর ও মুখ থেকে বিশ্রি দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

অনেকে মনে করছেন তাহলে ওইসব ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই বার বার শরীর অসুস্থ হয়। একথাটাও পুরো সত্য নয়। আসলে জন্মের সময়ই মায়ের কাছ থেকে সবার দেহে ব্যাকটেরিয়া আসে। বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া বছরের পর বছর দেহে বসবাস করে কোন ক্ষতি না করেই। প্রতিদিন খাবার আর পানির সঙ্গেও আমরা অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া খাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সুস্থতার জন্য ওদের দরকার। কিছু ব্যাকটেরিয়া দিয়ে টিকা আর ওষুধ তৈরি হয়।

প্রত্যেকটি মানুষের হাতের ছাপ আলাদা হয় এটা সবার জানার কথা। সেরকম সব মানুষের ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীবও আলাদা। দেহে অসংখ্য প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া থাকলেও এদের মধ্যে চারটি বিখ্যাত। সেগুলো হলো:

১. অ্যাকটিনোমাইকোসিস ভিসকোসাস : এই ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই দাঁতে বাদামি থকথকে প্যাক জমে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাত ক্ষয়ে

যায়। যন্ত্রপাতি দিয়ে দাঁতের চিকিৎসক যখন প্যাক তোলেন, তখন তিনি আসলে মুখে বাস করা এই ব্যাকটেরিয়াদের আক্রমণ করেন।

২. ই কোলাই : এ অণুজীবের বাস নাড়িভুঁড়ির ভেতরে। এরা সব সময়ই কাজে ব্যস্ত। উপকারী ই কোলাই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন তৈরি করে। আর ক্ষতিকর ই কোলাইর কারণে সারাদিন বমিও হতে পারে।

৩. মিথেনোজেনস : বিশ্বের অর্ধেক মানুষের নাড়িভুঁড়িতে এই অণুজীব বাস করে। মানুষসহ সব প্রাণীদেহে এরা মিথেন গ্যাস তৈরি করে। পেটের এ গ্যাস বাইরে বের হলে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

৪. ব্রেভিব্যাকটেরিয়াম লিলেনস : এ বিশ্রী গন্ধের অণুজীবগুলো থাকে ঘামের মধ্যে। এদের কারণেই জুতা খুললেই ভক করে নাকে দুর্গন্ধ লাগে।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করার উপায়

অন্যান্য রোগের মত মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন। আর জীবনযাপনে একটু সজাগ হ'লে এবং কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করলে মুখের দুর্গন্ধ কাটিয়ে ওঠা যায়।

১. নিয়ম করে অন্তত দু'বেলা ভালো করে দাঁত মাজতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মেসওয়াক করা বা আঙুল দিয়ে দাঁত মেজে নেওয়া। অতঃপর নাশতার পরে ভাল করে ব্রাশ করা। সম্ভব হ'লে তিন বেলা খাওয়ার পর দাঁত মাজার অভ্যাস কর ভাল। এতে খাবারের কোন অংশ দাঁতের মাঝে জমে থাকবে না এবং মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হবে না।

২. দাঁত ও মাড়ির পরিচর্যা ঠিকভাবে করা। এক্ষেত্রে বছরে অন্তত একবার স্কেলিং করে দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। এতে দাঁতের স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে এবং মুখে কোন রকম দুর্গন্ধ হবে না।

৩. দাঁত মাজার সঠিক নিয়ম জানতে দাঁতের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। অনেক সময় দিনে দু'-তিনবার ব্রাশ করলেও আদৌ কোন লাভ হয় না। সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত মাজা না হওয়ার কারণে। তাই বছরে অন্তত একবার পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৪. খাবার পর দু'বার গরম পানিতে লবণ কিংবা ফিটকিরি দিয়ে কুলকুচি করা। অন্তত রাতে শয্যা গ্রহণের পূর্বে এটি করলে মুখে কোন ইনফেকশন ও দুর্গন্ধ হবে না।

৫. মাউথ ওয়াশ ব্যবহার কর যেতে পারে। কিন্তু অধিক নয়। মাউথ ওয়াশ বেশী ব্যবহার করলে মুখে এক ধরনের ছত্রাক জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। বাড়িতে তৈরী মাউথ ওয়াশ যেমন পানিতে বেকিং সোডা দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এতে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

৬. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন লেবু, পেয়ারা, আমলকী খাওয়া। দৈনন্দিন খাবার তালিকায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের পরিমাণ যথাযথ পরিমাণে রাখা এবং সহজপাচ্য খাবার খাওয়া। এতে বদহজম হয়ে মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

৭. গ্রিন টি পান করা। মুখে খাবার জমে ব্যাকটেরিয়া তৈরী হয়। এই ব্যাকটেরিয়া মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। গ্রিন টি খাবার পরে পান করলে মুখের ব্যাকটেরিয়া তৈরীতে বাধা দেয়।

৮. তাজা ফল খাওয়া। ফাইবার বা আশ সমৃদ্ধ ফল যেমন আপেল, পেয়ারা, গাজর ও আনারস ইত্যাদি ফলগুলো দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা বের করে আনে। তাই এই ফল বেশী খেলে মুখের দুর্গন্ধ কম হয়।

৯. দুধ পান করা। খাদ্য গ্রহণের আগে দুধ পান করলে মুখের দুর্গন্ধ ভাব কম হয়। বিশেষ করে তেল-মসলা জাতীয় খাবার খাওয়ার আগে দুধ বেশী কার্যকরী।

১০. ধনিয়া ও পুদিনা পাতা চিবানো। দ্রুত মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে ধনিয়া পাতা ও পুদিনা পাতা চিবিয়ে খেলে সাময়িক দুর্গন্ধ দূর হয়। সেই সাথে লবঙ্গ, এলাচ বা মৌরি চিবালে দুর্গন্ধ দূর হয়। তাই হাতের কাছে এসব রেখে মুখে বা নিঃশ্বাসে গন্ধভাব মনে হ'লেই মুখে দিয়ে চিবালে দুর্গন্ধ থাকবে না।

১১. মুখে আদা-রসুনের গন্ধ হ'লে সামান্য সরিষার তেলের সাথে অল্প লবণ মিশিয়ে দাঁতের মাড়িতে ম্যাসেজ করে ১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেললে দুর্গন্ধ দূর হবে।

১২. প্রত্যেক বার অবশ্যই খাবার পরে প্রচুর পানি খাওয়া, ভালোভাবে কুলি করা ও জিহ্বা পরিষ্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত নিয়মগুলো মেনে চললে মুখের দুর্গন্ধ যেমন দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

॥ সংকলিত ॥

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

বারান্দায় বা ছাদের টবে ব্রোকলি চাষ পদ্ধতি

ব্রোকলি একটা পুষ্টিকর সবজি যা দেখতে ফুলকপির মত কিন্তু বর্ণে সবুজ। যদিও আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভাবে ব্রোকলি এখনো তেমন পরিচিত হয়ে উঠেনি। তবে কিছু সৌখিন মানুষ এর চাষ স্বল্প পরিসরে শুরু করেছে। ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন সি, ক্যারোটিন ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। স্বাস্থের জন্য উপকারী এই সবজির পুষ্টিগুণ অনেক বেশি থাকায় আমাদের এর চাষ শুরু করা দরকার। ব্রোকলি মাঠ থেকে তোলার পর তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে টবে ব্রোকলি চাষ করতে পারলে অল্প অল্প করে খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা যায় সহজেই। আপনি চাইলে বাড়ির আঙ্গিনায়, বারান্দায় বা ছাদের অল্প জায়গায় টবে ব্রোকলি চাষ করতে পারেন। নিম্নে টবে ব্রোকলির উৎপাদন কলাকৌশল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ বর্ণনা করা হল।

জাত : ভাল ফসল পেতে ভাল জাত নির্বাচন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ব্রোকলির উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছে- টপার-৪৩, ডান্ডি, সপ্রডিটিং টেক্সাস ১০৭, গ্রিন ডিউক, ক্রুসেডার, ওয়ালথাম ২৯, গ্রিন মাউন্টেইল, ইতালিয়ান গ্রিন, গ্রীন বাড ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় প্রিমিয়াম ক্রপ, এল সেন্ট্রো, গ্রিন কমেট ও ডি সিক্কো জাত গুলো বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন বীজ কোম্পানি ব্রোকলির সাধারণ ও শঙ্কর জাতের বীজ বাজারজাত করছে। আপনি তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস ব্রোকলি চাষের উপযুক্ত সময়। তাই আগস্ট মাসে বর্ষার পর পরই জমি প্রস্তুত করতে হয় এবং পরে বীজতলায় ব্রোকলির বীজ বুনতে হয়।

সার ও মাটি : মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। পরিমান মত গোবর, টিএসপি ও খৈল দিয়ে সার ও মাটি ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। অথবা পাতা পচা সার বা গোবর সার ১ ভাগ, বালু ১ ভাগ ও মাটি ২ ভাগ মিশিয়ে ব্রোকলির বীজতলা তৈরি করে নিতে পারেন। মনে রাখবেন মাটি সব সময় নরম তুলতুলে থাকলে সব ধরনের সবজি ভালো ফলন দেয় ও তাড়াতাড়ি বাড়ে। আর অবশ্যই সারাদিন রোদ পায় এমন জায়গা ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করবেন।

চারা তৈরি ও রোপন : ভাল ফলন পেতে হ'লে বীজতলায় চারা তৈরি করে পরে মূল টবে লাগাতে হবে। বীজ রোপনের পর চারা গজাতে ৩/৪ দিন সময় লাগে। ৮/৯ দিন বয়সে চারা মূল টবে লাগানোর উপযুক্ত হয়। তবে ৩/৪ সপ্তাহের সুস্থ চারা সার ও মাটি ভরা টবে লাগালে ভাল হয়। টবে লাগানোর উপযুক্ত চারা চেনার জন্য যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তা হলো চারার উচ্চতা ৮-১০ সেমি, ৫-৬টি সবল পাতা ও গাঢ় সবুজ বর্ণ। টব নির্বাচনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন যেন ছোট না হয়ে যায়। কারন এটি দ্রুত বাড়ে ও আকারে মোটামুটি মাঝারি আকারের হয়, তাই ৫ লিটার পাত্রের সমান টবে লাগাবেন।

পরবর্তী পরিচর্যা : চারা রোপণের পর প্রথম ৪-৫ দিন পর্যন্ত এক দিন অন্তর অন্তর পানি দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে। টব সব সময় আগাছা মুক্ত রাখুন আর মাটি ঝুরঝুরে করে দিন। আর পরিমান মত যৈব সার ব্যবহার করুন এবং সার প্রয়োগের পরে পানি দিতে ভুলবেন না। সাধারনত শুঁয়া পোকা ও জাব পোকা ব্রোকলির ক্ষতি করে। জাব পোকা ও শুঁয়া বেশি হলে রিডেন, মার্শাল বা নাইট্রো ওষুধ স্প্রে করা যেতে পারে তবে তা কোন কৃষি কর্মকতার পরামর্শ অনুযায়ী করলে ভাল হয়।

ফসল সংগ্রহ : ব্রোকলি অনেক দ্রুত বাড়ে। সাধারণত চারা রোপণের ৩ থেকে সাড়ে ৩ মাসের মধ্যে সবজিটি খাবার উপযোগী হয়। এটি সংগ্রহের সময় প্রথমে ফুলের উপরের অংশটা সাবধানে কেটে নিবেন তাহলে পাতার গোড়া থেকে আবার ফুল বের হবে, যা পরবর্তীতে সংগ্রহ করতে পারবেন।

ব্রোকলির পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা :

ব্রোকলি যে শুধুই স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে অনন্য তা নয়, এছাড়াও ব্রোকলির রয়েছে বহুবিধ পুষ্টি উপাদান যা আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে নানাভাবে সহায়তা করে। শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতায় এই ব্রোকলির জুড়ি মেলা ভার। সাধারণত অন্যান্য সবজিতে ব্রোকলির মত এতো পুষ্টিগুণ পরিলক্ষিত হয় না। আর এজন্যই এর কদরও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাহলে এবার চলুন জেনে নেয়া যাক কেন আমাদের খাদ্য তালিকায় এর গুরুত্ব অপরিসীম, আর এর থেকে আমরা কি কি পুষ্টিগুণ বা স্বাস্থ্য উপকারিতা পেতে পারি।

দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে : অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে, যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে।

ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখে : এতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক কম থাকে বলে অতিরিক্ত ওযন নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লিভার ঠিক রাখে : ব্রোকলি মানব দেহের গ্লুকোসিনোলেট নামক অর্গানিক উপাদানের মাত্রা বাড়িয়ে লিভারের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করে ফলে লিভার থাকে রোগ মুক্ত।

হাড় সুস্থ রাখে : প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে তে ভরপুর ব্রোকলি হাড়ের গঠন শক্তিশালী করে ও বিভিন্ন ধরনের হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

পরিপাকতন্ত্র ঠিক রাখে: ব্রোকলি প্রাকৃতিক আশ বা ফাইবার সমৃদ্ধ বলে দেহের পরিপাক তন্ত্র ঠিক রাখে, খাদ্য সঠিক ভাবে হজম করতে সাহায্য করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এমনকি এটি নিম্ন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহায়তা করে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ করে : হৃদরোগ প্রতিরোধে ব্রোকলি বা সবুজ ফুলকপি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর উপকারী পুষ্টি উপাদান ম্যাগনেশিয়াম আর ক্যালশিয়াম রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মানব দেহের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। উপরন্তু ব্রোকলিতে বিদ্যমান ভিটামিন বি ৬ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনে।

ক্ষত সারিয়ে তুলে : এই সবুজ ফুলকপি ব্রোকলিতে বিদ্যমান আর,ডি,এ নামক এন্টি অক্সিডেন্ট দেহের যেকোন ধরনের ক্ষত দ্রুত সারিয়ে তুলে এবং ফ্রি র‍্যাডিকেলের বিপরীতে কাজ করে।

রোগ প্রতিরোধ করে : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্রোকলি অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের মস্তিষ্ক ও এর কার্যক্রম সুচারু রুপে সম্পাদন করতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

তারুণ্য ধরে রাখে : ব্রোকলির এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি মানব শরীরের তারুণ্য ধরে রাখতে ও দ্রুত বৃদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে : বর্তমান সময়ে ক্যান্সার একটি খুব ভয়ংকর মরণব্যাধি। ব্রোকলি এই রোগ প্রতিরোধে আমাদের শরীরকে সহায়তা করে এবং ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। এর বিটা ক্যারোটিন ও সেলিনিয়াম বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার যেমন, ফুসফুস, যকৃত, প্রোস্টেট, কোলন ও প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের আক্রমন থেকে রক্ষা করে ও এর বিপরীতে লড়াই করে।

অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে : এই সবজির আরেকটি উপকারী উপাদান ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড যা প্রদাহ বিরোধী হিসাবে কাজ করে এবং ক্যাফেরল প্রায় সকল ধরনের অ্যালার্জেটিক উপাদান হ্রাস করে।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

মানবতার জয়

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চাইনি কভু রাজসিংহাসন চাইনি ক্ষমতা,
ছড়িয়ে আছি মোরা বাংলার বুকে
তিন কোটির অধিক আহলেহাদীছ জনতা।
এম.পি. মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হব
এই আশা মোদের নয়,
রাসূলের আদর্শে চেয়েছি
বিশ্ব মানবতার জয়।
যুগে যুগে মোরা সংগ্রাম করেছি
বীর খালিদের বেশে,
স্বাধীনতা মোরা এনেছি ছিনিয়ে
সোনার বাংলাদেশে।
ইসলাম নামধারীরা ক্ষমতায় এসে
আমাদের সাজিয়েছে জঙ্গীবাদী,
দেশপ্রেমিক হয়েও দেশদ্রোহীর অপবাদে
বন্দীশালায় সময় কেঁটেছে নিরবধি।
সালাফে ছালেহীন এভাবে বুঝি
সয়েছিল কারা নির্যাতন,
দুঃখ পাবার নেই মোদের কিছু
এটা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ।
কারাগার আর খোলা ময়দান
যেথায়ই মোরা থাকি,
দেশ জাতির তরে এ জীবন মোদের
সর্বদা বাজি রাখি।

পিওর বনাম পপুলার

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

পিওর বনাম পপুলারের চলছে আদি দ্বন্দ্ব
বর্তমানে দেখছি যেমন ভালোর সাথে মন্দ।
তেল পানির মিত্রতা হয়নি কোন কালে
ভবিষ্যতেও হবে না তেলের খনি, সাত সাগরে মিশালে।
জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ তা'আলার দান
কোন পক্ষে আমরা আছি তা পরখ করতে চান?
দু'টি পথ দেখানো হয়েছে কোন্‌টি নিবে নাও
পিওর না পপুলার কোন পক্ষ চাও?
দ্বন্দ্ববাদের জটিলতায় ঘুরছি ধূর্নিপাকে,
কোনটি সঠিক জানার জন্য খুলো ইজতিহাদের দরজাটাকে।
পিওর তো শিওর হয়ে দেখায় অহি-র পথ
সেই না ক্রোধে পপুলার তাই ব্যর্থ মনোরথ।
বাইরে দেখায় বাহাদুরী ভিতরে ভীরু দুর্বল,
পিওরের আলো পারবে না নিভাতে হবে নিঃস্ফল।
যতই দেখাক ভেলকি বাজি মিথ্যার শত আকর্ষণ,
পিওর পন্থীর আল্লাহ সহায়, সঠিক তাদের দিগদর্শন।
গরম জিলাপি যেমন ঠাণ্ডা হলে টক নরম পরিত্যক্ত হয়,
পপুলার তেমনি দিল্লীকা লাড্ডু যা খেয়ে না খেয়েও পস্তায়।
'আহলেহাদীছ' পিওরপন্থী ছহীহ সুন্নাহ্‌র আন্দোলন,
বিশ্বের বুকে 'ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ' দ্বীনের গণজাগরণ।
সংখ্যা নিয়ে ঘামায়না মাথা টিকে থাকবে চিরদিন,
দলে ভারী পপুলার কালের গর্ভে ইনশাআল্লাহ হবেই বিলীন।

নারীর গতি

মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা-পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

বলব কাকে বুঝবে কে আর
কার হবে সেই বোধোদয়?
নারীর গতি আজ কোন ধারায়?
নারী জাতি সম্মানিতা নারী বিশ্বমাতা,
পুরুষ হ'তে তিনগুণ সম্মান হাদীছের কথা
নারীর তরে ফরয হ'ল সুন্দর পর্দা প্রথা।
সেই নারী জাতি পর্দা ভুলে
মিশে গেল সমতায়
নারীর গতি আজ কোন ধারায়?
নারী কি হয় কখনো পুরুষের সমান?
নারীর স্থান অন্দরমহল পুরুষের বহিরাঙ্গন;
পুরুষের অধীন থাকবে নারী স্বাক্ষ্য আল-কুরআন।
সেই নারী চলছে বেপর্দায়
পিছিয়ে নেই উলঙ্গপনায়;
নারীর গতি আজ কোন ধারায়?
হাট-বাজারে নারীর ভীড়ে যায় না এখন চলা,
নারী-পুরুষ সমানে চলে এজে আজবলীলা।
পশু হ'তেও নামল নীচে
পশ্চিমাদের কু-শিক্ষায়
নারীর গতি আজ কোন ধারায়?
হাজী-গাযী, মোল্লা-মুন্সি ভাব পরিণাম
দাইয়ূছের তরে জান্নাত হারাম।
তাই বেপর্দায় না চলে
রাখো শরী'আতের সু-পর্দায়
নারীর গতি আজ কোন ধারায়?

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. লেটিন ভাষায়, রবার্ট ক্যাটেনেসিয়া।
২. মাওলানা আমীরুদ্দীন বশুনিয়া, ১৮০৮ সালে।
৩. গ্রীস চন্দ্র সেন, ১৮৮৬ সালে।
৪. ১১৪৬ সালে, লেটিন ভাষায়।
৫. হযরত মূসা (আঃ)-এর।
৬. ২৫ জন নবীর নাম।
৭. জিবরীল, মিকাঈল, হারূত ও মারূত।
৮. ৪ বার (আহমাদ নামটি ১ বার এসেছে)।
৯. ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মারিয়াম (আঃ)-এর।
১০. হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. বগুড়া যেলায়।
২. মহাস্থানগড়ে।
৩. গাযীপুর যেলায়।
৪. কুমিল্লার ময়নামতিতে।
৫. কক্সবাজারের রামু থানায়।
৬. নাটোর যেলায়।
৭. দিনাজপুরে।
৮. রাজশাহীর বাঘা থানায়।
৯. সোনারগাঁয়ে।
১০. সীতাকোট বিহার।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কুরআনে কোন্ কোন্ কাফেরের নাম উল্লেখ আছে?
২. কুরআনে কোন্ কোন্ মূর্তির নাম আছে?
৩. কুরআনে কতটি সম্প্রদায়ের নাম আছে?
৪. কুরআনে কোন্ কোন্ মসজিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে?
৫. কুরআনে কোন্ কোন্ পাহাড়ের নাম আছে?
৬. কুরআনে কোন্ কোন্ কীট-পতঙ্গের নাম আছে?
৭. কোন্ সূরায় 'মীম' এবং কোন্ সূরায় 'বা' বর্ণ নেই?
৮. কোন্ সূরায় 'বিসমিল্লাহ' দু'বার এসেছে?
৯. কোন্ সূরাকে কুরআনের জননী বলা হয়?
১০. কুরআনে হারাকাত ও নুকতা কে কখন সংযোজন করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)

১. সীতাকোট বিহার কোথায় অবস্থিত?
২. কোন আমলে সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল?
৩. বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে স্থাপন করেন কে?
৪. সোনারগাঁ নামকরণ হয়েছে কার নামানুসারে?
৫. সোনারগাঁর পূর্বে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?
৬. পাঁচ বিবির মাযার কোথায় অবস্থিত?
৭. বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প যাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত?
৮. সোনারগাঁয়ের পূর্ব নাম কি?
৯. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
১০. ষাট গম্বুজ মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২৫শে আষ্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর ময়মনসিংহ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। সভা শেষে খলীলুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁদমারী, পাবনা ২৭শে আষ্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাসান আলী। সভা শেষে শাহীনুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পাবনা যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠান শেষে আসাদুযযামানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ১১ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছুরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠান শেষে ইয়াকূব আলীকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুয্যামান।

পশ্চিম ডগরী, গাযীপুর ১৯শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর উপযেলাধীন পশ্চিম ডগরী মাস্টার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' গাযীপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের পতেঙ্গা থানাধীন হোসেন আহমাদ পাড়াস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মানযূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'সোনামণি' হুযায়ফা ইসলাম সোহাগ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবুবকর ছিদ্দীক সালমান।

মির্যাপুর, মতিহার, রাজশাহী ২৮শে নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মতিহার থানাধীন মির্যাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম ও সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাবীবুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সামীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব খায়রুল ইসলাম।

Contents

স্বদেশ

দেশে অর্ধেক দুর্নীতির জন্য রাজনীতিকরা দায়ী

-ওবায়দুল কাদের

দেশে দুর্নীতির জন্য রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সততা ও সাহসিকতার বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বঙ্গবন্ধু। আমরা যারা রাজনীতি করি এখান থেকে অনেক শিক্ষা নিতে পারি। তিনি বলেন, যারা রাজনীতি করি তাদের মধ্যে কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে আমি সৎ? আমি শতভাগ সৎ মানুষ। আমরা রাজনীতিকরা যদি দুর্নীতিমুক্ত থাকি তবে দেশের দুর্নীতি আটোমেটিক্যালী অর্ধেক কমে যাবে। গত ২৫শে নভেম্বর শনিবার রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন মিলনায়তনে দলীয় এক সেমিনারে আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

ঢাকায় রোবট রেস্টুরেন্ট!

রাজধানী ঢাকার আসাদ গেটের কাছে ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে প্রথমবারের মত চালু হয়েছে রোবট রেস্টুরেন্ট। এতে খাবার পরিবেশন করছে চীনের তৈরী দু'টি রোবট। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জানান, প্রায় আট লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রতিটি রোবট একনাগাড়ে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। শিশু-কিশোরদের বিনোদনের বিষয়টি মাথায় রেখে এই বিশেষ উদ্যোগ। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় ওয়েটাররা কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রোবট কখনোই ক্লান্ত হবে না। বরং এরা দৈনিক ৮-১০ জনের কাজ করবে। তার মতে, রোবটের মাধ্যমে খাবার পরিবেশন বাংলাদেশের জন্য মাইলফলক। ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও রোবটের ব্যবহার বাড়বে বলে জানান তিনি।

বর্তমানে রোবট দু'টি ক্রেতাদের কাছ থেকে কোন অর্ডার নিবে না। কেবল রান্নাঘর থেকে তৈরী করা খাবার নির্দিষ্ট টেবিলে পৌঁছে দেবে। হাটাহাটির পথে বাধা পেলে তারা স্বয়ক্রিয়ভাবে থেমে যাবে এবং ইংরেজিতে অনুরোধ করবে পথ ছেড়ে দেবার জন্য। তবে আগামীতে এদের পিছনে থাকা মনিটরের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা বাটন টিপে অর্ডার দিয়ে ওয়াই-ফাইয়ের অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে রান্নাঘরে থাকা শেফের কাছে। ঝটপট তৈরী হবে খাবার। দ্রুত সেই খাবার নিয়ে ঐ রোবটই হাযির হবে নির্দিষ্ট টেবিলে।

<u>সন্তানহারা এক মায়ের আকুতি</u>

আজকে আমি নিঃসন্তান, শুধু জিপিএ ফাইভের জন্য

আমার অভি জিপিএ ফাইভ পায়নি। সেজন্য আর ঘরে ফেরেনি সে। ফিরবেই বা কিভাবে? আমরা পিতা-মাতা বলেই তো ফেলেছিলাম, ফাইভ না পেলে তোর মুখ আর কোনদিন দেখব না। আজকে আমি নিঃসন্তান। শুধু জিপিএ ফাইভের জন্য। আমি তাকে এতটাই চাপ দিয়েছি যে, ভয়ে ছেলে আমার অনেক দূরে চলে গেছে। ক্যামেরার সামনে কাঁদতে থাকা এই মা বলেন, 'মা হিসাবে আমি ব্যর্থ। আমি সন্তানকে কখনো বোঝার চেষ্টা করিনি। সারাক্ষণ শুধু বলেছি, পড় পড় পড়। পড়তে হবে, জিপিএ ফাইভ পেতে হবে, ব্যারিস্টার হ'তে হবে। শুধু জিপিএ ফাইভ পাওয়ার আশায় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সন্তানকে যেন কেউ হারিয়ে না ফেলেন। তার মত যেন আর কোন মাকে কাঁদতে না হয়। তার জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য নিজের কঠিন সময়ের কথাগুলি প্রকাশ করেন নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক এই মা।

তিনি বললেন, আমার একমাত্র সন্তান অভি। ব্যবসায়ী পিতা চাইতেন ছেলে বড় ব্যারিস্টার হবে। সামান্য রেজাল্ট খারাপ করলেই ভীষণ রেগে যেতেন। তাই ছেলের পড়াশুনা কেন্দ্রিক হয়ে যায় আমার জীবন। অষ্টম শ্রেণীতে ভালো ফলাফল করলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। যেভাবেই হৌক এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে। স্বামী বলতেন, ছেলে জিপিএ ফাইভ না পেলে তাঁর মান-সম্মান নষ্ট হবে। চাপাচাপির আধিক্য তাই আরো বেড়ে যায়। অভি খেলতে পসন্দ করত, ছবি আঁকত। আস্তে আস্তে সে কেমন যেন চুপ হয়ে গেল।

মূল পরীক্ষার আগে বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষায় অভির ফল ভালো হচ্ছিল না দেখে তার পিতা আরো রেগে যান। বলে দেন, অভি জিপিএ ফাইভ না পেলে তিনি তার মুখ দেখবেন না।

পরীক্ষার পর থেকে সে চুপচাপ হয়ে যায়। সারাক্ষণ ঘরের কোণায় পড়ে থাকত। এভাবে রেজাল্টের দিন এসে গেল। সকালে ভয়ে কাতর চেহারা নিয়ে অভি বের হয়। দুপুর পার হয়ে গেল, তারপরেও তার কোন খবর নেই। সন্ধ্যায় থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়েরী করি। দু'দিন পর থানা থেকে ফোন আসে। পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, তাদের প্রিয় অভি আর বেঁচে নেই। বাড়ির কাছের একটি রেললাইনের পাশে পড়ে ছিল তার লাশ।

[শিক্ষাক্ষেত্রের হোমড়া-চোমড়াগণ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? (স.স.)]

রোহিঙ্গাদের আবাসনে সোয়া ২ হাযার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আবাসনে ২ হাযার ৩১২ কোটি ১৫ লাখ টাকার প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত ২৮শে নভেম্বর এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এ ব্যাপারে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল জানান, নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য আবাসন গড়া হবে। এ প্রকল্পের নাম 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রায়ণ-৩'। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পর ভূমিহীন মানুষকে ভাসানচরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫ বর্গ কিলোমিটার ও ছয় হাযার একর আয়তনের এ চরটিতে ১ লাখ ৩ হাযার ২০০ মানুষের বসবাসের জন্য ১২০টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হবে। সাথে সাথে নিরাপত্তার জন্য তৈরী করা হবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সড়ক, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপনসহ যাবতীয় অবকাঠামো তৈরি করা হবে। নৌবাহিনী এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। বিদেশী সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ দেশজ অর্থায়নে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে কাজটি শেষ হবে।

[আমরা চাই রোহিঙ্গাদের স্ব স্ব ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার সম্মানজনক ব্যবস্থা (স.স.)]

<u>পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটের সাফল্য</u>

পাট থেকে তৈরী হবে শার্ট-প্যান্ট-জ্যাকেট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট ও তুলা এবং একই রকম আঁশ জাতীয় দ্রব্যের সংমিশ্রণে সাশ্রয়ী মূল্যে সুতা উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নতমানের ডেনিম কাপড় তৈরী করা যাবে। প্রথমে পাট ও তুলার মিশ্রণে সুতা তৈরী করা হবে। সেই সুতা থেকে বানানো হবে ডেনিম কাপড়। উৎপাদিত কাপড় থেকে প্যান্ট, জ্যাকেট ও শার্টের মতো পোশাক বানিয়ে রফতানী করা হবে। পাশাপাশি দেশের বেসরকারী খাতে কাপড় সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর জন্য কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ইউনিট নামে জামালপুর যেলার মাদারগঞ্জে এ কারখানা স্থাপন করবে বিজেএমসি। নতুন এ কারখানা স্থাপনে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৬৯ কোটি টাকা। এসব পণ্য বিশ্ববাজারে রফতানি করে যেমন অতিরিক্ত রফতানি আয় হবে, তেমনি দেশের কারখানাগুলো চালু থাকবে বলে মনে করছে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়।

Contents

বিদেশ

২০ সেকেণ্ড আগে ট্রেন ছাড়ায় দুঃখ প্রকাশ

জাপানের একটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে নির্ধারিত সময়ের মাত্র ২০ সেকেন্ড আগে একটি ট্রেন ছাড়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে সময়ানুবর্তিতা ও সৌজন্যবোধের জন্য জাপানীদের যে খ্যাতি রয়েছে, তাই আবার প্রমাণিত হ'ল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাপানের রাজধানী টোকিওর উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলীর মধ্যে চলাচল করা সুকুবা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নির্ধারিত সময় ছিল ৯টা ৪৪ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। কিন্তু ট্রেনটি ৯টা ৪৪ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে মিনামি নাগারাইয়ামা স্টেশন ছেড়ে যায়। যদিও ২০ সেকেন্ড আগে ট্রেন ছাড়ার ব্যাপারে কোন যাত্রী অভিযোগ করেনি। তবে জাপানের ঐ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে বলেছে, যাত্রীদের এমন অসুবিধায় ফেলায় তারা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তাদের এ ভুলের কারণে যাত্রীদের 'ভীষণ অসুবিধায়' পড়তে হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। জাপান রেলওয়ের দ্রুতগতির বুলেট ট্রেন সেবার জন্য বেশ সুনাম রয়েছে।

[বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখুন (স.স.)]

বিজেপি আসামকে মিয়ানমার বানাতে চায়

-মাওলানা আরশাদ মাদানী

জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেছেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামের ৫০ লাখ মুসলমানকে জাতীয় নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেয়ার চক্রান্ত চলছে। ২০১৪ সাল অবধি আগত কেবল হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। কিন্তু মুসলমানদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হবে। আসামকে আসলে মিয়ানমারে পরিণত করার কৌশল ফেঁদেছে বিজেপি সরকার। কিন্তু ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হ'লে ৫০ লাখ মুসলমানও বসে থাকবে না। আগুন লাগাবে, মারবে, মরবে, রক্ত ঝরবে, খুন হবে অনেকে। গত ১৩ই নভেম্বর ভারতের নতুন দিল্লীতে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। 'অ্যাকশন কমিটি ফর আসাম' নামের একটি সংগঠন এর আয়োজন করে।

সম্মেলনে আরশাদ মাদানী বলেন, আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। যারা ভারতীয় নয় তাদের বাইরে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু যাদের পূর্বপুরুষ ৪শ' বছর ধরে আসামে বসবাস করছেন, তাদের বাংলাদেশী বানিয়ে বাইরে ঠেলে পাঠাবেন, এর অনুমতি দেব না আমরা।

আদালতে পঞ্চায়েত-নথির বৈধতা খারিজের আড়ালেও ষড়যন্ত্র রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৪শ' বছর ধরে আসামে বসবাসকারী মুসলমানদের বাংলাদেশী বানাতেই পঞ্চায়েত-নথি মানা হচ্ছে না। এখন থেকে আর গ্রহণ করব না বললে আমরাও আপত্তি করতাম না। কিন্তু যাদের বাপ-দাদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছেন। এখন তাদের ছেলে-মেয়েদেরই বলা হচ্ছে তারা ভারতীয় নয়। তিনি বলেন, মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকেরা যেভাবে রাষ্ট্রচালিত হিংসার শিকার হচ্ছেন। আসামের মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই নিয়তি অপেক্ষা করছে। আরশাদ মাদানীর ভাষায়, 'এখন বলা হচ্ছে মুসলমানদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত কর। ভোটাধিকার যখন কেড়ে নেয়া হবে, তখন ১০ বছর পর বলা হবে তোমরা ভারতীয় নয়। ফলে মিয়ানমারে যা হয়েছে, তাই করা হবে।

[এরই নাম যদি গণতন্ত্র হয়, তবে ধিক ঐসব তন্ত্রে-মন্ত্রে (স.স.)]

মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহীমের সম্পদের মালিক হ'তে চায় না তার ছেলে

পারিবারিক সমস্যার কারণে হতাশায় ভুগছেন চোরাচালান, খুন, অপহরণ প্রভৃতি অপকর্মের জন্য কুখ্যাত মাফিয়া ডন ধনকুবের দাউদ ইব্রাহীম। তার মৃত্যুর পর এই 'বিশাল সাম্রাজ্য' কে সামলাবে, তা নিয়ে চিন্তিত তিনি। এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। সম্প্রতি চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেফতার হওয়া দাউদ ইব্রাহীমের ছোট ভাই ইকবাল ইব্রাহীম কাসকার জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশকে এসব তথ্য দিয়েছে।

সে জানিয়েছে, দাউদ তার বিশাল সাম্রাজ্যের কি হবে তা নিয়ে দারুণ হতাশায় রয়েছে। একমাত্র ছেলে মঈন নওয়ায ডি কাসকার ব্যতীত বর্তমানে দায়িত্ব নেওয়ার মত কেউ নেই। অথচ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক পুত্র মঈন তো একজন সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত মাওলানা। তিনি কুরআনের হাফেয। এমনকি জাঁকজমকপূর্ণ জীবন থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি। করাচীর অভিজাত ক্লিফটন এলাকার বিলাসবহুল বাংলো ছেড়ে তিনি মসজিদের পাশে কর্তৃপক্ষের বরাদ্দকৃত ছোট্ট একটি বাড়িতে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকেন। আগে পিতার ব্যবসায় কিছুটা সাহায্য করলেও আস্তে আস্তে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী, তার উত্তরসূরী হওয়ার কথা থাকলেও পিতার এই সম্পত্তির প্রতি সামান্য কোন আগ্রহ তার নেই। বরং তিনি মনে করেন, পিতার এই কার্যকলাপ তাদের পুরো পরিবারকে বিশ্বব্যাপী একটি কুখ্যাতি এনে দিয়েছে। এজন্য তাঁদের পৃথিবীর সর্বত্র পালিয়ে বেড়াতে হয়।

[হে লোভী মানুষ! তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর (স.স.)]

মানুষ বেচাকেনার হাট : নিলাম ডেকে মানুষ বিক্রি!

নিলাম পরিচালনাকারী ৮০০ বলার পর থেকে নিলামে অংশ নেওয়া ক্রেতাদের কেউ বলছেন ৯০০, কেউ বলছেন ১০০০, কেউ বলছেন ১২০০। সর্বোচ্চ দামের পরে আর কেউ দাম না বললে সেই দামই চূড়ান্ত করে দিচ্ছেন নিলামকারী। দাম পরিশোধ করে 'পণ্য' বুঝে নিচ্ছেন তার নতুন মালিক। বিস্ময়কর হ'লেও সত্য যে, এটা কোন পুরনো গাড়ি, জমি কিংবা আসবাবপত্র নয়, নিলামে ওঠা এই 'পণ্য' আসলে মানুষ! সর্বোচ্চ ৮০০ ডলারে এভাবেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে একজোড়া আফ্রিকান মানুষ। আধুনিক যুগে এসেও দাসপ্রথার মতো মানুষ বেচাকেনা হচ্ছে লিবিয়ায়। সম্প্রতি এমনই তথ্য উঠে এসেছে সিএনএন-এর এক রিপোর্টে।

মূলত নাইজেরিয়া, সেনেগাল এবং গাম্বিয়ার মতো অতি দরিদ্র দেশের ভাগ্যহারাদের অনেকেই উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে লিবিয়া হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। নৌকায় করে ইটালী যাওয়ার চেষ্টার সময় উত্তর দিকে লিবিয়ার ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে তাদের অনেকেই অপহরণের শিকার হয়। এরপর বন্দীদের পরিবারের কাছে মুক্তিপণ চাওয়া হয়। তাদের পরিবার টাকা দিতে রাযী না হ'লে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়। আটকে রেখে, না খাইয়ে পুষ্টিহীন করে কথা শুনতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর মুক্তি না পাওয়াদেরই এমন বাজারে এনে বিক্রির জন্য নিলামে উঠানো হয়।

[আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তাকে বিক্রি করছে গরু-ছাগলের মত। আধুনিক যুগে এর চাইতে মর্মান্তিক আর কি হ'তে পারে? বিশ্বনেতারা এদের আর্তনাদ শুনতে পান কি? (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

সন্ত্রাসবাদবিরোধী ইসলামী জোটের নেতৃত্ব দেবেন সাবেক পাক সেনাপ্রধান রাহিল শরীফ

সঊদী আরবের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদবিরোধী ইসলামী জোটের নেতৃত্ব দেবেন পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরীফ। সম্প্রতি এ ঘোষণা দিয়েছে সঊদী আরব। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ জানায়, কমান্ডার হিসাবে ইসলামী সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবেন জেনারেল রাহিল। ২০১৩-১৬ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন জেনারেল রাহিল শরীফ। আর ২০১৪ সালের শেষ দিকে সঊদী আরবের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবিরোধী এই সামরিক জোট গঠিত হয়। এই জোটে ৪১টি মুসলিম দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও মিসরসহ বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় আরব দেশ।

পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীতে ছবি তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

সম্প্রতি সঊদী সরকার পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীতে ছবি তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে উভয় হারাম এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন পর্যটক আর ছবি তুলতে পারবেন না। পবিত্র এই দুই মসজিদসহ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার সময় ছবি উঠানোর প্রবণতা রীতিমত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। এবার তার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।

সম্প্রতি মসজিদে নববীতে এক ইসরাঈলী নাগরিক ছবি তুলে তা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করার পর গত ১২ই নভেম্বর দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ নিষেধাজ্ঞা জারী করার সিদ্ধান্ত দেয়। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কা'বাঘর ও মসজিদে নববীর পবিত্রতা রক্ষা এবং এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ এসব এলাকায় ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের কারণে ইবাদত-বন্দেগীরতদের নানাবিধ সমস্যা হয়।

ইসলামে উদারপন্থী বা অনুদারপন্থী বলে কিছু নেই, ইসলাম একটাই : এরদোগান

ইসলামে উদারপন্থী বা অনুদারপন্থী বলে কিছু নেই, ইসলাম একটাই। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান সম্প্রতি একথা বলেন। তিনি বলেন, 'উদারপন্থী' ইসলাম আর 'অনুদারপন্থী' ইসলাম মূল ইসলামকে দুর্বল করার জন্য পশ্চিমাদের সৃষ্টি করা একটি ধারণা। তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেও কারো নাম উল্লেখ করেননি।

ইয়ামনে চলতি বছর দুর্ভিক্ষে মারা গেছে ৪০ হাযার শিশু

ইয়ামনে আরব জোটের অবরোধের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-ব্যাধিতে চলতি বছর মারা গেছে ৪০ হাযার শিশু। বছরের শেষ নাগাদ শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫০ হাযার হ'তে পারে। ব্রিটেনভিত্তিক এনজিও 'সেইভ দ্যা চিলড্রেন ফান্ড' এ তথ্য দিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্রতম ইয়ামনে প্রতিদিন গড়ে ১৩০টি শিশু মারা যাচ্ছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। ২০১৫ সালের ২৬শে মার্চ সঊদী নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক হামলা শুরুর পর দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে নাযুক পরিস্থিতিতে পড়েছে এবং আধুনিক ইতিহাসে ভয়াবহ কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। সেইভ দ্যা চিলড্রেনের ইয়ামন চ্যাপ্টারের পরিচালক সামের কিরোলোস বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর ইয়ামনের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে অবরোধের আওতায় আনা হয়েছে ইয়ামনের বিমানবন্দর, সমুদ্র ও স্থলবন্দরগুলোকে। যার ফলে দ্রুত সাহায্যও পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কেমোথেরাপি নয়, এবার টিকাতেই নিরাময় হবে ক্যান্সার!

ক্যান্সার চিকিৎসার বড় রকমের সাফল্য পেয়েছেন কিউবার বিজ্ঞানীগণ। তাদের দাবী, কষ্টকর কেমোথেরাপি কিংবা রেডিয়েশন পদ্ধতি নয়, একটিমাত্র টিকাতেই মরণব্যাধি ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার করতে সারা বিশ্বে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছে তাঁদের। এবার সেই কাজটিই করে দেখালেন কিউবার কয়েকজন বিজ্ঞানী। ইতিমধ্যেই তাঁদের আবিষ্কৃত ঐ টিকা চার হাযার মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁরা ক্যান্সারকে হার মানিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে বলে দাবী বিজ্ঞানীদের। মূলত ব্রেস্ট ক্যান্সার, ইউটেরাস ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার এই টিকা প্রয়োগে দ্রুত সেরে উঠবে। ক্যান্সারের একেবারে প্রথম ধাপে এই টিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিউবায় আবিষ্কৃত হওয়ায় এই টিকা সে দেশের মানুষদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। কিউবার মেডিক্যাল সার্ভিসেস-এ যেকেউ যোগাযোগ করতে পারবে এর জন্য। এছাড়া প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়াতেও এই টিকা পাওয়া যাচ্ছে।

[আল্লাহ তাঁর বাছাই করা বান্দাদের মাধ্যমে অন্য বান্দাদের কল্যাণ করে থাকেন, অত্র আবিষ্কারটি তার অন্যতম প্রমাণ। টিকাটি দ্রুত আমাদের দেশে আমদানী করা হৌক সরকার ও ব্যবসায়ী মহলের প্রতি আমাদের জোর আবেদন রইল' (স.স.)]

আসছে ওয়াইফাইয়ের বিকল্প লাইফাই

ওয়াইফাইয়ের বিকল্প নিয়ে আসতে কাজ শুরু করেছে চীনের বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে, তারবিহীন যোগাযোগে বিপ্লব ঘটাবে এ প্রযুক্তি। ইতিমধ্যে দেশটি ফুল কালার ইমিসিভ কার্বন ডটস উদ্ভাবন করে এ কাজে অনেক দূর এগিয়েও গেছে। চীনের ওয়াইফাইয়ের বিকল্প প্রযুক্তির নাম হবে 'লাইফাই'। দেশটির সংবাদমাধ্যমগুলোতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ বছরের মধ্যে লাইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। এটা ওয়াইফাইয়ের চেয়ে আরও অনেক দ্রুত গতির হবে। বর্তমান ওয়াইফাই প্রযুক্তিতে তথ্য পরিবাহিত হয় রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে। আর লাইফাই প্রযুক্তিতে তথ্য পরিবাহিত হবে এলইডি বাল্ব থেকে আলোকরশ্মির সাহায্যে। ফলে ওয়াইফাইয়ের চেয়ে লাইফাই অনেক বেশী গতিতে কাজ করবে।

বেশ কিছুদিন ধরে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ আলোকরশ্মির সাহায্যে তথ্য পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তারা বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। অবশেষে কিছুটা সফলতার মুখ দেখলেন চীনের বিজ্ঞানীরা। লাইফাই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত চাংচুন ইনস্টিটিউট অব অপটিকসের সহযোগী গবেষক কাই সংনান বলেন, 'সারা বিশ্বের গবেষকরা এখনও এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরাই প্রথম সহজভাবে এতে সফল হয়েছি'।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ মেহেরপুর

তাওহীদকে মযবুত রাখুন

-আমীরে জামা'আত

মেহেরপুর ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শামসুযযোহা পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলামের ভিত্তিমূল তাওহীদকে মযবুত করতে না পারলে ইসলাম এক সময় হারিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা না জানার কারণেই দেশে শৈথিল্যবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রসার লাভ করছে। এসবের বিশ্বাসগত ভ্রান্তি দূর করতে হবে এবং সকলকে আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসতে হবে।

মেহেরপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক হায়দার আলী প্রমুখ। উল্লেখ্য, সম্মেলনে মেহেরপুর ছাড়াও কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা যেলার কর্মী ও সুধীগণ অংশগ্রহণ করেন।

দেশব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ২০১৭

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন যেলায় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ প্রশিক্ষণ শিবির কেন্দ্রের দেওয়া বিধি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে পরদিন জুম'আর ছালাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সংশ্লিষ্ট মসজিদে তাহাজ্জুদ ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিবরণ নিম্নরূপ।-

(১) নওদাপাড়া, রাজশাহী ২রা ও ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ আছর নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকার।

(২) নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

(৩) ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। উক্ত প্রশিক্ষণে ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(৪) বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ১১ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। উক্ত প্রশিক্ষণে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(৫) পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন।

(৬) গোবরচাকা, খুলনা ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর শহরের গোবর চাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

(৭) শোলক, উযীরপুর, বরিশাল ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর বুধ ও বৃহস্পতিবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ আছর বরিশাল যেলার উযীরপুর উপযেলাধীন শোলক বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম নাছির। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে বরিশাল-পূর্ব ও পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(৮) কালদিয়া, বাগেরহাট ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

(৯) মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আশরাফুল আলম, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হামীদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসাইন প্রমুখ। অত্র প্রশিক্ষণে লালমণিরহাট এবং কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১০) কুলনিয়া, দোগাছি, পাবনা ১৬ ও ১৭ই নভেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ আছর পাবনা যেলার সদর থানাধীন কুলনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। প্রশিক্ষণে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলনে'র দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বিষয়গুলোর উপরে উপস্থিত বক্তৃতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি শীরীন বিশ্বাস, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাওহীদ হাসান, তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন। সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তর দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন আব্দুল কুদ্দূস, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মাসঊদুর রহমান, তৃতীয় স্থান অধিকার করেন হেদায়াতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

(১১) বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ ও ১৮ই নভেম্বর শুক্র ও শনিবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

(১২) ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। প্রশিক্ষণে বগুড়া ও জয়পুরহাট যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১৩) কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ২২শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছফিউল্লাহ খান। প্রশিক্ষণে নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১৪) শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২২শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে চাঁপাই-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১৫) কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদুত তাক্বওয়াতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাজার যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

(১৬) বংশাল, ঢাকা ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজধানীর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

(১৭) গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবূ হানীফ। প্রশিক্ষণে নছীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে গাইবান্ধা-পশ্চিম ও দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১৮) সেনগ্রাম, সিলেট ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম সালাফিয়া দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা হারূণুর রশীদ। প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১৯) রঘুরামপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ ২৫শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ফুলপুর থানাধীন রঘুরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীন।

(২০) দিগপাইত, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ৩০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১২-টায় যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন দিগপাইত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী ও টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদ। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে জামালপুর-উত্তর ও দক্ষিণ এবং টাঙ্গাইল যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

নকলা, শেরপুর ৮ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ এশা যেলার নকলা থানাধীন জালালপুর জোড়াব্রীজ পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা আব্দুল কাদীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

বানেশ্বরদী, নকলা, শেরপুর ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার নকলা থানাধীন বানেশ্বরদী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

চকপাঁঠাকাটা, নকলা, শেরপুর ১০ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার নকলা থানাধীন চকপাঁঠাকাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। উল্লেখ্য, উক্ত সমাবেশে নকলা ছাড়াও নালিতাবাড়ী থানার আহলেহাদীছ ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন বাদ মাগরিব যেলার নকলা থানাধীন ইসলামনগর সাইলামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

তিনআনী বাজার, ঝিনাইগাতী, শেরপুর ১১ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ২-টায় যেলার ঝিনাইগাতী থানাধীন তিনআনী বাজারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইগাতী শাখা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ মুছতফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

চাঁনপুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মুক্তাগাছা উপযেলাধীন চাঁনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খত্বীব মাওলানা ছাদিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ আছর চাঁনপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

অতঃপর বাদ মাগরিব যেলার মুক্তাগাছা উপযেলাধীন বটতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন চাঁনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ছাদিকুল ইসলাম।

গয়েশপুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ২রা ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর গয়েশপুর পাঞ্জেগানা মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ক্বারী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ মাগরিব গয়েশপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী মুহাম্মাদ মোছতফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন চাঁনপুর আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম মাওলানা ছাদিকুল ইসলাম।

ছালোড়া, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ৩রা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার মুক্তাগাছা উপযেলাধীন ছালোড়া হাফেযিয়া মাদরাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন স্থানীয় মুরব্বী মুহাম্মাদ আব্দুল কাইউম ও মুহাম্মাদ মুনীরুল প্রমুখ।

চণ্ডীমণ্ডপ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার মুক্তাগাছা উপযেলাধীন চণ্ডীমণ্ডপ মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মাষ্টার আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মাহীদুল ইসলাম।

মালিপাড়া, বনপাড়া, নাটোর ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১২-টায় যেলার বড়াইগ্রাম উপযেলাধীন মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দেশব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের পতেঙ্গা থানাধীন হোসেন আহমাড়াস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শেখ সাদী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন।

ইসলামী সম্মেলন

হাট দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী ২৬শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট দামনাশ পারদামনাশ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। কিন্তু তিনি অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে ঢাকায় চলে যাওয়ায় সম্মেলনে উপস্থিত হ'তে পারেননি। ফলে তাঁর পক্ষ থেকে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, আল-'আওনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আব্দুল মুহাইমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকার।

আল-'আওন

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে পরিচালিত নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোবিনিয়ারী সার্জারী বিভাগের প্রফেসর ডাঃ মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তালা উপযেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা ডাঃ মুহাম্মাদ আবুল বাশার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ। পরামর্শ শেষে ডাঃ

এস.এম. ইসরাঈলকে সভাপতি ও শেখ আব্দুছ ছামাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট সাতক্ষীরা যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারাণয়গঞ্জ ২২শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চনবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও শূরা সদস্য কাযী হারূনুর রশীদ। পরামর্শ শেষে ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলামকে সভাপতি ও আযীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

বংশাল, ঢাকা ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রাজধানীর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে ওলী হাসানকে সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মাদ ইমরানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা থানাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। পরামর্শ শেষে ডাঃ শাহীনুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট নওগাঁ যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কর্মী মুসাম্মাৎ মমেদা বেগম (৯০) গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার বিকাল সাড়ে ৫-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর (কলকলিয়া) গ্রামের নিজবাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৭ কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল ৯-টায় তার বাড়ীর পার্শ্বস্থ আমবাগানে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন তার বড় ছেলে যহহাক আলী। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই মহিলা আমীরে জামা'আতের কারামুক্তির জন্য সর্বদা কেঁদে কেঁদে দো'আ করতেন। অতঃপর কারামুক্তির দিন বাদ মাগরিব জেল গেইট থেকে বের হবার পরপরই জায়নামাযে বসা অবস্থায় মোবাইলে সরাসরি তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার পর তিনি দু'রাক'আত শুকরিয়ার ছালাত আদায় করেন। কারামুক্তির পর ২০১২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সাংগঠনিক সফরে আমীরে জামা'আত কানসাট গেলে উক্ত মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করে আসেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত প্রচারপত্র

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : আহলে কুরআন কারা? এদের উৎপত্তি কখন থেকে? এরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত কি?

-হাসান, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : যারা কুরআন মুখস্থ করে ও অর্থ অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তারাই মূলতঃ আহলে কুরআন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কতক লোক আহলে কুরআন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আহলে কুরআন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা' *(ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩২)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় মানাভী বলেন, 'অর্থাৎ কুরআনের হাফেযগণ এবং তদনুযায়ী আমলকারী আল্লাহ্র ওলীগণ' *(ফায়যুল কাদীর হা/২৭৬৮, ৩/৬৭)*।

কিন্তু বর্তমান যুগে হাদীছ অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবী করে। অথচ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে হাদীছ তথা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে। যা তারা মানেনা। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বাস্তব চিত্র হ'ল ভ্রান্ত ফেরকা আহলে কুরআন।

রাসূল (ছাঃ) উক্ত দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'জেনে রাখো আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তার সাথে অনুরূপ একটি বস্তু দেয়া হয়েছে। অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন কোন পেটপুরে খাদ্য গ্রহণকারী (প্রাচুর্যবান) ব্যক্তি তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল আর তাতে যা হারাম পাবে তা হারাম মনে কর' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন কিছু (হাদীছ) উত্থাপিত হবে তখন সে বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমরা যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাস্তবে দেখা দেয়। এ সময় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে। ইমাম শাফেঈ এমন একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে তার মুনাযারার কথা উল্লেখ করেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৭/২৮৭-২৯২)*। সেখানে তিনি তার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ এগারো শত বছর হাদীছ অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মিলেনি। বিগত শতাব্দী তথা ত্রয়োদশ হিজরীতে এই ফিৎনার পুনরাবির্ভাব ঘটে মিসর, ইরাক এবং ভারতে *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই)*। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই ভ্রষ্ট আক্বীদার কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, 'তারা কাফের এবং ইসলাম হ'তে খারিজ। তাদের হাশর হবে ইহূদী ও নাছারা বা অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে' *(মিফতাহুল জান্নাহ পৃঃ ৫)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : রাক্বীব ও আতীদ কি দু'জন ফেরেশতার নাম? আধুনিক যুগের একজন আরব লেখক এর দ্বারা মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশ বুঝিয়েছেন। তার এ বক্তব্যের কোন শারঈ ভিত্তি রয়েছে?

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনে বর্ণিত 'রাক্বীবুন 'আতীদ' *'সদা প্রস্তুত প্রহরী' (ক্বাফ ১৭-১৮)* কোন ফেরেশতার নাম নয়, বরং এর দ্বারা দু'জন বা একদল সম্মানিত লেখক ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা প্রত্যেক মানুষের সাথে থাকেন। যাঁরা মানুষের ভাল-মন্দ আমল লিখেন। তাদের হেফাযতের দায়িত্বে থাকেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল লিপিবদ্ধ করে'; 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*। তিনি আরো বলেন, 'অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে'; 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ'; 'তারা জানেন তোমরা যা কর' *(ইনফিতার ৮২/১০-১২)*।

আবু মিজলায বলেন, মুরাদ এলাকা থেকে জনৈক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর কাছে এল। তিনি বললেন, হে আলী! আপনি আপনার জন্য পাহারা নিযুক্ত করুন। কেননা মুরাদ এলাকার কিছু লোক আপনাকে হত্যা করতে চায়। জবাবে আলী (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে দু'জন করে ফেরেশতা থাকে। যারা তাকে হেফাযত করে সেসব বিষয় থেকে যা তাক্বদীরে নেই। কিন্তু যখন তাক্বদীর উপস্থিত হয়, তখন তারা উভয়ে তার থেকে সরে যায়' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা রা'দ ১১ আয়াত ৪/৪৩৯ পৃ.)*। কা'ব আল-আহবার বলেন, যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ না করতেন, যারা তোমাদের খাদ্য, পানীয় ও লজ্জাস্থান সবকিছু হেফাযত করে, তাহ'লে শয়তান জিনেরা তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যেত' *(ঐ)*। সুতরাং প্রতিটি মানুষের কাঁধে লেখক ফেরেশতাগণ থাকেন- এটা কুরআন ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আক্বীদা। সুতরাং যে যুক্তিবাদী লেখক 'রাকীবুন আতীদ' দ্বারা মানব মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশ বুঝাতে চেয়েছেন, তার কথার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এগুলি স্রেফ কষ্ট কল্পনা মাত্র। অতএব এসব বক্তব্য থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও এর সুফল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছ থেকে জানতে চাই।

-মামূনুর রশীদ, কক্সবাজার।

উত্তর : ক্রোধ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য ষড়রিপুর অন্যতম। যা নিয়ন্ত্রণে রাখা অতীব যরূরী। মুত্তাক্বীদের পরিচয় বর্ণনায়

Contents

আল্লাহ বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। অন্যত্র তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, 'যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে' *(শূরা ৪২/৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হূরদের মধ্য হ'তে তার পসন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নিতে বলবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৭৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; মিশকাত হা/৫০৮৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে কিছু শিক্ষাদানের আহ্বান জানালে তিনি বললেন, তুমি ক্রোধ প্রকাশ করো না, উত্তেজিত হয়ো না। লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে প্রতিবারই তিনি বললেন, ক্রোধ প্রকাশ করো না, উত্তেজিত হয়ো না' *(বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪)*। আরেক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ প্রকাশ করবে না, তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৯)*। তিনি আরেক হাদীছে বলেন, 'কোন বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক আর নেই' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯; আহমাদ হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১১৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূলকে বলেন, কিসে আমাকে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, তুমি ক্রোধ প্রকাশ করবে না *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৭)*। এছাড়াও ক্রোধকে সকল অনিষ্টের মূল বলা হয়েছে *(আহমাদ হা/২৩২১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৬)*। অত্র হাদীছগুলোর উপর আমল করলে সমাজে পরস্পরে ক্রোধ, হিংসা, মতভেদ ও ভাঙ্গন কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : শহীদগণ কি কবরে তিনটি প্রশ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন?

-মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, রাজশাহী।

উত্তর : শহীদগণ কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না এবং কবরের যাবতীয় ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবেন। জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শহীদ ব্যতীত সকল মুমিনই কবরের ফিৎনায় পতিত হবে। এর কারণ কি? তিনি বললেন, তার মাথার উপর তরবারীর ঝলকই তাকে কবরের ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখবে *(নাসাঈ হা/২০৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৯৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৮০)*।

তিনি আরও বলেন, শহীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ৬টি পুরস্কার বা সুযোগ রয়েছে। (ক) শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়তেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালেই তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয় (খ) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয় (গ) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদ রাখা হয় (ঘ) সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে। যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু হতে উত্তম (ঙ) তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে এবং (চ) ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে' *(তিরমিযী হা/১৬৬৩; মিশকাত হা/৩৮৩৪; ছহীহাহ হা/৩২১৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র রাস্তায় সীমান্ত পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সৈনিকগণ কবরের ফিৎনা হ'তে নিরাপদ থাকবেন *(মুসলিম হা/১৯১৩; মিশকাত হা/৩৭৯৩)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : প্রবাসে আমরা অনেক বাংলাদেশী ভাই একত্রে থাকি। এখানে বিদেশীদের সালাফী সংগঠন আছে। এক্ষণে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা পৃথক জামা'আত গঠন করতে পারি কি?

-ইবরাহীম, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সে দেশেরই কোন হকপন্থী সালাফী সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া যায়। সেটি সম্ভব না হ'লে স্বদেশে অবস্থিত অনুরূপ কোন সংগঠনের শাখা গঠন করে কাজ করা যেতে পারে। সেটিও সম্ভব না হ'লে বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে পৃথক সালাফী জামা'আত গঠন করবে। মোটকথা সর্বাবস্থায় জামা'আতবদ্ধ জীবন পরিচালনাই ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। তা যত বৃহত্তর হয় ততই মঙ্গল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সাথে থাকে এবং সে দু'জন থেকে দূরে থাকে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ থাকাকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : চুরি, মদ্যপান, জুয়া খেলা ও মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তওবা করতে চাইলে তিনি তাকে কেবল মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেন। লোকটি তা মেনে নিয়ে বাকী তিনটি কাজ করতে চায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গিয়ে পর্যায়ক্রমে সে বাকী কাজগুলি থেকে তওবা করতে বাধ্য হয়। এ কাহিনীটির কোন সত্যতা আছে কি?

-মোবারক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : এটি হাদীছ হিসাবে বহুল প্রচলিত, কিন্তু হাদীছ নয়। বরং একটি উপদেশমূলক কাহিনী। উক্ত কাহিনী বিভিন্ন গল্প ও সাহিত্যের বইপত্রে পাওয়া যায় *(জাহিয, আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ ১/৬০; যামাখশারী, রবী'উল আবরার ৪/৩৪০; আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়া ৩/৪৯; মুবাররাদ, আল-কামিল ফিল আদাব ২/১৫৬)*। অতএব একে হাদীছ হিসাবে প্রচার করা যাবে না।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী জনৈক হিন্দু ভাই ইসলাম গ্রহণ করতে চান। কিন্তু তা করতে হ'লে একদিকে তার পিতা-মাতার নির্দেশ অমান্য করতে হবে। অন্যদিকে পরিবারকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষণে তার জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল লতীফ, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণই সর্বপ্রথম করণীয়। পিতা-মাতা যদি শিরকের আদেশ দেন তবে তা মানার সুযোগ নেই, যদিও

Contents

তাদের সাথে স্বাভাবিক সদাচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)*। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে যদি পরিবারকে চিরদিনের জন্য ত্যাগও করতে হয়, তবে প্রয়োজনে তা-ই করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*। আর ইসলাম কবুল করা ব্যতীত পরকালে মুক্তির কোন উপায় নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : রাতে একাকী ঘুমানোর সময় হাফপ্যান্ট তথা হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় পরিধান করায় কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুস সাত্তার, কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তর : একাকী বা নির্জনে এমন পোষাক তাক্বওয়া এবং শালীনতার পরিপন্থী বিধায় পরিধান করা উচিৎ নয়। বাহয ইবনু হাকীম থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করব? তিনি বলেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখ। ..বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন, লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হকদার' *(আবুদাউদ হা/৪০১৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯২০; তিরমিযী হা/২৭৬৯)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : আমি একটি হজ্জ এজেন্সীতে চাকুরী করি। এরা ব্যাংকে ঋণ নিয়ে হজ্জ ব্যবসা করে। অন্যদিকে হাজীদের সাথে চুক্তি ঠিক রাখে না। এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-মাহবূব, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতসম্মত কাজের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত যেকোন কোম্পানীতে চাকুরী করা যাবে। যদিও তার মজুরী সূদযুক্ত অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। আর এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদ গ্রহীতা কোম্পানীর মালিক *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯)*। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু প্রতারণার সাথে জড়িয়ে পড়েছে, সেজন্য জেনেশুনে তাদের অন্যায় কাজে সহায়তা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। অতএব যদি তাদেরকে সংশোধন করা সম্ভব না হয়, তবে চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : জনৈক ব্যক্তি বলেন ছহীহ বুখারীতে হাদীছ আছে যে, মাথায় উকুন হ'লে ৩ দিন ছিয়াম বা ৬ জন মিসকীনকে অর্ধ ছা' করে খাওয়ালে মাথার উকুন থাকবে না। একথা কি সত্য?

-তা'লীমুল হক, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ কোন নির্দেশনা ছহীহ বুখারী বা অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে নেই। তথ্যদাতা সম্ভবতঃ হজ্জের বিধান সংশ্লিষ্ট ছহীহ বুখারীর একটি হাদীছ দেখে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। হাদীছটি হ'ল- আব্দুল্লাহ ইবনু মা'ক্বিল (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ)-এর পাশে বসে তাঁকে ফিদইয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ আয়াত *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)* বিশেষভাবে আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই। (হুদায়বিয়ার দিন মুহরিম অবস্থায়) রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে এলেন এবং আমাকে বললেন, তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডন কর এবং (ফিদইয়া স্বরূপ) ৩ দিন ছিয়াম রাখ অথবা ৬ জন মিসকীনকে অর্ধ ছা' করে খাদ্য দান কর' *(বুখারী হা/৪১৯০ 'মাগাযী' অধ্যায় ' হোদায়বিয়ার সন্ধি' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১২০১)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : জনৈক ব্যক্তি গরুর সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এক্ষণে তার শাস্তিবিধান কি হবে?

-বাশার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির উপর বিচারক পরিস্থিতি অনুপাতে শাস্তি প্রদান করবেন। তবে তার উপর 'হদ' নেই। আর পশুটিকে হত্যা করতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৪/২৪৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৯/৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়, সে অভিশপ্ত *(আহমাদ হা/১৮৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যে মানুষকে পশুর সাথে কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা কর। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হ'ল, পশুটির অপরাধ কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কিছু শুনিনি। তবে আমার ধারণামতে যে পশুটির সাথে এরূপ করা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) তার গোশত খাওয়া বা এটাকে কোন কাজে ব্যবহার করাকে লোকদের জন্য পসন্দ করেননি *(আবুদাউদ হা/৪৪৬৪; তিরমিযী হা/১৪৫৫; আহমাদ হা/২৪২০; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। হাদীছটিকে ইমাম আবুদাউদ সহ অনেক বিদ্বান যঈফ বলেছেন। সেকারণ এর ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তির উপর 'হদ' আরোপ করা যায় না *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৪/২৪৬; আরনাঊত্ব, আহমাদ হা/২৪২০-এর আলোচনা; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৯/৬২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) অপর এক বর্ণনায় বলেন, যে ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্ম করল, তার উপর কোন 'হদ' নেই *(তিরমিযী হা/১৪৫৫; মিশকাত হা/৩৫৮৬)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীছটি প্রথম হাদীছের তুলনায় অধিকতর ছহীহ এবং এর উপরেই বিদ্বানগণের আমল রয়েছে *(তিরমিযী হা/১৪৫৫)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : কোন মাদরাসা বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে চাঁদা আদায় করে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়েয হবে কি?

-মুজীবুর রহমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিযুক্ত হওয়া যাবে। কারণ কমিশনটি হ'ল পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত। তবে এক্ষেত্রে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে এবং কোন ধরনের ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমরা যাকে মজুরীর বিনিময়ে কোন কাজে নিযুক্ত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে সেটি হবে আত্মসাৎ' *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : বিদেশে গিয়ে তালাক প্রদানের নিয়তে সাময়িক বিবাহ বৈধ হবে কি? শী'আ সম্প্রদায় এরূপ বিবাহ করে বলে জানি। এটা সঠিক কি?

-মুহাম্মাদ আযীম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহ করা হয় স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়তে। তালাকের নিয়তে বিবাহ করা হারাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাময়িক বিবাহ জায়েয ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে হারাম করা হয় *(মুসলিম হা/১৪০৬ (২১)*। কিন্তু শী'আ রাফেযীরা এখনও এই বিবাহকে জায়েয মনে করেন, অথচ তাদেরই অন্যতম ইমাম জা'ফর ছাদেক (৮০-১৪৮ হি.) এটিকে 'যেনা' বলে অভিহিত করেছেন *(বায়হাক্বী হা/১৩৯৬০, ৭/২০৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : বীর্য যদি অপবিত্র না হয়, তাহ'লে আমরা ফরয গোসল করি কেন? কেবল ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হ'ত। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-মীযান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতের কোন বিধানের কারণ তালাশ করা অন্যায়। বরং নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার মধ্যেই বান্দার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এক্ষণে ফরয গোসলের তাৎপর্য এটাই হ'তে পারে যে, বীর্য পুরো দেহ শোষণ করে বের হয় এবং তাতে শরীর ও মন উভয়টিই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে ঘাম বের হওয়ার কারণে দেহে নিস্তেজভাব সৃষ্টি হয়। আর এগুলোর উত্তম সমাধান হ'ল গোসল। কারণ গোসল দেহ-মন ও আত্মাকে সতেজ করে। প্রতিটি শিরা-উপশিরাকে শক্তিশালী করে। চিকিৎসকগণ বলেন, মিলনোত্তর গোসল শরীরে শক্তি ফিরিয়ে দেয়। যা বের হয় তার পুনরাগমন ঘটে এবং এটি দেহ ও মন দু'টির জন্যই উপকারী। অপরদিকে গোসল পরিহার করা ক্ষতিকর। ফরয গোসল কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান ও ফিৎরাতের সাক্ষ্যই যথেষ্ট' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/৪৫)*।

উল্লেখ্য যে, বীর্য অপবিত্র নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড়ে তা লেগে শুঁকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) নখ দিয়ে খুঁটে ফেলতেন। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/২৮৮; মিশকাত হা/৪৯৫)*। এছাড়া অধিকাংশ ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীন বীর্যকে পবিত্র বলেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৬০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৩৮০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৫০ বছর বা ১০০ বছর পূর্তি ঘটা করে পালন করা হয়। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-হাবীবুর রহমান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামে কোন দিবস পালন নেই। প্রচলিত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান বিজাতীয় অনুকরণ মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এমন কোন দিবস পালনের নযীর নেই। সুতরাং মুসলমানদের এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/২৬১)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী (মুসলিম হা/১৮২১) অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর ১২ জন খলীফার সময়কাল পর্যন্ত ইসলাম দৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে। এক্ষণে উক্ত ১২ জন খলীফা কে কে? ৪ খলীফার ইসলামী খেলাফত টিকে ছিল কি?

-শাব্বীর আহসান, সিলেট।

উত্তর : উক্ত হাদীছে বর্ণিত ১২ জন খলীফা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বুঝানো হয়েছে, যাদের অনেকে পূর্বে গত হয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে অবশিষ্টদের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে *(শারহুন নববী 'আলা মুসলিম ১২/২০২)*। মুহাদ্দিছ কুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.) বলেন, এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে। তবে আমার নিকট সর্বোত্তম হ'ল এই যে, তারা হ'লেন ন্যায়পরায়ণ খলীফাগণ। যাদের মধ্যে চার খলীফা এবং ওমর বিন আব্দুল আযীয রয়েছেন। তাছাড়া ইনছাফ ও সত্য প্রকাশে ব্রতী খলীফাগণ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। যতদিন না এই সংখ্যা পূর্ণ হয়' *(আল-মুফহিম শরহ মুসলিম ৮/৪)*। ইবনু কাছীর বলেন, অত্র হাদীছে ১২জন ন্যায়পরায়ণ খলীফার সুসংবাদ রয়েছে। যারা তাদের মাঝে ইনছাফ ও সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এদের ধারাবাহিক হওয়া আবশ্যক নয়। অবশ্য চারজন ধারাবাহিক ছিলেন চার খলীফা। নিঃসন্দেহে ওমর বিন আব্দুল আযীয ছিলেন তাদের অন্যতম। এছাড়া কয়েকজন আব্বাসীয় খলীফা। বাকীদের খেলাফত না আসা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না। ভবিষ্যতের জন্য সুসংবাদপ্রাপ্ত ইমাম মাহদীও তাদের অন্যতম। কারণ তিনিও হবেন ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধর। এর দ্বারা রাফেযী শী'আদের কথিত ১২ ইমাম অর্থ নেওয়াটা চরম অজ্ঞতা ও বোকামীর পরিচয়। যার কোনই শারঈ ভিত্তি নেই *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ১৪ আয়াত; ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৮/১৭৩-১৭৪)*। আর চার খলীফার খেলাফত পূর্ণ ত্রিশ বছর টিকে ছিল যার ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (ছাঃ) করেছিলেন *(তিরমিযী হা/২২২৬; আহমাদ হা/২১৯৬৯; মিশকাত হা/৫৩৯৫; ছহীহাহ হা/৪৫৯)*।

উক্ত ৩০ বছর হ'ল যথাক্রমে : (১) হযরত আবুবকর (১১-১৩ হি.) = ২বছর (২) হযরত ওমর (১৩-২৩ হি.) = ১০ বছর (৩) হযরত ওছমান (২৩-৩৫ হি.) = ১২ বছর (৪) হযরত আলী (৪ বছর ৯ মাস ও হযরত হাসান বিন আলী ৩ মাস- রামাযান হ'তে রবীউল আউয়াল ৪১ হি.; ৩৫-৪১ হি.)= ৬ বছর। সর্বমোট ৩০ বছর *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস (প্রকাশকাল : রাজশাহী ১৯৯৬ খৃ.) ১২৬ পৃ. টীকা-১২৫)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : ছালাত আদায়ের পর পোষাকে নাপাকী লেগে থাকার বিষয়টি বুঝতে পারলে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

Contents

-রশীদা আখতার, মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তর : ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার বিষয়টি জানতে পারলে জুতা ছুঁড়ে ফেলেন। কিন্তু ছালাত পুনরায় আদায় করেননি *(আবুদাউদ হা/৬৫০; মিশকাত হা/৭৬৬)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : আমার বড় ভাই পিতার সম্পদ ক্রয়ে এবং আমাদের গৃহ নির্মাণে অনেক আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। যদিও সবকিছু পিতার নামেই রেজিস্ট্রি হয়েছে। এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কমবেশী করা যাবে কি?

-সেলিম রেযা, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : এক্ষেত্রে ভাই-বোন সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কিছু বেশী দিলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে সম্মতি না দিলে কোন কম-বেশী করার সুযোগ নেই। কেননা প্রত্যেকের প্রাপ্য হক পবিত্র কুরআনে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : জনৈক ব্যক্তি দু'জন স্ত্রী রেখে মারা গেছেন। একজন নিঃসন্তান, অপরজনের ৩ ছেলে। এক্ষণে সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-আতীকুল ইসলাম, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : যদি মৃতের পিতা-মাতা বা উর্ধ্বতন কোন ওয়ারেছ না থাকে, তাহ'লে দুই স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ এবং বাকী সমুদয় সম্পত্তি ছেলেরা পাবে। আল্লাহ বলেন, আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীরা সিকি পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি থাকে, তবে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের অছিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১২)*। আর যদি মৃতের পিতা-মাতা থাকে তাহ'লে তারা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ করে পাবে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : অমুসলিম বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে শূকরের গোশত খাওয়ানো যাবে কি?

-ফরহাদ আলম, আলবার্টা, কানাডা।

উত্তর : শূকরের গোশত নিজেও খাওয়া যাবে না, অপরকেও খাওয়ানো যাবে না। কারণ এটিকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)* এবং রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন এর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন *(বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/১৫৮১; মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : কারু পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ বা ওমরাহ করায় কোন বাধা আছে কি? এছাড়া তাওয়াফকালীন সময়ে তালবিয়া পাঠ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : কোন বাধা নেই। যাদের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরাহ করা শরী'আত সম্মত তারা হ'লেন, মৃত ব্যক্তি, অতি বৃদ্ধ, চির রোগী, এমন মহিলা যার সাথে মাহরাম নেই প্রমুখ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১১-১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। আবু রাযীন আল-উকায়লী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ, ওমরাহ, এমনকি সফর করতেও সক্ষম নন। তিনি বললেন, 'তোমার পিতার পক্ষে তুমি হজ্জ ও ওমরা আদায় কর' *(আবুদাউদ হা/১৮১০; তিরমিযী হা/৯৩০; মিশকাত হা/২৫২৯, সনদ ছহীহ)*। তবে যাকে পাঠানো হবে তাকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ সম্পাদন করতে হবে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৮, হাদীছ ছহীহ)*। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়। বরং তাকে নিজেই হজ্জ করতে হবে *(আল-মুগনী ৩/২২৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১৪০)*। আর তাওয়াফ ও সাঈ চলাকালীন সময়ে তালবিয়া পাঠ করা উচিৎ নয়। কেননা এসময়ে পাঠ করার জন্য বিভিন্ন দো'আ রয়েছে *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/৯১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ওমরার সময় হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতেন *(তিরমিযী হা/৯১৯; ইরওয়া হা/১০৯৯)*। 'স্পর্শ করা' অর্থ হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাওয়াফ শুরুকালীন সময়ে।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : একটি ইসলামী পত্রিকার প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে, মুহাররম মাসের ৯-১১ মোট তিনদিন ছিয়াম পালন করা উত্তম ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি। একথা সত্য কি?

-সাইফুল ইসলাম, পূর্ব রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তর : একথা ঠিক নয়। বরং মুহাররম মাসের নবম ও দশম এ দু'দিন ছিয়াম পালন করাই সর্বোত্তম। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইহূদীদের খেলাফ করার জন্য দশম দিনের সাথে নবম দিন যোগ করে মোট দু'দিন ছিয়াম পালনের আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন *(মুসলিম হা/১১৩৪; মিশকাত হা/২০৪১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা ইহূদীদের বিরোধিতা কর এবং নবম ও দশম দিনে ছিয়াম পালন কর *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৮৩৯, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর' *(আলবানী, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ, মওকূফ ছহীহ)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত ৩ দিন ছিয়ামের বিষয়টি সম্ভবতঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর অন্য একটি যঈফ বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে আশূরার দিন এবং তার একদিন আগে ও পরে মোট তিনদিন ছিয়াম রাখার নির্দেশনা এসেছে *(যঈফুল জামে' হা/৩৫০৬)*। অতএব মুহাররম মাসের নবম ও দশম দিনে ছিয়াম পালন করাই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : নারীদের ভ্রূ অধিক ঘন হয়ে গেলে কিছুটা ছেটে ফেলায় কোন বাধা আছে কি?

-শামীমা বেগম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ভ্রূ অধিক ঘন হয়ে দৃষ্টির উপর পতিত হ'লে যে পরিমাণে সমস্যা সৃষ্টি করে ঐ পরিমাণটুকু কেটে ফেলা যায় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/১৩৩, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৬২)*। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলা বা কেটে ফেলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ নারীদের উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাউদ হা/৪১৭০; মিশকাত হা/৪৪৬৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : জনৈক ব্যক্তি মোটা অংকের সূদের ঋণ রেখে মারা গেছেন। কিন্তু তার রেখে যাওয়া তেমন কোন সম্পদ নেই। এক্ষণে তার পরিবারের জন্য উক্ত ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাকলাহাট, নওগাঁ।

Contents

উত্তর : এক্ষেত্রে মৃতের সকল সম্পদ বিক্রি করে হলেও পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫)*। যদি তার কিছুই না থাকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যদি সক্ষম না হয়, তবে সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯১৩, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১, 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ-৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/৩৩)*। তবে সূদ না দিয়ে কেবল মূল অংশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)*। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা। যা পরিশোধ করতে না পারলে ইহকালে পরিবারের জন্য এবং পরকালে নিজের জন্য কঠিন বোঝা হয়ে দেখা দিবে।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : কারেন্ট শক খেয়ে কোন প্রাণী মারা গেলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

-সিরাজুল হক, বাঁশকাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : কোন প্রাণীকে যদি কারেন্টে শক করে আর জীবিত অবস্থায় তাকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পড়ে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করে। কিন্তু তোমরা যাকে যবেহ করেছ তা খেতে পার' *(মায়েদা ৫/৪)*। অতএব মারা যাওয়ার পূর্বে যবেহ করা সম্ভব হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : মসজিদের ইমাম ছাহেব স্পষ্ট শিরকী কর্মে লিপ্ত থাকায় আমরা ৭-৮ জন ভাই একটি দোকানের ভিতর জুম'আ আদায় করি। এভাবে জুম'আ আদায় করা যাবে কি? জুম'আর জন্য মসজিদ শর্ত কি?

-ছালাহুদ্দীন, রূপসা, খুলনা।

উত্তর : ইমাম স্পষ্ট শিরকে জড়িত থাকলে কিংবা মসজিদ শিরক-বিদ'আত যুক্ত হ'লে অন্য মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করবে। অধিক জ্ঞান অর্জন বা বড় জামা'আতে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্য মসজিদে যেতে কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৪১-২৪২)*। কিন্তু আশেপাশে জামে মসজিদ থাকা অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দোকানে বা কোন স্থানে জুম'আর ছালাত আদায় করা জায়েয নয় *(ইবনু বায, ফৎওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৩/১৮৭)*। কেননা তা জুম'আর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদ শর্ত নয়। যেমনটি ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছারে এসেছে, তিনি বাহরাইনবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা জুম'আর ছালাত আদায় কর, যেখানেই থাক না কেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৫০৬৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৫৯৯-এর আলোচনা, আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ১/৩৫১)*। তবে তার জন্য যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে। তাছাড়া এভাবে পৃথক জুম'আর ছালাত আদায়ে সমাজে নতুন ফিৎনা সৃষ্টি হবে, যা মোটেও কাম্য নয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে যায় না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা *(ইবনু মাজাহ হা/৬৫২; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪২৬)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : জুম'আর খুৎবায় সূরা আহযাবের ৫৬ আয়াত পাঠের ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-ওয়ালীউল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জুম'আর দিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর' *(আবুদাঊদ হা/১০৪৭; মিশকাত হা/১৩৬১)*। উক্ত আয়াত ও হাদীছের আলোকে জুম'আর খুৎবায় এটি পাঠ করা হয়ে থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, যখন ইমাম খুৎবায় সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত পাঠ করেন, তখন মুছল্লীদের উচিৎ তার সাথে সাথে এটি পাঠ করা। ইমাম মালেক, ছাওরী, লায়েছ বিন সা'দ, শাফেঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ অনুরূপ বলেছেন' *(ত্বাহাভী, মুখতাছার ইখতিলাফুল ওলামা ১/৩৩৩)*। ইমাম নববী বলেন, যখন খত্বীব সূরা আহযাবের ৫৬ আয়াত পাঠ করবেন, তখন শ্রোতাদের জন্য সরবে দরূদ পাঠ করা জায়েয *(আল-মাজমূ' ৪/৫৯২)*। এতে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোন হাদীছ না পাওয়া গেলেও তাবেঈদের যুগ থেকেই এটি চালু আছে।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : গোঁফ রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? তা সম্পূর্ণরূপে চেঁছে ফেলা যাবে কি?

-মাহবূবুর রহমান, যোগীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান হ'ল গোফ ছাঁটা। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দশটি বিষয় হ'ল স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে গোঁফ ছাঁটা অন্যতম' *(মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। আর চল্লিশ দিনের অধিক গোঁফ না ছেঁটে রাখা যাবে না *(মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪৪২২)*। এসব কাজ নবী-রাসূলগণ করতেন বলে এগুলিকে নবীদের সুন্নাতের (سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ) অন্তর্ভুক্ত বলা হয় *(মিরক্বাত)*। গোঁফ এমনভাবে ছাঁটতে হবে যেন ঠোঁট পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। আর গোঁফ সম্পূর্ণ চেছে ফেলার ব্যাপারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, এটি ঠিক নয়। কেননা হাদীছে যে সকল শব্দ (أَحْفُوْا، أَنْهِكُوْا، جُزُّوْا) ব্যবহৃত হয়েছে তা গোঁফ মুণ্ডানো নয়, বরং ছাঁটার অর্থ বহন করে *(নববী, আল-মাজমূ' ১/২৮৭; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২০৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৪, ১২৮)*। এমনকি গোঁফ চেঁছে ফেলাকে ইমাম মালেক বিদ'আত বলেছেন, যেটি লোকদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে। এরূপ আমলকারী ব্যক্তিকে প্রহার করা উচিত

বলে তিনি মন্তব্য করেছেন *(বায়হাক্বী ১/১৫১ পৃ., হা/৬৮২)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : বিবাহের কিছুদিন পর স্বামী কোন কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। এরূপ করা জায়েয কি? তালাক দিলে স্ত্রীর প্রাপ্য কি কি? এরূপ হ'লে স্ত্রীর পরবর্তী বিবাহ অনিশ্চিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে কি?

-আলতাফ হোসেন, নাটোর।

উত্তর : কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং তাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করা নিঃসন্দেহে অন্যায়। তবে তা নাজায়েয নয় *(ছহীহাহ হা/২০০৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিলে মোহরানার টাকা পূর্বে না দিয়ে থাকলে স্ত্রী কেবল সেটিই পাবে *(তিরমিযী হা/১১০২; ইরওয়া ১৮৪০)*। কিন্তু খোরপোষ পাবে না *(মুসলিম হা/১৪৮০)*। শরী'আতের দৃষ্টিতে যেহেতু তালাক দেওয়া নাজায়েয নয়, সেহেতু স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : মাযারে জমাকৃত অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-নূরে আলম ছিদ্দীকী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত মসজিদের সাথে মাযার না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ কা'বাগৃহ মুশরিকদের অর্থায়নে পুনর্নির্মিত হ'লেও রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ ছালাত আদায় করেছেন *(ইবনু হিশাম ১/১৯৭; আহমাদ হা/১৫৫৪৩; হাকেম হা/১৬৮৩; সনদ ছহীহ)*। তবে মসজিদটি যদি মাযার কেন্দ্রিক হয়, তবে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এসব মসজিদ শিরকের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এবং এর উদ্দেশ্যই থাকে শিরকের প্রতি মুছল্লীদের প্রলুব্ধ করা ও তাদেরকে মাযারমুখী করা।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : আমাদের এখানে মাযহাবী মসজিদে জুম'আর খুৎবায় নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাহাবীর জন্য দো'আ করা হয়। এটি কি সঠিক? এছাড়া এ নিয়ম কবে থেকে শুরু হয়েছে?

-আব্দুল বাসেত, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : এতে দোষের কিছু নেই। আবু মূসা আশ'আরী সর্বপ্রথম বছরার জামে' মসজিদে ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসা করে খুৎবা প্রদান করলে যাব্বাহ বিন মিহছান প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি কেবল ওমরের জন্য দো'আ করলেন অথচ তাঁর সাথীর জন্য করলেন না। এক সময় ওমর (রাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে আবু মূসাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর একটি রাত (ছওর গুহায় রাসূল ছাঃ-এর সাথে কাটানো রাত) ও একটি দিন (রাসূল ছাঃ-এর মৃত্যুর পর যে দিন তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন) ওমর এবং তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম... *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৫৬, মুসনাদুল ফারূক হা/৯৭০, ইবনে কাছীর বলেন, এই সনদে দুর্বলতা থাকলেও এর সপক্ষে শাওয়াহেদ রয়েছে)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কথিত আছে যে, উমাইয়াদের কেউ কেউ যখন আলী (রাঃ)-কে গালি দিতে শুরু করে, তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) এই মন্দ প্রচলনের বিপরীতে সর্বপ্রথম খুৎবায় চার খলীফার প্রশংসা এবং তাদের ফযীলত বর্ণনা করা শুরু করেন। এছাড়া খারেজীরা ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে কাফের আখ্যা দেয় এবং রাফেযী শী'আরা প্রথম তিন খলীফাকেই কাফের মনে করে। তাই খুৎবার মধ্যে চার খলীফার প্রশংসা এবং তাদের ফযীলত বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদেরও প্রতিবাদ হয়ে যায় *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৫৬-১৬৪)*।

এটি ছাহাবীদের যুগের আমল। খুৎবার মধ্যে তাদেরকে উল্লেখ করার মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীদের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। তাঁদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা হয়েছিল প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই। তারই ধারাবাহিকতায় বহু মসজিদে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তৎকালীন সময়ে এর মাধ্যমে এ বার্তা দেয়া হ'ত যে, তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা বা আক্বীদা পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। তারা উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। অতএব খুৎবার মধ্যে তাদের নাম উল্লেখ করাটা বিদ'আতও নয়, ওয়াজিবও নয় *(ছালেহ ফাওযান আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৬৫/২৫)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : বুখারী ৪০২৪ নং হাদীছে উল্লেখ রয়েছে ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের পর আর কোন বদরী ছাহাবী জীবিত ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসে প্রমাণিত যে আলী (রাঃ) চতুর্থ খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এর সমাধান কি?

-মাসঊদ রানা, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এখানে প্রশ্নকারীর বুঝতে ভুল হয়েছে। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (১৫-৯৪ হি.)। এখানে তিনি বলেন যে, প্রথম ফিৎনা অর্থাৎ ৩৫ হিজরীতে ওছমান হত্যাকাণ্ডের পর বদরী ছাহাবীদের আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিৎনা অর্থাৎ ৬৩ হিজরীতে হার্রার ঘটনার পর হোদায়বিয়ার সন্ধিকালীন কোন ছাহাবী আর জীবিত ছিলেন না। এরপর ৬৪ হি. থেকে খারেজীদের তৃতীয় ফিৎনা শুরু হওয়ার পর তা আর কখনোই শেষ হয়নি। যতদিন না তা মানুষের সমস্ত শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি নিঃশেষ করে দেয়' *(বুখারী হা/৪০২৪; মিশকাত হা/৫৪০৯)*।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের ফিৎনা থেকে হার্রার ফিৎনা (৬৩ হিজরীতে মদীনার নিকটবর্তী হার্রা নামক স্থানে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার সৈন্যদের সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ, যাতে বহু ছাহাবী এবং তাবেঈ নিহত হন) পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সকল বদরী ছাহাবী মারা যান, যাদের মধ্যে আলী (রাঃ)ও ছিলেন। সর্বশেষ বদরী ছাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) মারা যান এ যুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বে। আর হার্রার ফিৎনা শুরু হওয়ার পর থেকে তৃতীয় ফিৎনা (৬৪ থেকে ৭৮ হিজরী সময়কালে বছরায় বিস্তৃত আযারিকাহ নামক খারেজী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ) পর্যন্ত সময়ে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাহাবী মারা যান। এই তৃতীয় ফিৎনার সময় সকল ছাহাবী মারা যান। মোটকথা ওছমান হত্যার সূত্র ধরে অবশিষ্ট বদরী ছাহাবীগণ একে একে সকলে শাহাদাত বরণ করেন *(ফাৎহুলবারী ৭/৩২৫; মিরক্বাত ৮/৩৪০৪; উমদাতুল ক্বারী ১৭/১১৯)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদে মাইকের ন্যায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে জুম'আর খুৎবা দেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে কি? এছাড়া নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রজেক্টর রাখা যাবে কি?

-নাফীস শিকদার, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ করা উচিত হবে না। কারণ এতে মুছল্লীদের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয় এবং খুৎবা ও ছালাতের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ, যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত *(মুমিনুন ২৩/১-২)*। অতএব জুম'আর খুৎবায় প্রজেক্টর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : রাসূল (ছাঃ) অল্প খাদ্যগ্রহণকারীকে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা দৈনিক মাছ, গোশত, দই, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি খায়। এগুলি কি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না?

-ইমরান আলী, চণ্ডীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : 'অল্প খাদ্যগ্রহণকারী সর্বোত্তম' মর্মের বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৩)*। অতঃপর প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী হালাল খাদ্য খাবে। আল্লাহ্র শুকরিয়ার সাথে খেলে এতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। তবে যদি সে কৃপণতা করে কিংবা নষ্ট করে, তাহ'লে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্র বলেন, তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে অপসন্দ করেন' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দুটি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাহ'ল অপচয় ও অহংকার *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*। তবে খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হ'ল- পেটের একভাগ খাদ্য দিয়ে ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে *(তিরমিযী হা/২৩৮০)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কি? কুরআন ও হাদীছে এ পৃথকীকরণের পক্ষে কোন দলীল আছে কি?

-আব্দুল ওয়াজেদ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : নবী ও রাসূল দু'টি শব্দের অর্থই বার্তাবাহক। তারা সকলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সূরা হজ্জের ৫২ আয়াতে। তবে সে পার্থক্যের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ফার্রা বলেন, 'রাসূল' তিনি, যার নিকটে প্রকাশ্যভাবে জিব্রীলকে পাঠিয়ে আল্লাহ রিসালাত প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে 'নবী' তিনি, যার নিকটে আল্লাহ কোন খবর পাঠিয়েছেন ইলহাম অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে (যেমন ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন)। অতএব প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। মাহদাভী (المهدوى) বলেন, এটাই সঠিক। কাযী ইয়ায বলেন, বিদ্বানগণের বিরাট অংশ এ মতকেই সঠিক বলেন যে, প্রত্যেক রাসূলই নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। তিনি আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে দলীল নিয়েছেন যে, ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গাম্বরের মধ্যে ৩১৫ জনের বিরাট সংখ্যা ছিলেন 'রাসূল' *(তাফসীর কুরতুবী; আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৮; ছহীহাহ হা/২৬৬৮)*। সম্ভবতঃ এ কারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কুরআনে 'শেষনবী' বলা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৪০)*, শেষ রাসূল নয়। হাদীছেও তিনি বলেছেন, আমি শেষনবী, আমার পরে কোন নবী নেই' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*। কেননা নবী ব্যতীত কেউ রাসূল হ'তে পারেন না।

সূরা মারিয়াম ৫৪ আয়াতে ইসমাঈলকে 'রাসূল' ও 'নবী' একত্রে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তিনি হাদীছে বর্ণিত ৩১৫ জন রাসূলের *(ছহীহাহ হা/২৬৬৮)* অন্যতম ছিলেন। যদিও আমরা কেবল মূসা, দাঊদ, ঈসা ও মুহাম্মাদ চারজন কিতাবধারী রাসূলের নাম জানি।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মহিলা হ'লে সেখানে চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্ব সিদ্ধ নয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ জাতি নারী জাতির উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) যখন অবগত হ'লেন যে, ইরানের জনগণ কিসরার কন্যাকে তাদের নেত্রী নির্বাচন করেছে। তখন তিনি বললেন, 'ঐ জাতি কখনও সফলকাম হ'তে পারে না, যারা নারীকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করে' *(বুখারী হা/৪৪২৫; মিশকাত হা/৩৬৯৩)*। অতএব রাষ্ট্রীয় ও সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব ইসলাম নাকচ করেছে। এতদসত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যদি মহিলা হয়ে থাকেন, তাহ'লে পারতপক্ষে চাকুরী পরিবর্তন করা উচিত। তবে বাধ্যগত বিষয়টির কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : নফল ছালাত দু'রাক'আত আদায়ের নিয়তে ছালাত শুরু করে পরবর্তীতে ছালাতের মধ্যেই মত পরিবর্তন করে চার রাক'আত পড়া যাবে কি? এছাড়া চার রাক'আতের নিয়ত করে সময় কম থাকায় দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো যাবে কি?

-নূরুল আমীন, শানকিপাড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : নফল ছালাতের ক্ষেত্রে ছালাতরত অবস্থায় রাক'আত কম বা বেশী করার নিয়ত পরিবর্তন করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই রাক'আত। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে' *(বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪)*। তিনি বলেন, নফল ছিয়াম পালনকারী তার নিজের উপর আমীর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*। তবে কেউ নিয়ত পরিবর্তন ব্যতিরেকে খামখেয়ালীভাবে রাক'আত কম বা বেশী করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৪/৫০)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : আমি পাওয়ার স্টেশনে কাজ করি। এখানে শিফটিং ডিউটি থাকায় জুম'আর ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আমীনুল ইসলাম

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় যোহর ছালাত আদায় করবে। প্রয়োজনে যোহর-আছর জমা করবে *(বুখারী হা/১১৭৪; দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ১৮৮ পৃ.)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬, বাক্বারাহ ২/২৮৬, আবুদাঊদ হা/৬৫০)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার রূহ দেহে অবস্থান করে কি?

-মীযানুর রহমান, চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফায়ছালা করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' *(যুমার ৩৯/৪২)*।

উক্ত আয়াতে প্রাণীর দু'টি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। একটি নিদ্রাকালীন মৃত্যু। অন্যটি মৃত্যুকালীন মৃত্যু। নিদ্রায় তার দেহে অনুভূতি থাকে। কিন্তু মৃত্যুতে সেটা থাকেনা। উভয় অবস্থায় তার প্রাণ আল্লাহ্র কাছে চলে যায়। অতঃপর তিনি যাকে চান তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেন, যাকে চান সেটা রেখে দেন। যা ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত তার দেহে ফেরৎ দেওয়া হয় না। কুরআনে ও হাদীছে উভয় অবস্থাকে 'মউত' বলা হয়েছে। সেজন্য ঘুমাতে যাবার সময় দো'আ পড়তে হয়, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি' *(বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*। ঘুম থেকে ওঠার সময় বলতে হয়, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান' *(বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ বিছানায় যাবে, তখন... সে যেন ডানকাতে শুয়ে বলে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমি বিছানায় দেহ রাখছি ও তোমার নামেই সেটা আমি উঠাবো। যদি তুমি আমার আত্মাকে আটকে রাখ, তাহ'লে তুমি তাকে অনুগ্রহ কর (অন্য বর্ণনায় এসেছে 'তুমি তাকে ক্ষমা কর')। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে তুমি তাকে (গুনাহ থেকে) হেফাযত কর। যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের হেফাযত করে থাক' *(বুখারী হা/৬৩২০, ৭৩৯৩; মুসলিম হা/২৭১৪; মিশকাত হা/২৩৮৪)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : কুরআনী নির্দেশনা অনুযায়ী কোন নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হাযির করা আবশ্যক। কিন্তু সেটি কিভাবে সম্ভব? আর চারজন সাক্ষী পেশ করার পিছনে হিকমত কি?

-তা'লীমুল হক, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হ'তে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর' *(নিসা ৪/১৫)*। তিনি আরো বলেন, 'আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়। অথচ চারজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী হাযির করতে পারে না। তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। বস্তুতঃ এরাই হ'ল পাপাচারী' *(নূর ২৪/৪)*। একদা (খাযরাজ গোত্রের নেতা) সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পরপুরুষকে (সহবাসরত) দেখতে পাই, তবে কি আমি তাকে পাকড়াও করব না, যতক্ষণ না চারজন সাক্ষী হাযির করি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন সা'দ বলেন, কখনোই তা সম্ভব নয়। যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তার কসম করে বলছি, আমি এর আগেই তাকে তরবারি দিয়ে খতম করে দিব। তখন রাসূল (ছাঃ) আনছারদের ডেকে বললেন, তোমাদের নেতা কি বলছেন শোন। তিনি অবশ্যই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। আর আমি তার চেয়েও বেশী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশী' *(মুসলিম হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/৩৩০৮)*।

সা'দ বিন উবাদাহ উপরোক্ত কথা বলার পরপরই হেলাল বিন উমাইয়াহ স্বীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। এমন সময় সূরা নূরের ১০ আয়াত নাযিল হয়। যার ভিত্তিতে তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে। তখন রাসূল (ছাঃ) উভয়কে লে'আন করান এবং বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং বলেন যে, আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে অনেক ভয়াবহ' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ৪ আয়াত)*। অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি দুনিয়াতে গ্রহণ করলে এটি তার জন্য কাফফারা হ'ত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)* এবং সে সম্ভবতঃ আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে বেঁচে যেত।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের কারণে এবং তাদের পাপ গোপন রাখার কারণে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নূর ৪ আয়াত)*। 'অনুগ্রহ' বলতে বান্দাকে তওবা করার সুযোগ দান এবং 'গোপন রাখা' অর্থ এই অন্যায় কর্মটি জানাজানি না হওয়া। যাতে সমাজে নির্লজ্জতার প্রসার না ঘটে। ছাহেবে হেদায়াহ বলেন, চারজন সাক্ষীর শর্ত রাখার অর্থ হ'ল এটিকে গোপন রাখা এবং প্রচার না করা *(হেদায়াহ ২/৯৫)*।

ইসলামী আইনে যেনার অপরাধ সাব্যস্ত হয় ৪ জন সাক্ষী অথবা স্বীকৃতি অথবা গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমেও যেনার অপরাধ সাব্যস্ত হ'তে পারে। কিন্তু শতভাগ সন্দেহমুক্ত নয় বলে এর মাধ্যমে 'হদ' আরোপিত হবে না; কেননা সন্দেহের অবস্থায় 'হদ' প্রযোজ্য নয়। যেনার শাস্তি বাহ্যতঃ খুবই কঠিন মনে হ'লেও এর সামাজিক কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। সে তুলনায় উক্ত শাস্তি সহজতর *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়; রাবেতার অধীনস্ত ইসলামী ফিক্বহ কাউন্সিলের ষোড়শ অধিবেশন সিদ্ধান্ত, জানুয়ারী ২০০২, মক্কা, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ৩৯০)*।